পাবনা জেলার ইতিহাস।

(ষষ্ঠ খণ্ড)

শ্রীরাধারমণ সাহা বি-এল

প্রণীত ও প্রকাশিত।

পাবনা।

১৩৩৩

গাবন্দ গোবিন্দ প্রেসে—শ্রীতারাপদ চৌধুরী কর্তৃক ১—৩ ফর্ম্মা,
সূচীপত্র ও নিবেদন এবং সরস্বতী প্রেসে—শ্রীগোপীকৃষ্ণ বসাক
কর্তৃক ৪—১৫ ফর্ম্মা মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ—১০০০—১৩৩৬ সাল।

মূল্য—১৲ এক টাকা মাত্র।

মুখবন্ধ।

আদমসুমারি, দেশের অবস্থা ও শাসনসংরক্ষণাদির বিবরণ সম্বলিত পাবনা জেলার ইতিহাস ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা তিন গুণের অধিক। লোক সংখ্যাদির সমস্ত অঙ্ক আদম সুমারির বিবরণ হইতে গৃহীত, তাহাতে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ মুদ্রাকর দোষ ঘটিয়াছে; আশাকরি, সহৃদয় পাঠকবর্গ পুস্তকের এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

১৯০১ অব্দ হইতে ১৯২১ অব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসর মধ্যে জেলার জাতিবিশেষের লোকসংখ্যার কিরূপ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, প্রত্যেক জাতির সংখ্যা দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইল। বর্ণমালা অনুসারে কতিপয় প্রধান জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তাহ জেলার মধ্যে তাহাদের বসতি প্রধান গ্রাম, প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সংকীর্ত্তি এবং সমাজিক আচার ব্যবহারাদির স্থূল বিবরণ লোকমুখে শুনিয়াই লিপিবদ্ধ হইল; ইহাতে বহু ভ্রমাদি হওয়া অবিসম্ভাবী। আশাকরি, সহৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি তৎপতি অধিকতর আকৃষ্ট না হইয়া তাহা সংশোধন জন্য ধাবিত হইবে।

হিন্দুসমাজে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি জাতি এবং মুসলমান সমাজে খোন্দকার ও খাঁ, মিরজা, মিঞা ও ভূইঞা প্রভৃতি উপাধিক পরিবার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশজ বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। মাকরার ভূইঞাগণ মোগল আমলের বার বা বড় ভূইঞার বংশধর বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের অনেকে অধুনা সাধারণ পুলিশ কর্ম্মচারী রূপে দরিদ্র অবস্থায় পরিণত হইলেও ইঁহাদের সুদীর্ঘ অবরব ও উপাধি সমস্তই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের পরিচায়ক। শৈব শাক্ত বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মমত ব্যতীত এই জেলার চিথলিয়ার শম্ভুচাঁদ প্রচলিত "গুরুসত্য ধর্ম্ম" ও হিমাইতপুরের আশ্রম প্রবর্ত্তিত "সৎসঙ্গী" ধর্ম্মমত উল্লেখ যোগ্য। জেলার সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা ও হিন্দু সমাজে প্রচলিত ব্রতপূজাদি ও ক্রীড়া কৌতুকাদির স্থূল বিবরণ লিখিত হইল।

শাসন সংরক্ষণাদি প্রসঙ্গে প্রত্যেক বিভাগের সংখ্যাদি সমস্তই প্রায় সরকারী গেজেটিয়ার হইতে সংগৃহীত। জেলার সদর রাজস্ব অপেক্ষা কোর্ট ফি ষ্টাম্প আদি বিক্রয়ের আয় অধিক। ইহা দেশে মোকদ্দমা বৃদ্ধির

পরিচায়ক। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিভাগের কার্য্য বিবরণী হইতে তাহা সূচিত হইতেছে। প্রত্যেক পোষ্টাফিসের অধীনস্থ গ্রাম সমূহের যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা একেবারে নির্ভূল নহে।

এই জেলার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মধ্যে এতদিন পরস্পর বিশেষ সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বর্ত্তমান ছিল। বিগত ২।৩ বৎসর হইল হাদল গোয়াল-গ্রাম অঞ্চলে ও পার্শ্বডাঙ্গা সজনাই প্রভৃতি গ্রামে বর্গা জমির চাষ আবাদ লইয়া কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। উহা প্রশমিত হইতে না হইতে পুনরায় বিগত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর পাবনায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার ফলে মফঃস্বলের অনেক স্থলে হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি ভগ্ন হইয়াছে। বিগত ৩০শে জুন রাত্রিতে পাবনা সহরের বিভিন্ন মন্দির হইতে কয়েক খানি কালিকাদি দেবী মূর্ত্তি দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়; প্রকাশ্য রাস্তায় ভগ্নাবস্থায় পর দিবস ১লা জুলাই বৃহস্পতিবারে মূর্ত্তিগুলি দেখিতে পাইয়া সহরের হিন্দু অধিবাসিগণ তৎসমুদায় বিসর্জ্জন জন্য এক মিছিল বাহির করেন। উক্ত মিছিল বাজার মধ্যে খলিফা পটিতে মসজিদের নিকট দিয়া গমনকালে মুসলমানগণ যাইতে নিষেধ করায় যে বিবাদ ও হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তাহার অব্যবহিত পর হইতেই পাবনা সহরে মফঃস্বলের অনেক গ্রামে সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রবলতর হইয়াছে। ফলে পাবনা বাজার শুক্রবার ও শনিবার একরূপ বন্ধ হইয়া থাকে। সুজানগর, আতাইকুলা, কৈজুরী, শ্রীপুর ধোপাঘাটা, ভুলবারিয়া, গয়েশবাড়ী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামের স্থানে স্থানে দিবাভাগে মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুদিগের ঘরবাড়ী ও দোকানাদি লুণ্ঠিত হইতে থাকে। আটবরিয়া ও সাঁড়া থানার অনেক গ্রামে লুটতরাজ ও নানা অত্যাচার হইয়াছে। পাবনা সহর ও মফঃস্বলের উক্ত গ্রাম সমূহের অবস্থা গুরুতর বিবেচনায় রাজসাহী বিভাগের কমিসনর সাহেব বাহাদুর স্বয়ং পুলিষের ডেঃ ইঃ জেনারেল সাহেব মহোদয় এবং অতিরিক্ত পুলিষ সহ ৪ঠা জুলাই তারিখে পাবনায় আগমন করতঃ উভয়েই স্বয়ং মফঃস্বলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী জেলা হইতে অতিরিক্ত পুলিষ, গুরখা ও সামরিক পুলিষাদি পাবনায় আনীত

হইয়াছে। চরতারাপুরে সুজানগর হাট লুটের তদন্ত উপলক্ষে পুলিষ বাধ্য হইয়া গুলি চালাইয়াছে। ফলে কয়েকজন আহত হইয়া পাবনায় আনীত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ছয় শতাধিক আসামী ধৃত হইয়া পাবনায় আসিয়াছে। স্পেসাল ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. Hollow সাহেবের এজলাসে সহর ও মফঃস্বলের দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামিগণের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আদেশে পাবনা থানা, আটঘরিয়া ও সাঁথিয়া থানার কতকগুলি ও সুজানগর গ্রামে এক বৎসর জন্য পিউনিটীব পুলিষ অবস্থানের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। তদন্ত এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই, প্রায় প্রত্যহই মফঃস্বল হইতে আসামী ধৃত হইয়া সহরে প্রেরিত হইতেছে। মোকদ্দমাদি সমস্তই বিচারাধীন এবং এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখনও সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই। হিন্দুগণ ধন প্রাণ ও সম্ভ্রমাদি লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়াছেন, বঙ্গের ও ভারতের অনেক স্থলে সহানুভূতিসূচক সভাদির উল্লেখ সংবাদ পত্রাদিতে জানা যাইতেছে। লুণ্ঠিত ও বিপন্ন হিন্দুদিগের সাহায্যেরও ব্যবস্থা হইতেছে। মুসলমানগণ মধ্যে অভিযুক্ত আসামিগণের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালন জন্য স্থানে স্থানে চাঁদা ও মুষ্টিভিক্ষাদি সংগৃহীত হইতেছে। মোটের উপর এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে জেলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষের যে নূতন ভাবের উদ্রেক হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অচিরে বিদূরিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

পাবনা "অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীর" কর্তৃপক্ষগণ আমাকে অবৈতনিক সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া উক্ত লাইব্রেরী হইতে পুস্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদানে আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট বাধিত থাকিলাম। এই কয়েক খণ্ড পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ কালে পাবনা ও বগুড়ার সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার Mr. H. C. Philpot, I.C.S. ও Mr. D. Macpherson I.C.S মহোদয়গণ সাক্ষাৎকার প্রত্যেকেই আমার কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ আমাকে একশত টাকা করিয়া হাওলাত স্বরূপ সাময়িক অর্থ সাহায্য প্রদানে আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন,

তজ্জন্য আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। পাবনার উকিল শ্রীযুক্ত জাহ্নবী চরণ ভৌমিক মহাশয় সময় সময় হাওলাত স্বরূপ আমার যখন যে পরিমাণ টাকার আবশ্যক হইয়াছে তাহা সাময়িক প্রদানে সবিশেষ উপকার করিয়াছেন; সেজন্য আমি তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড মুদ্রিত হওয়া কালে তাড়াশের জমিদার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায়মহাশয় তাঁহাদের ষ্টেট হইতে ১৫০৲ এবং তাড়াস পূর্ব্ববাটীর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ১৫৲ ও তদীয় কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র সিংহমহাশয় ১০৲ ভূতপূর্ব্ব সেটেলমেণ্ট অফিসার পাবনা নিবাসী শ্রীযুক্ত তীর্থ নাথ সাহামহাশয় ৫০৲ কেঁতুপাড়া নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন লাহিড়ীমহাশয় ২৫৲ রাউতারা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরথ লাল চৌধুরী মহাশয় ১০৲ তাঁতিবন্দের জমিদার শ্রীযুক্ত ক্ষিরোদগোবিন্দ চৌধুরীদিগর তাঁহাদের ষ্টেট হইতে ১০৲ এবং মদীয় সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত নবগৌরাঙ্গ বসাক মহাশয় ৩০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়া আমার কার্য্যের যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। গবর্ণরঅভ্যর্থনাকমিটীর সভ্যগণও আমাকে ২৫৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই পুস্তক খণ্ড চতুষ্টয় মুদ্রিত হওয়া কালে যিনি আমাকে যে কোন প্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

পরিশেষে পাঠকবর্গ সমীপে বিনীত নিবেদন পুস্তক খণ্ড গুলি মধ্যে বর্ণিত বিষয়ের ভ্রম ত্রুটি ও স্থানে স্থানে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে তজ্জন্য তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন এবং ভ্রমাদি আমাকে জানাইলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব। এই পুস্তক কয়েক খণ্ড জেলা বাসিগণের কিছু-মাত্র উপকারে আসিলেও স্বীয় পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব, নিবেদন ইতি।

পাবনা, কালাচাঁদপাড়া।
১লা আগষ্ট ১৯২৩।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীরাধারমণ সাহা।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়—আদম স্তুমারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দেশের অবস্থা।

তৃতীয় অধ্যায়—শাসন সংরক্ষণাদি।

পাবনা জেলার ইতিহাস

—•[:০:]•— —

(ষষ্ঠখণ্ড)

প্রথম অধ্যায়—আদম-সুমারি।

প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ বিবরণ।

(ক) **প্রাচীন অধিবাসী**—পাবনা নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র নামক জনপদের অধিবাসী পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র নামধেয় জাতিগণের নামানুসারে এই জেলার নামকরণ হইয়াছে। এই পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র জাতিই নামান্তরে পোদ, পুঁড়া বা পুঁড়ো জাতি; সাধু ভাষায় পৌণ্ডরিক বা পুণ্ডরীক নামক জাতি-সমূহ জেলার স্থানে স্থানে এখনও বাস করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎকৃত বিবিধ প্রবন্ধের "অনার্য্য বাঙ্গালী" শীর্ষক প্রস্তাব প্রসঙ্গে পুণ্ড্র হইতে ক্রমে কিরূপে পুঁড়া বা পুঁড়ো শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও ইতিপূর্ব্বে পাবনার প্রাচীন ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের ৯।১০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

এই জেলার সাঁড়া পুলিষ ষ্টেসনের অধীন দাদাপুর, দাপুনিয়া, আটঘরিয়া পুলিষ ষ্টেসনের অধীন চান্দভা এবং সুজানগর পুলিষ ষ্টেসনের অধীন বাদাই, রাণীনগর প্রভৃতি পল্লীতে এখনও বহু সংখ্যক পুঁড়া বা পৌণ্ডরিক জাতিগণের বাস আছে। সাঁথিয়া পুলিষ ষ্টেসনের অধীন একটী পল্লী এখনও পুণ্ডরিয়া

নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ এতদঞ্চলেও পূর্ব্বে বহু পুঁড়াদি জাতির বাস ছিল। এতদ্ব্যতীত পাবনা টাউনে ১৮৫০ অব্দের রেভিনিউ. সার্ভেনক্সার বাজুয়স নাজিরপুর পরগণায় ৮৬ নম্বরে বাজে পাবনা নামক মৌজাও Boundary Commissioner's তালিকান্তর্গত ১০০ নম্বরে Pudeh Pabna বা পোদে পাবনা নামে উল্লেখিত হইয়া থাকে।

পোদ, পুঁড়া বা পুঁড়ো জাতি যে বঙ্গের অতি প্রাচীন বা আদিম অধিবাসী তাহা স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিবিধ প্রবন্ধের "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে এবং স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসের সাহিত্য পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু ইহাদিগকে অনার্য্য আখ্যা প্রদান করিলেও ইহারা নীচ কুলোদ্ভব নহে, তাহা অনেক সমাজতত্ত্ববিৎগণ প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই জেলায় এই জাতিসমূহ কৃষি বাণিজ্যাদিতে লিপ্ত; ইহাদের ব্যবসায় ও আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে ইহাদিকে কোন ক্রমেই হীন বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা যে বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় জাতি এবং কালক্রমে অনার্য্য সংস্রবে বা যুগধর্ম্মে জাতিভেদ বর্জ্জিত বৌদ্ধাদি ধর্ম্মাশ্রয়ে ইহাদের পাতিত্য ঘটিয়াছে, তাহাও দ্বিতীয় খণ্ডের ৮০ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই পোদ, পুঁড়া বা পুঁড়ো জাতিগণ যে এই জেলার আদিম বা প্রাচীন অধিবাসী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত এই জেলার স্থানে স্থানে চান্দাল, চাঁড়াল, কাঁড়াল, নমঃশূদ্রাদি আখ্যায় পরিচিত যে সমস্ত জাতির বাস আছে, তাহারাও পূর্ব্বে রাজসাহী ও মালদহ জেলার চন্দেল বা চাঁদলাই নামক স্থানের অধিবাসী ছিল বলিয়া জানা যায়। ইহারা পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র দেশের অধিবাসী বলিয়া পরিচিত হইত। কালক্রমে বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ঘটিলে ইহারা ক্রমে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তজ্জন্য ফরিদপুর, নদিয়া, পাবনাদি জেলায় বর্ত্তমানে অধিক সংখ্যক নমঃশূদ্র জাতির বাস দেখা যায়। এই জেলায় ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাজারের ঊর্দ্ধ ছিল। ইহারা পূর্ব্বতন পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র নামক জাতিগণের নামান্তর মাত্র, বর্ত্তমানে এই জেলার নানাস্থানে প্রচুর ভাবে বাস করিতেছে। ইহারাও এই জেলার প্রাচীন অধিবাসী।

কালক্রমে বঙ্গে আর্য্য সভ্যতার বিস্তার হেতু ব্রাহ্মণাদি জাতি সমূহের বসতি বিস্তার ঘটিয়াছে। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবু বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে "কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিবার পূর্ব্বে দুইশত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্য ভূমি ছিল"। তৎপর পাল ও সেন রাজত্ব সময়ে ক্রমে গৌড়বঙ্গে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণাদি জাতিগণের স্থানে স্থানে বাস ও কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন দেশে কুলীন ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের বসতি বিস্তার ঘটিয়াছে, তখন হইতে এই জেলারও স্থানে স্থানে তাঁহাদের আগমন হইয়াছে বলিয়া জানা যাইতেছে।

এই জেলার করঞ্জ নামক গ্রামখানি পাল রাজত্বকালে স্বর্ণরেখ নামক জনৈক মৈত্রে উপাধিক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপাল দেবের নিকট শাসন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। রায়গঞ্জ থানার অধীনস্থ নিমগাছী ধুরকা, মাধাইনগরাদি পল্লী সেন রাজত্ব সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর আবাস ভূমিতে পরিণত ছিল। মাধাইনগরে প্রাপ্ত মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই জেলার বিভিন্ন গ্রামের কালিয়াই বংশীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠাতা ভীম ওঝা সম্রাট বল্লাল সেনের পুরোহিত ছিলেন। বল্লালের হড্ডিকা সংস্রব ঘটিলে তিনি কালিয়া গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান পাবনা জেলার আত্রাই নদী তীরবর্ত্তী ছাতক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। এই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ এই জেলায় অতি প্রাচীন বংশ বলিয়া পরিচিত। এতদ্ব্যতীত এই জেলার পোতাজিয়ার রায় পরিবারস্থ বারেন্দ্র কায়স্থগণের পূর্ব্ব পুরুষ ভৃগু নন্দী মহাশয় বল্লাল সেনের সভাসদ ছিলেন। তাঁহার সন্তানসন্ততিগণও বল্লালী মর্য্যাদা অবহেলা করিয়া এই জেলার পোতাজিয়া, অষ্টমনিষা আদি গ্রামে বসতি বিস্তার করিয়া ছিলেন। রায়গঞ্জ থানার অধীনস্থ নিমগাছীর বিবরণে জানিতে পারা যায় বঙ্গদেশ মুসলমান অধিকৃত হইলে কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত উক্ত অঞ্চলে করতোয়া প্রদেশে সেন রাজ বংশীয় অচ্যুত সেন স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিরাজগঞ্জাদি অঞ্চলের বৈদ্য জাতি প্রধান গ্রাম সমূহ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তৎকাল হইতেই এই সমস্ত অঞ্চলে বৈদ্য

জাতির অত্যধিক সংখ্যা এবং তাহাদের মধ্যেও প্রাচীন ভূম্যধিকারী বংশ পূর্ব্বাপর বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেন রাজগণ বৈদ্য ছিলেন কি কায়স্থ ছিলেন তাহা লইয়া নানামত থাকিলেও এতদঞ্চলের বৈদ্য সমাজে পূর্ব্বাপর ভূম্যধিকারী বংশ বর্ত্তমান আছে। ইঁহারাও যে এই জেলার অতি প্রাচীনতম অধিবাসী তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

(খ) **বর্ত্তমান অধিবাসী**—হিন্দু সমাজান্তর্গত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে এই জেলার মথুরার ভট্টাচার্য্য পরিবার সাতিশয় সম্মানার্হ। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে সালিখা সারোরা, হরিপুর, ভারেঙ্গা, কাশীনাথপুর প্রভৃতি গ্রামের ব্রাহ্মণগণ বহুদিন হইতে সুপ্রসিদ্ধ। গুণাইগাছা, সিদ্ধিনগর, কাওয়াখোলা, গাঁড়াদহ প্রভৃতি পল্লীতে অতি পূর্ব্বে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল; জামিরতা, গুদিবাড়ী প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণগণ সামাজিক হিসাবে সাতিশয় কুলীন বলিয়া খ্যাত; ইঁহারা ঘটকগণের মুখে কুলীনের মধ্যে সুমেরু পর্ব্বত বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। হাণ্ডিয়াল বল্লভপুরাদি গ্রামের গোস্বামী পরিবার অদ্বৈত সন্তান ঠাকুর নরোত্তমের বংশধর বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য ও পার্ষদ গৌরাঙ্গ দাসের পুত্র শ্যামমোহন দাস ঠাকুর হইতে হাপানিয়ার বৈষ্ণব উপাধিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কোদলা নামক গ্রাম নিবাসী গোস্বামী পরিবার এবং স্থল সমাজান্তর্গত স্থল, বসন্তপুর গোয়ালবাড়ী নওকাটার পাকরাশী ও ভট্টাচার্য্য পরিবারস্থ ব্রাহ্মণগণ এ জেলায় অল্পদিন হইতে স্থায়ী হইলেও সমধিক প্রসিদ্ধ।

কায়স্থ সমাজে পোতাজিয়া, অষ্টমনীষা, দিলপসার, রহিমপুরাদি গ্রামের বারেন্দ্র কায়স্থগণ এই জেলায় সুবিখ্যাত; সাগরকান্দি, হাসামপুর, হাটখালি খলিলপুর, দৌলতপুরাদি গ্রামসমূহের বঙ্গজ কায়স্থগণও এই জেলায় সুপ্রসিদ্ধ। ব্যবসায়ী জাতি মধ্যে কুণ্ডু, সাহা, প্রামাণিক উপাধিক তিলি তন্তুবায়াদি নবশাক, পোদ্দার, সাহা, প্রামাণিকাদি উপাধিক বৈশ্য সাহা বা বণিক জাতি এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর দৃষ্টিগোচর হয় ইহাদের অধিকাংশই বাণিজ্যাদির সুবিধার্থ নদীতীরস্থ গ্রামে বাস করে। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মকার কুম্ভকার, সূত্রধরাদি শিল্পী জাতিও এই জেলার অনেকানেক

গ্রামে বাস করে। মৎস্যজীবী ধীবর জাতি এই জেলার পদ্মাদি নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহে স্থানে স্থানে বহুল পরিমাণে বাস করে।

কালক্রমে দেশে মুসলমান অধিকার ঘটিলে ধীরে ধীরে যখন বঙ্গে মুসলমান জাতিগণ বসতি বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে এই জেলার সাহাজাদপুর গ্রামে সর্ব্ব প্রথমে খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মুসলমানগণ আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুলতানপুর, সমাজ, নবগ্রামের মসজিদাদি দর্শনে প্রতীয়মান হয় যে পাঠান আমল হইতে এই সমস্ত পল্লী মুসলমানগণের অধ্যুষিত ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। চাটমহরে পাঠান পাড়া, আফ্রাদপাড়া প্রভৃতি পাঠান নামাত্মক স্থানসমূহ হইতে জানা যায় এখানেও পাঠান জাতিগণ এক সময়ে সমধিক প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। এথাকার মাশুম খাঁর মসজিদ তাঁহাদের কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাগঁ, মিরজাপুর, মাসুন্দিয়া, প্রভৃতি গ্রামের মিরজা, বেগ উপাধিক বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার মোগল বাদসাহ আরঙ্গজেবের অনুজ দারার পুত্র সোলেমান ওরফে টর্ণুবেগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত সয়দাবাদ সৈয়দপুর, আমিরাবাদ, খাঁপুরা, কাজীপুর, কাজিটোল, মীরপুর প্রভৃতি পল্লীসমূহের নাম দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই সমস্ত পল্লীতে পূর্ব্বে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের বাস ছিল। পাঠান মোগল আমলে এই সকল পল্লী অনেকাংশে সদ্বংশজাতি মুসলমান কর্ম্মচারী সৈন্যাধ্যক্ষগণের ক্রীড়া ভূমিতে পরিণত ছিল।

(গ) **মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ**—হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান জাতির সংখ্যা এই জেলায় প্রায় তিনগুণ বেশী। হিন্দু ৩৩৪৩৩২, মুসলমান ১০৫৩৫৭১। গড়ে মুসলমান সংখ্যা প্রায় শতকরা ৭৭ জন ধরা যায়। এই মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ নির্দ্দেশে অনেকে বলেন, এদেশের মুসলমানগণের অধিকাংশ ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু জাতি। এই কারণ বিস্তারিত আলোচনার ইহা উপযুক্ত স্থল না হইলেও, পাবনা ও তৎপার্শ্বর্ত্তী বগুড়া এবং ঢাকাদি জেলায়ও প্রায় শতকরা ৮০ জন মুসলমানের বাস; তজ্জন্য এই সংখ্যাধিক্যের কারণ কিঞ্চিৎ স্থূলতঃ নিম্নে আলোচিত হইল।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "বাঙ্গালার

অনেক লোকেই মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা, ইহারা অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর কৃষিজীবী লোক; রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চ শ্রেণী হইবে তাহা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ অল্প সংখ্যক রাজ অনুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময় মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ"।

• বঙ্গদর্শন—অগ্রহায়ণ ১২৮৭ সাল।

মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ প্রসঙ্গে বগুড়া জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজি-ষ্ট্রেট স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন "আফগান সৈনিকেরা স্বদেশ হইতে পত্নী সমভিব্যহারে এদেশে আসেন নাই। এ দেশীয় রমণি-গণের গর্ভে তাহারা সন্তান উৎপাদন করিয়া প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ যাহাদের বৃত্তি কৃষিকার্য্য ছিল না তাহারা অনেকেই পলায়ন করে, কিন্তু সাধারণতঃ কেওট, চাঁদলা, কোচ, মেচ প্রভৃতি প্রজাগণ কৃষিকার্য্যই যাহাদের প্রধান উপজীবিকা তাহার ভূমি ছাড়িয়া দেশান্তর যাইতে পারে নাই। বগুড়া জেলার মুসলমান গণের মাতৃভাষা বাঙ্গলা—ইহারা অধিকাংশই একদা হিন্দু ছিলেন। অল্পদিন হইল মুসলমান হইয়াছে।" **সাহিত্য**—পৌষ ১৩০৯ সাল।

লিখিত আছে যে—"অনার্য্যজাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ব্ব বাঙ্গলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তন্নিমিত্ত তৎপ্রদেশের অধিবাসীরা বহু পরিমাণে অনার্য্য বংশ সম্ভূত বলিয়া হিন্দু সমাজে অতি নীচ শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল। এরূপ হীনাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগের সময় দেশের রাজার সহিত স্বধর্ম্মী হইতে তাহারা উৎসাহ সহকারে যাইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে"। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত **"বাঙ্গালার ইতিহাস"**।

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়াছে এরূপ উক্তিতে মুসলমান সমাজের অনেকে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকে বলেন যে উচ্চ শ্রেণী অপেক্ষা নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ়, তাহারা সহসা ধর্ম্মান্তর গ্রহণে স্বীকৃত হয় না।

উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই সহজে লোভে পড়িয়া অনেক সময় ব্যভিচার ও অনাচার গ্রস্থ হয়; সুতরাং মুসলমানগণের অনেকে হিন্দু হইতে মুসলমান হইলেও তাহারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্মবিল্পবে বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল, তজ্জন্যই কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিতে হইয়াছিল। মুসলমান অধিকার কালে রাজবংশ ও রাজধানী পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হেতু নব নব রাজবংশ ও নূতন নূতন স্থানে রাজধানী স্থাপন হেতু বঙ্গে অনেক বিদেশীয় সৈন্যসামন্ত, শিল্পী, রাজ-অমাত্য ও পারিষদবর্গের আগমন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অনেক মুসলমান ব্যবসায়িও তাহাদের সহ এদেশে আগমন করতঃ মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহারা আরও বলেন বিধবা বিবাহ মুসলমানদের মধ্যে জন সংখ্যাধিক্যের অন্যতম কারণ। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক মোহন্ত, গির, গিরি পুরী প্রভৃতি উপাধিক ব্রাহ্মণগণ আদৌ বিবাহ করেন না, তজ্জন্য তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত অত্যল্পকাল পর পরই সাধারণতঃ মুসলমানগণ একস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ স্থানত্যাগ হেতু, সহজেই তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতি ও উত্তরোত্তর বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। *ছোলতান* ১৬ নভেম্বর ১৯২৩।২৬সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শেষোক্ত কারণগুলির কিয়দংশ সত্য হইলেও, মুসলমান অধিকার কালের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীকালের এদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, হিন্দু রাজ্যাবসানে যখন পাঠান প্রমুখ মুসলমানগণ ক্রমে এদেশে রাজ্য বিস্তার করেন, তখন তাঁহাদের রাজ্য ও ধর্ম্ম বিস্তার একসঙ্গেই চলিয়াছিল। এদেশে যত বৈদেশিকজাতিগণ আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে হয় ধর্ম্ম, না হয় বাণিজ্য ব্যপদেশে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারক বা ব্যবসায়িগণকে বিদেশে রক্ষার্থ আসিয়া পরে বৈদেশিক রাজশক্তি এদেশে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। পাবনা জেলার সাহাজাদপুর নামক পল্লীতে মকদুম্ সাহেবের আগমন ও তথায় তৎকর্ত্তৃক এথাকার মসজিদ নির্ম্মাণ এদেশে মুসলমান অধিকারের প্রাক্কালীন ধর্ম্ম প্রচারের উৎকৃষ্টতর প্রমাণ।

মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে দেশমধ্যে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম লইয়া

ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত বৈষ্ণবাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের স্বীয় রক্ষণশীলতাপ্রবৃক্ত আপন মত অক্ষুণ্ণ রাখিতে বৌদ্ধগণ ও হিন্দু সমাজের অপরাপর জাতিগণকে স্বদলে আনয়ন জন্য তাহাদের সহিত বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই অহিংসাবাদ প্রচারক বৌদ্ধদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন। পাবনার উত্তর পশ্চিমাংশে নিমগাছী ও তন্নিকটবর্ত্তী বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় এবং পাবনার পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী ঢাকা জেলার বিক্রমপুর রামপাল প্রভৃতি অঞ্চলে অতি পূর্ব্বকাল হইতে বহু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাতির বাস ছিল, তাহা চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায়। পাল রাজত্বকালেও যে মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্ত জাতিগণের উপর অনেক অত্যাচার হয়, তাহা কৈবর্ত্ত নায়ক ভীম ও দিব্যকের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। পাবনা জেলার উক্ত কৈবর্ত্ত নায়কগণের বিদ্রোহকালের চিহ্ন অদ্যাপি সিরাজগঞ্জের উত্তর পশ্চিমাংশে ভীমের জাঙ্গাল, ভীমের ডাইঙ্ প্রভৃতিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

বিধর্ম্মিগণকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করাও পাঠান ধর্ম্ম প্রচারকগণের একটী প্রধান কার্য্য ছিল। তাহারা বলে, ছলে কৌশলে এবং প্রলোভনে হিন্দুগণকে স্বধর্ম্মে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিত। মুসলানগণ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধবাদী। ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ মূর্ত্তিপূজক না হইলেও পাল রাজত্বকালেই উঁহাদের তান্ত্রিকতা নিবন্ধন বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে শৈবধর্ম্মের উপাসক হইয়া উঠিলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিবপূজাপদ্ধতির অধিক প্রচলন হইয়াছিল। এই জেলার নিমগাছী ঘুরকা আদি অঞ্চলে আজিও স্থানে স্থানে বৃক্ষাদিতলে তাহার চিহ্নস্বরূপ রাশিকৃত শিবলিঙ্গমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়।

মুসলমানগণ কালে অনেক হিন্দু দেবদেবীর উপর অত্যাচার বা তাহা ধ্বংস করিয়াছেন। এই জেলার নরসিংহ পাড়ার নাককাটী ঠাকুরাণী নামে পরিচিত সিদ্ধেশ্বরী দেবী তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখিত হইতে পারে। হিন্দুর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিরীহ বৌদ্ধগণের উপর তাঁহাদের অত্যাচার অধিক ছিল। বৌদ্ধ মঠ মন্দিরে বহু কাম্যীয় ধনরত্নাদি সঞ্চিত ও লুক্কায়িত

থাকিত তল্লাভে মুসলমান সৈন্যগণ বৌদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের মঠ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত। তখন দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল যে, কেহ বৌদ্ধধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। মুসলমান শাসন ক্রমে বদ্ধমূল হইলে তাঁহারাও হিন্দু বৌদ্ধ উভয়কেই কল কৌশলে স্বধর্ম্মে টানিতে লাগিলেন। বৈদেশিক রাজশক্তি পরিপুষ্ট পাঠান ও ব্রাহ্মণগণ একত্রিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহকে নানারূপে আক্রমণ করিলেন।

যাহারা ব্রাহ্মণের বশ্যতা স্বীকার করিল, তাহারা **নবশাক** বা **নবশাখ** (নূতন শাখা) জাতিতে পরিণত হইল; আর যাহারা তাহা স্বীকার করিল না, তাহারা দেশ হইতে তাড়িত বা সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া অনাচরণীয় জাতিতে পরিগণিত হইল। আর কেহ কেহ রাজানুকম্পা লাভ প্রত্যাশায় নবাগত উদীয়মান বৈদেশিক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিস্কৃতি লাভ করিল। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের বিশেষ কারণ একদিকে ব্রাহ্মণ সমাজের উৎপীড়ন, অত্যাচার ও সামাজিক অস্পৃশ্যতা জন্য ঘৃণা, অপরদিকে রাজানুপালিত মুসলমান পীর ফকির, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতির তাড়না, প্রলোভন ও প্ররোচনা উভয় পক্ষের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া দলে দলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণ অনেকেই মুসলমান হইয়াছিল। যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল না, তাহারা মুসলমান রাজ জাতির কি প্রকার স্তুতিগান করিত তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থকার রমাই পণ্ডিত কৃত শূন্য পুরাণের নিম্নলিখিত কবিতাংশে সূচিত হইয়া থাকে যথা—

যতেক দেবতাগণ　　　সব হয়ে এক মন
　　আনন্দেতে পরিল ইজার।
ব্রহ্মা হইল মহম্মদ　　　বিষ্ণু হৈলা পেকম্বর
　　আদম্ফ স্মূলপানী।
গণেশ হইল গাজী　　　কার্ত্তিক হইল কাজী
　　ফকির হইল যত মুনি॥

খৃষ্টান মিশনারিগণ যেমন নিম্নশ্রেণীস্থ জাতিগণ মধ্যে ঔষধ বিতরণে বা শিক্ষাদানে ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা পান, তদ্রূপ মুসলমান কাজী ফৌজদারগণের সহায়তায় মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারকগণ তৎকালে নানারূপ প্রলোভন ও প্ররোচনা দ্বারা

উচ্চ নিম্ন বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীস্থ অত্যাচারিত ও দলিত হিন্দু বৌদ্ধ জাতি-গণকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান মুসলমানদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্যে অনেকেই যে পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা ইঁহাদের পোষাকপরিচ্ছদ ও নানারূপ চালচলনেই সূচিত হয়। এই জেলায় মুসলমানগণের অনেকে কাছা দিয়া কাপড় পরিধান করেন না। অনেকে দাড়ি রাখেন বটে, গোঁপ ও শিরমুণ্ডন করিয়া থাকেন। আরব ও পারস্য দেশীয় মুসলমানগণের মধ্যে ইজার পরিধানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চীন ব্রহ্মদেশ বাসিদিগের মধ্যে কাছা না দিয়া লুঙ্গি পরিবার রীতি দেখা যায়। মস্তক মুণ্ডন এবং গোঁপদাড়ি না রাখিয়া তাহা পরিত্যাগকরণ, "নাড়ামুড়ে" বা মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর চিহ্নমাত্র। ইহাতেও স্পষ্ট অনুমান হয়, এতদ্দেশীয় মুসলমানগণের অনেকেই ধর্ম্মান্তরিত বৌদ্ধজাতি।

এই জেলার চাটমহর থানার হাণ্ডিয়াল প্রভৃতি স্থানে ও অন্যান্য আরও অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়, মুসলমানগণের অনেকে লক্ষ্মীপূজা করে এবং শ্রাবণ মাসে মনসা পূজায় মাদসাদি প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক হিন্দুর আচার ব্যবহার মুসলমান সমাজের অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হয়, এতৎ সমূহ সমস্তই তাহাদের পূর্ব্বতন হিন্দু সমাজ-ভুক্ত থাকার নিদর্শন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—লোক সংখ্যা।

(১) হ্রাসবৃদ্ধি—বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনানুসারে পাবনা জেলার মোট লোকসংখ্যা ১৩৮৯৪৯৪ জন স্থিরীকৃত হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম লোকগণনা কালে এই জেলার মোট লোক সংখ্যা ১২১১৫৭০ জন ছিল; ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাহা ১৪২৮৫৮৬ জন হইয়াছিল। তখন হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে এই জেলার লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়া ১৩৮৯৪৯৪ জনে পরিণত হইয়াছিল। ১৯১১

অব্দে পাক্‌সিতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ নির্ম্মাণকার্য্য হেতু তথায় বহু বিদেশীয় লোক নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত ঐ খৃষ্টাব্দে লোক সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু সাঁড়া পুলিষ ষ্টেসন ব্যতীত অন্যান্য থানায়ও লোক সংখ্যা উক্ত দশ বৎসরে কেবল মাত্র রায়গঞ্জ থানা ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি কারণে অনেকাংশ হ্রাস হইয়াছে।

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় লোকসংখ্যারই হ্রাস ঘটিয়াছে; তন্মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক সংখ্যা ৮৩২৪ জন অধিক কমিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১৯৯২২ জন অর্থাৎ শতকরা ৫'৭ জন এবং মুসলমানের সংখ্যা ১৯৫০৭ জন অর্থাৎ শতকরা ১'৮ জন হ্রাস হইয়াছে। মোটের উপর ১৯১১ হইতে ১৯২১ অব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে এই জেলার লোক সংখ্যা শতকরা ২'৭ জন কমিয়াছে; অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেড়া পুলিষ ষ্টেসনের অধীনস্থ গ্রাম সমূহে শতকরা ১১'৭ জন হ্রাস হইয়াছে। পদ্মা যমুনা নদীদ্বয়ের ভাঙ্গনও জেলার জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ।

বসতি সংখ্যা—এই জেলার প্রতিবর্গ মাইলে গড়ে ৮২৮ জন লোকের বাস; সদরে প্রতি মাইলে ৭০৬ জন এবং সিরাজগঞ্জে ৮৩৭ জন বাস করে। রাইগঞ্জ থানায় প্রতি বর্গ মাইলে সর্ব্বাপেক্ষা কম ২৮১ জন এবং সাহাজাদপুর থানায় প্রতি বর্গ মাইলে ১৪৪৫ জন লোকের বাস।

যমুনা, হুরাসাগর এবং পদ্মা ও যমুনা মধ্যবর্ত্তী চর ভূমি অতি উর্ব্বর; তজ্জন্য অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সাহাজাদপুর, চৌহালী, কাজীপুর, বেড়া প্রভৃতি পুলিস ষ্টেসনের অন্তর্গত চরজাত ভূমিতে প্রতি বর্গ মাইলে অত্যধিক লোকের বাস আছে।

(৩) **প্রবাসী ও নিবাসী**—এই জেলায় অন্যান্য স্থানের প্রবাসী এবং এই জেলার নিবাসী লইয়া জেলার মোট অধিবাসী সংখ্যা ১৯২১ অব্দে ১৩৮৯৪৯৪ জন। এই জেলায় জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহারা নানা কার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিদেশে বা পাবনার বাহিরে প্রবাসে বাস করে তাহাদের সংখ্যা ৭০৩০৭ জন; আর বিদেশবাসী যাহারা কাজকর্ম্মোপলক্ষে পাবনা জেলার অভ্যন্তরে বাস করে তাহাদের মোট সংখ্যা ৪৫৭২৫ জন। বিগত দশ বৎসরে পদ্মা ও যমুনা নদীদ্বয়ের ভাঙ্গন হেতু এই জেলার

অনেকে নদীয়া, রঙ্গপুর, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছে;

পূর্ব্বে সিরাজগঞ্জ চট্‌কলে বহুলোক কাজ করিয়া বাঙ্গালী ও পশ্চিম দেশীয় অনেকেই প্রতিপালিত হইত। এতদ্ব্যতীত এই জেলায় অনেক বিদেশীয় মুসলমান বেহারা, পশ্চিমা চাকর পাচক ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া নানাপ্রকারে অর্থোপার্জ্জন করে এবং প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য অনেকেই বলিয়া থাকে—

"যে আসে পাবনা তার নাই ভাবনা"

বিভিন্ন প্রকার লোক সংখ্যা।

	পুরুষ—	স্ত্রী—		মোট—
পাবনা **বাসী** নামে পরিচিত	৭১৯৪২২	৬৯৪৬৫৪	=	১৪১৪৪০৭৬
পাবনায় **নিবাসী**	৬৭৮০৬১	৬৬৫৭০৮	=	১৩৪৩৭৬৯
পাবনাবাসী **বিদেশে**	৪১৩৬১	২৮৯৪৬	=	৭০৩০৭
বিদেশবাসী পাবনায়	২৮৬৪১	১৭০৮৪	=	৪৫৭২৫
পাবনায় **অধিবাসী**	৭০৬৭০২	৬৮২৭৯২	=	১৩৮৯৪৯৪

	পাবনাবাসী ভিন্ন জেলায়	ভিন্ন জেলাবাসী পাবনায়		পাবনাবাসী ভিন্ন জেলায়	ভিন্ন জেলাবাসী পাবনায়
বর্দ্ধমান	১৭২	১৪২	রাজসাহী	১০৩৬১	৪২৯৪
বীরভূম	৪৩	৩১	দিনাজপুর	১৬২৪	১৪১
বাঁকুড়া	১৩	৫৯	জলপাইগুড়ি	৬৫১	৪৪
মেদিনীপুর	১৫৯	৪৬	দারজিলিঙ	৪২৮	১৭
হুগলী	৯১	৯৪	রঙ্গপুর	১৯১০৪	৩০৮
হাওড়া	১৮৪	৪১	বগুড়া	১০৯৩৪	২০৪৯
২৪ পরগণা	১২৯৮	২১৬	মালদহ	২৪২	৭১
কলিকাতা	২২৮৮	২২১	ঢাকা	২৯৫১	৪৪৭৭
নদীয়া	২৮১৬	৯৪০০	মৈমনসিংহ	৮০৫৩	৪০৩২
মুরশিদাবাদ	২৭৫	২৯৯	ফরিদপুর	৬৯৯৯	২৫৪৩
যশোহর	১৯১	৬৯২	বাখরগঞ্জ	৬৬	৪১৫
খুলনা	৫৭	১০২	ত্রিপুরা	৭২	৩০২
নোয়াখালী	৯	৩৮৭	চট্টগ্রাম	১৮	২৫৯

প্রতি দশ বৎসরের লোকসংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
পাবনা	১৩৮৯৪৯৪	১৪২৮৫৮৬	১৪২১৩৯৫	১৩৬২২২৫	১৩১১৬৪৯	১২১১৫৭০
হ্রাসবৃদ্ধি	—৩৯০৯২	+৭১৯১	+৫৯১৭০	+৫০৫৭৬	+১০০০৭৯	

পুরুষ ও স্ত্রী।

	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
পুরুষ	৭০৬৭০২	৭২৩৫৯১	৭০৯৮৪৮	৬৭৭৭৪১	৬৪৮২৫৮	৬০২৪৮৭
স্ত্রী	৬৮২৭৯২	৭০৫৯৯৫	৭১১৫৪৭	৬৮৪৪৮৪	৬৬৩৩৯১	৬০৯০৮৩

ধর্ম্মাবলম্বী—

		হিন্দু	ব্রাহ্ম	জৈন	বৌদ্ধ	মুসলমান	খৃষ্টান	প্রেতোপাসক	মোট
১৯২১	পুরুষ	১৬৮৩৪৭	১০	৫৪৮	৪	৫৩৭৪৩৫	২১৫	৩৪৩	৭০৬৭০২
	স্ত্রী	১৬৫৯৮৫	৬	১০১	০	৫১৬১৩৬	২৪০	৩২৪	৬৮২৭৯২
		৩৩৪৩৩২	১৬	৫৪৯	৪	১০৫৩৫৭১	৪৫৫	৬৬৭	১৩৮৯৪৯৪
১৯১১		৩৫৫২১৪	বিবিধ—	৩৪		১০৭৩০৭৮	৫০০	৪০৬	১৪২৮৫৮৬

থানা প্রতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোকসংখ্যা

পাবনা সদর।

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	
মোট জেলা	১২১১৫৭৩	১৩১১৬৪৯	১৩৬২২২৫	১৪২১৩৯৫	১৪২৮৫৮৬	১৩৮৯৪৯৪	পুলিষ ষ্টেসন
পাবনা	১৮০০৩৮	১৮৯৬৪৮	১৮৬২২১	১৯৭৯৭৩	২০৪০৮৪	১০৪৯৪২	পাবনা
						৩০২১৭	আটঘরিয়া
						৫৯৫০২	সাঁড়া
চাটমহর	১২৬৮২৮	১৩৩৪৬৭	১৫৪১২৭	১২৯৩৫০	১৩০৫৯৬	৭৫৫৮৩	চাটমহর
						৫০৩০৯	ফরিদপুর
দুলাই	১৫০৯৩৬	২৮২৪৬	১৮৪১৪৫	১৭০৮৮২	১৬৯৯৫০	৭৪৬৪২	সাঁথিয়া
						৭৮০৩৭	সুজানগর
মথুরা	৯৪৪১৭	১০২৪৮৬	৯০৭০২	৮৮৫৪৪	৯৪৬০৬	৮৩৬০২	বেড়া
	৫৫৫০১৯	৬০৪০৪৭	৬০০৪৮৮	৫৮৬৭৪৯	৫৯৯২৩৬	৫৫৬৮৩৪	

সিরাজগঞ্জ মহকুমা।

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	
সাহাজাদপুর	২৪১২৫৩	২২০৪১১	২৪০৭৫৬	২৬১৮৯৬	২৫৬৩৩৬	১৬০৫৪৫	সাহাজাদপুর
						৫৪১৫৯	চৌহালী
						৭৫২০২	বেলকুচী
উল্লাপাড়া	১৬১৮৫৫	১৭১৭১১	১৮৪৩৮৫	১৯২২৬৮	১৯৪৪৪৬	১২৯৯৬	উল্লাপাড়া
						৪৩০৪২	কামারখন্দ
সিরাজগঞ্জ	২২১০৪৩	২১৯১৮৫	২৩৮১৫৩	২৬৪১৮৭	২৭০১৬৮	১৫৭০৬৫	সিরাজগঞ্জ
						৯৬১১৫	কাজীপুর
রায়গঞ্জ	৮২৪২৪	৯২৩৭৪	৯৮৯১০	১১০৩৬৮	১০৮৩৭০	৮ ০৫৬	রায়গঞ্জ
						৩৭৯৮০	তাড়াস
	৬৫৬৫৭৫	৭০৩৬৮১	৭৬১৯০৪	৮৩৩৭১২	৮২৯৩২০	৮৩২৬৬০	

পরিমাণফল ও লোক সংখ্যা।

পাবনা সদর।

পুলিস ষ্টেসন	ক্ষেত্রফল বর্গ মাইল	মৌজা সংখ্যা	বাড়ী সংখ্যা	লোক সংখ্যা ১৯১১	লোক সংখ্যা ১৯২১		পুরুষ সংখ্যা	স্ত্রী সংখ্যা	বর্গ ম.ইলে লোক সংখ্যা	থানা
পাবনা	১১১	২০০	২১৯০৬	২০৪০৮৪	১০৪৯৪২	=	৫৫১২২	৪৯৮২০	৮০১	পাবনা
আটঘরিয়া	৬৮	১১৭	৬৯৯২		৬০২১৭	=	১৫৮৭৭	১৪৩৪০	৪৪৪	
সাঁড়া	৮০	১১৩	১০১৪৩		৫৯৫০২	=	৩০৮৫৯	২৮৬৪৩	৭৪৪	
চাটমহর	১২০	১৯২	১৬৬৬৩	১৩০৫৯৬	৭৫৫৮৩	=	৩৯১৪৩	৩৬৪৪০	৬৩০	চাটমহর
ফরিদপুর	৯৭	৫৬	৯৭৫৮		৫৭৩০৯	=	২৬০৯২	২৪২১৭	৫১৯	
সাঁথিয়া	১২৩	১৫৭	১৬৬৩৪	১৬৯৯৫০	৭৪৬৪২	=	৩৮২৩০	৩৬৪১২	৬০৭	দুলাই
সুজানগর	১০০	১৪৪	১১৭৫২		৭৮০৩৭	=	৩৯৯৩৭	৩৮১০০	৭৮০	
বেড়া	৭১	১১৫	১৭১৭৯	৯৪৬৩৬	৮৩৬০২	=	৪১০০০	৪২৬০২	১১৯৪	মথুরা
	৮৮৯	১০৯৪	১১৬০২৭	৫৮৯২৬৬	৫৫৬৮২৪		২৮৬২৬০	২৭০৫৭৪	৭০৬	

সিরাজগঞ্জ মহকুমা।

পুলিষ ষ্টেসন	ক্ষেত্রফল বর্গমাইল	মৌজা সংখ্যা	বাড়ী সংখ্যা	লোক সংখ্যা ১৯১১	লোকসংখ্যা ১৯২১	পুরুষ	স্ত্রী	বর্গমাইলে লোক সংখ্যা	থানা
শাহজাদপুর	১১১	১৯১	২৭৬৫৮	২৫৩৩৩৬	১৭০৩৪৫	৭৯৫২৭	৮০৮১৮	১৩৭৫	শাহজাদপুর
চৌহালী	৪০	৫৯	৯৩৩১		৫৪৮৫৯	২৬৭৪৫	২৮১১৪	১৩৭১	—
বেলকুচি	৫৪	১১৭	১২৮৮৯		৭৪২০২	৩৬৬৬১	৩৭৫৪১	১১৭৯	—
উল্লাপাড়া	১৭৮	২৮৫	২৪৪৫৯	১৯৪৪৪৬	১২৯৯৯৬	৬৬৫৬৩	৬৩৪৩৩	৭৩০	উল্লাপাড়া
কামারখন্দ	৪০	৪৮	৭৫৫৫		৪৩০৭২	২১৫৩৯	২১৫০৩	১০৭৬	—
সিরাজগঞ্জ	১৩৫	২৯১	২৮৪১৮	২৭০১৬৮	১৫৭০৬৫	৮০১৫৮	৭৬৯০৭	১১৬৩	সিরাজগঞ্জ
কাজিপুর	১০৪	৮৭	১৪২০৭	—	৯৬১১২	৪৯৬৫৮	৪৮৪৫৭	৯৩৩	—
রায়গঞ্জ	৯৬	২৪১	১৫৫৮৪	১০৮৭৭০	৮১০৫৩	৪২০৬৮	৩৮৯৮৮	৮৪৪	রায়গঞ্জ
তাড়াশ	১২১	১৮৭	৬২২৪	—	৩৩৫৮০	১৭৫২৩	১৬৪৫৭	২৮১	—
	৮৮৯	১৪৪৩	১৩৬২২৫	৮২৯৩২০	৮৩২৬৬৩	৪২০৪৪২	৪১২২১৮	৯২৭	

জাতি হিসাবে প্রতি থানার লোক সংখ্যা।

পাবনা সদর।

	হিন্দু		মুসলমান		খৃষ্টান		অন্যান্য	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
মোট জেলা—	১৬৮৩৪৭	১৬৫৯৮৫	৫৩৭৪৩৫	৫১৬১৩৬	২১৫	২৪৬	৭০৫	৪৩১
পাবনা—	১৩২৬০	১১৫২৯	৪১৮১৯	৩৮২১৭	১৫	৬৮	৮	৩
আটঘরিয়া—	৩১৮৪	২৭৬৭	১২৬৮৮	১১৫৭২	৫	১	—	—
সাঁথিয়া—	৮৫০৬	৭১৫৫	২২০৮৮	২১৩৪৩	১৩৩	১৩১	৩১	১৪
চাটমহর—	৮৪৪৯	৮১৪৬	৩০৬৮৪	২৮২৯০	১০	৩	—	১
ফরিদপুর—	৭১০৩	৬৫৯৫	১৮৯৭৫	১৭৬১৩	১	—	৮	৯
সাঁথিয়া—	৮৫৭৩	৮৮৫২	২৯৮৫০	২৭৫৪৮	৫	১	—	১
সুজানগর—	১২৭৩২	১২৭৫২	২৭১৯৮	২৫৩১৯	৪	৪	৩৩	২৫
বেড়া—	১৪২২০	১৫৮৭০	২৬৭১৬	২৬৭২০	৪	২	৩০	১০
	৭৫৮৫১	৭৩৬৬৬	২১০১১৮	১৯৬৬২২	১৭৮	২২০	১১৮	৬৭

সিরাজগঞ্জ মহকুমা।

	হিন্দু		মুসলমান		খৃষ্টান		অন্যান্য	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
শাহাজাদপুর—	১৫২৯৮	১৬১০০	৬৪২২৬	৬৪৭৬৫	২	৩	১	—
চৌহালী—	৭৪৬৫	৮০৮১	১৯২৭৪	১৯৭৩৩	—	—	২	—
বেলকুচি—	১১১৫০	১২০৪১	১২৫১০	২১ ৯৯	—	—	১	১
উল্লাপাড়া—	১৩০৬৪	১২৪৩৬	৫৩৪৭৫	১০৯৯৭	—	—	২৪	—
কামারখন্দ—	৪০৫৫	৪৩৫৮	১৭৪৭৪	৭ ৪৫	—	—	—	—
সিরাজগঞ্জ—	০৬৩০	১৯৪৫৩	৫৯৭৫৯	৫৭৪ ৯	২৭	১৪	১৪২	১১
কাজীপুর—	৪৬১৩	৪২৯৮	৫ ০২৬	৫৪ ৫৫	—	—	১৯	৫
রায়গঞ্জ—	১১১৯৯	১১২৬৪	৯১৬৭	১৭৪৫৩	৮	৩	২৯৪	৩২৮
তাড়াশ—	৪০১১	৩৯৮৮	১৩৮০১	১৬৭১৯	—	—	১০৯	১২০
	৯২৪৯৬	৯২৬১৯	৩২১৩১৭	৩১৮৫১৪	৩৭	২০	৫৯২	৪৬৫

অবিবাহিত ও বিবাহিত লোকসংখ্যা।

	অবিবাহিত			বিবাহিত			বিপত্নীক	বিধবা	মোট
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	সংখ্যা	সংখ্যা	
সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী	৩৭৯৪১২	২০৭১৬০	৬০৬৫৭২	৩০৬০২৯	৩০৬৯০৬	৬১৩০৬৫	২২১৬১	১০৮৬৯৬	
হিন্দু	৮৭৬৪৬	৪৮৯০৩	১৩৬৫৪৯	৭১৫৭৫	৬৮০৫৭	১৩৯৯৩২	৯১২২	৪৮৭২৫	
মুসলমান	২৯১৩১৮	১৮৭৯৬৫	৪৭৯২৮৩	২৩৪১৩৬	২৩৮২৯০	৪৭২৪২৬	১১৯৮১	৮৯৮৮১	

অশিক্ষিত ও শিক্ষিত লোক সংখ্যা। (১৯২১)

	শিক্ষিত			অশিক্ষিত			ইংরাজী শিক্ষিত		মোট
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী	৮২৩৫৯	৮৯৪০	৯১২৯৪	৬২৪৩৪৩	৬৭৩৮৫২	১২৯৮১৯৫	১৮৫৭৫	৪৯৭	১৯০৭২
হিন্দু	৪৫৪২৯	৬৯৯৩	৫২৪২২	১২২৫১৮	১৫৮৯৯২	২৮১৯১০	১২৮৪০	২৯০	১৩১৩০
মুসলমান	৩৬৫৪৬	১৮৩৩	৩৮৩৭৯	৫০০৮৮৯	৫১৪৩০৩	১০১৫১৯২	৫৬৪৫	১৪৮	৫৭৯৩

ব্যাধিগ্রস্ত লোক সংখ্যা।

	মোট	উন্মাদ	মূকবধির	অন্ধ	কুষ্ঠ
পুরুষ	১৮৩০	৩৮৭	৬৮১	৬৪৭	১৪০
স্ত্রী	১৩৮৯	৩০০	৫৪৩	৫১৭	৫২
	৩২১৯	৬৮৭	১২২৪	১১৬৪	১৯২

শিক্ষিত হিসাবে প্রতি থানায় লোক সংখ্যা।

পাবনা সদর

পুলিশ ষ্টেশন	শিক্ষিত পুরুষ	শিক্ষিত স্ত্রী	ইংরাজী শিক্ষিত পুরুষ	ইংরাজী শিক্ষিত স্ত্রী
পাবনা	৮০৮১	১৭০৯	৩২২৫	১২৭
আটঘরিয়া	১৫৮৮	১৯২	১৫৫	১
সাঁড়া	৩৪৪৭	৪০৯	১১৭৮	৩৭
চাটমহর	৩৯৭৬	৪৪২	৯৩৩	১১
ফরিদপুর	২৮১৫	১৮৬	৬৭২	৬
সাঁথিয়া	৪০৫৯	৪৩৮	৭৬০	৯
সুজানগর	৫৩৭৩	৫৩৫	৯৭১	১৬
বেড়া	৫৯৮১	৬৯৯	১৪৮১	৩২
	৩৫৫৮০	৪৫৩০	৯৩৭৫	২৩৯

সিরাজগঞ্জ মহকুমা।

পুলিশ ষ্টেশন	শিক্ষিত পুরুষ	শিক্ষিত স্ত্রী	ইংরাজী শিক্ষিত পুরুষ	ইংরাজী শিক্ষিত স্ত্রী
সাহজাদপুর	৯০২৯	১৪০৭	২২৪৭	১০৭
চৌহালী	৪২০০	৪০৩	৯৩৩	২
বেলকুচি	৫০৯০	৩৮৩	৭৩৫	১২
উল্লাপাড়া	৬১৭৫	৪০৫	১১২৬	৯
কামারখন্দ	২৭৫৮	৮৮	৩৭৩	৩
সিরাজগঞ্জ	১০৯৩৩	১২২৭	১৭৩৩	৫১
কাজিপুর	৩৪২৪	১৩০	৩৭০	—
রায়গঞ্জ	৪৪১৪	২৩৪	৫৪৭	৫
তাড়াশ	৬৬২	২৯	৪৮	...
	৪৬৩৯৫	৪২৯৮	৯১১০	১৯৯
মোট জেলা	৮২৩৫৩	৮৯৪০	১৮৫৭৫	৪৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিভিন্ন জাতি ও সমাজ।

বিগত আদমসুমারির বিবরণে এই জেলার হিন্দু সমাজে প্রায় ষাট প্রকার এবং মুসলমান সমাজে প্রায় সাত প্রকার জাতি থাকা জানিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে হিন্দুর লোকসংখ্যা হিসাবে নমঃশূদ্র জাতি সর্ব্বপ্রথম মালো দ্বিতীয়, কায়স্থ তৃতীয়, সাহা চতুর্থ, ব্রাহ্মণ পঞ্চম, চাষীকৈবর্ত্ত ষষ্ঠ এবং রাজবংশী সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া থাকে। মুসলমানগণ মধ্যে সেখ প্রথম এবং পাঠানগণ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকে।

বর্ণমালা হিসাবে কতিপয় জাতির বিবরণ:—

কপালি—পাবনা জেলায় কপালি জাতির সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজারের অধিক। ইঁহারা সাধারণতঃ কপালি বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন ইঁহারা গুজরাট অঞ্চলের কপোল বেনিয়া বংশের এক শাখা বলিয়া খ্যাত। তথা হইতে বঙ্গে আগমন করতঃ কৃষি কার্য্যের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া ইঁহাদের অনেকেই কৃষি কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন।

পাবনা সদরে বাদাই, রাণীনগর, বিন্নাডাঙ্গি, ভাদরভাগ, মীরপুর, বড়ুরিয়া ঘণশ্যামপুর বৃন্দাবনস্থি প্রভৃতি গ্রামে এবং সিরাজগঞ্জের অধীন সোহাগপুর, চাঁদড়ি, সয়দাবাদ, চান্দাইকোণা মালিপাড়া তারুটিয়া, দাদনপুর মুরাদপুর সন্তোষা, বামনদি, মীরপুর প্রভৃতি পল্লীতে অনেক কপালি জাতির বাস আছে। পাটিয়া ও তন্তু হইতে চট এবং সূত্র হইতে উৎকৃষ্ট ও মিহি বস্ত্র বয়ন ইঁহাদের কাহারও কাহারও ব্যবসায় আছে। কৃষিকার্য্য ইঁহাদের উপজীবিকা; ইঁহারা নিরীহ ও সদাচারী ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী; বর্ত্তমানে এই সমাজে এই জেলায় অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াছেন। এই সমাজের সোহাগপুর নিবাসী শ্রীভবানী সরকার বি এ ও শ্রীরামলাল সরকার বি এল মহাশয়দ্বয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত।

কামার—পূর্ব্বে স্বর্ণ ও লৌহ শিল্পীদিগের স্বর্ণকার (সোণার) ও লৌহকার লোহার এই দুইটী উপাধি বর্ত্তমান ছিল। বল্লালীআমলে স্বর্ণকারদিগের পাতিত্য ঘটিলে লৌহকারগণেরই অনেকে স্বর্ণকারের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কর্ম্মকার কোন জাতিবিশেষের উপাধি নহে।

বাঙ্গালা ভিন্ন সর্ব্বত্রই সোণার ও লোহার উপাধি বর্ত্তমান আছে। পাবনা জেলার গোপালনগরে (ফরিদপুর) "মহুয়া" নামক মুসলমান জাতি, বাগবাটীর (সিরাজগঞ্জ) ভুইমালি জাতি, পাবনা রাধানগরে বৈষ্ণব জাতি, হাণ্ডিয়াল ও অন্যান্য অনেক গ্রামে সাহা প্রভৃতি নানা জাতীয় অনেকে স্বর্ণ রৌপ্যাদির গহণা প্রস্তুত করিয়া থাকে। পাবনা টাউনে, হিমাইতপুরে, বনগ্রামে, বাঁশেরবাধা, বোড়ামারা, গোপীনাথপুর, তারানগর প্রভৃতি গ্রামে এবং সিরজাগঞ্জের অধীন পোরজনা, কান্দাপাড়া, দেলুয়া, বাগবাটী, গাড়ুদহ, দৌলতপুর (খুকনি) প্রভৃতি পল্লীতে অনেক কর্ম্মকারের বাস।

এই জেলার কর্ম্মকারগণের রাঢ়ী শ্রেণী মধ্যে দশপাড়া ও বারেন্দ্র মধ্যে পাঁচপাড়া সমাজ প্রচলিত আছে। আজকাল কর্ম্মকার উপাধির পরিবর্ত্তে অনেকে চৌধুরী, জোয়ার্দ্দার, সরকার প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেছেন। বিগত লোক গণনাকালে ইঁহারা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু গোপাল ভট্টকৃত "বল্লাল চরিতে" উত্তর খণ্ডে ১২৮ শ্লোকে বর্ণিত আছে—

"তৈলিকাম্বারজীবায়াং কর্ম্মকার হ্যভূৎসুতঃ।"

কর্ম্মকারগণ নবশাক শ্রেণী ভুক্ত, ইহাদের বিধবাগণ মাছ খায়। স্বর্ণকারগণ সামাজিক হিসাবে নিম্নশ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইলেও এই জেলায় স্বর্ণকার ও লৌহকারের পুরোহিত ব্রাহ্মণ এক ও অভিন্ন।

কায়স্থ— এই জেলায় কায়স্থ জাতির সংখ্যা ত্রিশ হাজারের বেশী ছিল, বিগত ১৯২১ অব্দ হ্রাস হইয়া ২৯৯৩১ জন হইয়াছে। ইহার মধ্যে বারেন্দ্র কায়স্থ সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তন্নিম্নে বঙ্গজ, রাঢ়ী শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সংখ্যা এই জেলায় অতি মুষ্টিমেয়। পোতাজিয়া, অষ্টমনীষা, উধুনীয়া, তাড়াস, মাল্‌ঞ্চি আদি গ্রাম বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ প্রধান এবং হাসামপুর, খলিলপুর, সাগরকান্দি, বাঘলপুর, দৌলতপুর বেজতা, গোয়াইলবাড়ী, বাঁশবাড়ীয়া, সৈয়দপুর প্রভৃতি পল্লী বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ প্রধান। রাঢ়ী শ্রেণীর কায়স্থগণের বাস এই জেলায় কচিৎ পরিলক্ষিত হয়। মাত্র চাকরি ও ব্যবসায়াদি উপলক্ষে কেহ কেহ স্থানে স্থানে বাস করেন। এতদ্ব্যতীত বায়াত্তরা কায়স্থ নামে যে কায়স্থ স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছেন তাঁহারা বারেন্দ্র ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের গরীব ও নিম্ন

শ্রেণীর সহিত ক্রমশঃ বৈবাহিক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন।

জমিদারী, জোতদারী ও চাকরী কায়স্থগণের প্রধান উপজীবিকা। ওকালতি, মোক্তারি, ডাক্তারিতেও ইঁহারা পারদর্শী। বারেন্দ্র কায়স্থগণের অনেকেই পূর্ব্বাপর শিক্ষিত, সদাচারী, দেবদ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ এবং স্বাত্ত্বিক-প্রকৃতিসম্পন্ন। বারেন্দ্র কায়স্থপ্রধান পল্লীমাত্রেই অনেকের বাটীতে দৈনিক দেবসেবা ও অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা আছে। সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী এবং গোস্বামিগণের শিষ্য। অন্যান্য জাতিগণ অপেক্ষা কায়স্থ সমাজে অধিকাংশ লোক শিক্ষিত ও চতুর তজ্জন্য ইঁহারা সাধারণের নিকট কুটবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

বঙ্গে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ প্রতিষ্ঠাতাগণের অগ্রণী ভৃগুনন্দীর সন্তান কানু ও মাধব নন্দীর সময় হইতে এই জেলায় তদ্বংশীয়গণের বাস এবং বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের সংখ্যা এখানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তজ্জন্য

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ইতিহাস

সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল। ১০১০ শকে (১০৮৮ খ্রীঃ) বল্লাল সেন কায়স্থ সমাজের গঠীবন্ধনে উদ্যত হইলে তদীয় সভাসদ ভৃগুনন্দী রাজদত্ত মর্য্যাদা অবহেলা করিয়া গুরুহরি চাকী ও নরহরি দাসের সহিত মিলিত হইয়া বারেন্দ্র ভূমের রাজা শিবনাগের পুত্র শৈলকুপা (যশোহর) নিবাসী কর্কট নাগ এবং সরগ্রাম (পাবনা, সাঁথিয়া) নিবাসী জটাধর নাগের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যথা— "দাস নন্দী চাকী নাগে সহায় করিয়া।
বল্লালের যত জেদ দিলেক ভাঙ্গিয়া॥"

"এই সময়ে গৌড়ীয় কতিপয় কায়স্থ সমাজের দক্ষিণ রাঢ়ীয় শিখিধ্বজ দেবের বংশজাত বুধদেব ও কুলদেব এবং পুরুষোত্তম দত্তের বংশজাত নারায়ণ দত্ত ও উত্তর রাঢ়ীয় ব্যাস সিংহের পুত্র পরীক্ষিত সিংহ তাঁহাদের সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভৃগুনন্দীর সহিত মিলিত হন।"

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায় প্রণীত "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই সাতঘর মিলিত হইয়া যে সমাজ সংস্থাপিত হয়, তাহাই বঙ্গে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ নামে খ্যাত। এই সমাজে দাস, নন্দী, চাকী তিন ঘর সিদ্ধ অর্থাৎ কুলীন এবং দেব, দত্ত, নাগ, সিংহ চারি ঘর সাধ্য অর্থাৎ মৌলিক

যথা— "তিন ঘর সিদ্ধভাব নন্দী চাকী দাস।
নাগ সিংহ দেব দত্ত সাধ্যেতে প্রকাশ॥"

উপরোক্ত সাত ঘর ব্যতীত বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ সাড়ে সাত ঘর বলিয়াও বর্ণিত হইয়া থাকেন। যথা—

"সাত ঘর লয়ে মাত্র পঠী বন্ধ হইল।
পরেতে অর্দ্ধেক ভাগ সরমা পাইল॥"

"শ্রুত হওয়া যায় নাটোর ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে শর্ম্মার বংশ আছে। শর্ম্মা যে সমাজে গৃহীত হয় নাই, তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু এই ব্যক্তির নাম নরসুন্দর ছিল বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে বাস্তবিকই নাপিত জাতি বলিয়া থাকে। ইহা যে অনভিজ্ঞতা ও ঈর্ষামূলক কথা তাহাতে সন্দেহ নাই"। "ঢাকুর সমালোচনা" শ্রীগোবিন্দ বিনোদ বারিধি কৃত। ৫০। ৫১ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বে এই জেলার নিম্নলিখিত গ্রামসমূহে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের বসতি ছিল। (১) দাসবংশ—ময়দানদীঘি, পাবনা, মাগুঞি, চৌপাকী, ঘরগ্রাম, কুমিল্লী। (২) নন্দীবংশ—রহিমপুর, হামকুড়া, মহেশরৌহালী, আটঘরিয়া, পোতাজিয়া, অষ্টমনীষা, ভুতিয়া, কামারগ্রাম। (৩) চাকীবংশ—অষ্টমনিষা, দিলপশার, রহিমপুর, নলমুড়া, সিন্দুরা, গোবিন্দপুর, মহেশরৌহালী, চাচকিয়া, হমরাজপুর। (৪) দেববংশ—তারাস, চড়িয়া। (৫) দত্তবংশ—সেখুপুর, রাধানগর। (৬) নাগবংশ—সরগ্রাম, গয়েশবাড়ী, খাঁড়াদহ, মাগুঞী, সিঙ্গা, নরনিয়া, ঘুরকা। (৭) সিংহবংশ—উধুনিয়া, জামালপুর, বাবুদহ।

বরেন্দ্রভূমিতে কায়স্থ সমাজের প্রভাব পূর্ব্বাপর বর্ত্তমান থাকা জানা যায়। নাগবংশীয় জটাধর নাগ এই জেলার সোণাবাজু ও তারাউজিল পরগণার মালিক ছিলেন। নারায়ণ দত্ত লক্ষণ সেনের সন্ধিবিগ্রহিক আমাত্য ছিলেন। দেববংশীয় শুকদেব তালুকদার প্রভৃতি নবাব সরকারে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নন্দীবংশীয় গোপীকান্ত নিয়োগী আকবর বাদসাহের সময়ে বাঙ্গালার কাননগু পদে নিযুক্ত ছিলেন। তদ্বংশীয় সুবুদ্ধি খাঁ ও কমল খাঁ সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিয়া স্বীয় নামানুসারে জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। সিংহ বংশীয়দিগের মধ্যে উধুনিয়ার সিংহ অতি প্রসিদ্ধ। জামালপুরের সিংহ বংশ একসময়ে সবিশেষ উন্নত ছিলেন। ইঁহারা দোল দুর্গোৎসব ও রথযাত্রাদিতে

সুনাম অর্জ্জন করেন। ইঁহাদের প্রযত্নে জামালপুরে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিত হন ও ব্রহ্মত্রাদি প্রাপ্ত হয়েন।

এই জেলার বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ অতি সঙ্কীর্ণ; জেলার পূর্ব্বাংশে যমুনা নদীতীরস্থ প্রদেশেই এই সমাজ বসতি গ্রাম সমূহ বেশী। দৌলতপুর নিবাসী মিত্র মজুমদার বংশ আধুনিক কালে এ জেলায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দশভুজা মূর্ত্তির দৈনিক সেবা উল্লেখযোগ্য। গোয়াইলবাড়ী নিবাসী অধিকারী মহাশয় দিগের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত গৌর নিতাই বিগ্রহের বার্ষিক দোলোৎসব সবিশেষ দর্শনযোগ্য। সাগরকান্দির শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের আন্তরিকতায় তথায় রাধারমণ জিউ নামক যে একটী বিগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাও সর্ব্বথা উল্লেখ যোগ্য। বারেন্দ্র কায়স্থগণ অপেক্ষা বঙ্গজ কায়স্থগণ অনেক গরীব। চাকরি জীবির সংখ্যাই বঙ্গজ সমাজে অত্যধিক। জমিদার ও তালুকদার এই সমাজে মুষ্টিমেয়। গোয়াইল-বাড়ী নিবাসী অধিকারী উপাধিক কায়স্থগণের মন্ত্র শিষ্য আছে। ইহা তাঁহাদের পূর্ব্বতন আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠাসূচক।

পাবনা জেলায় বারেন্দ্র ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের অনেকে সম্প্রতি ১২।১৪ বৎসর হইল উপবীত গ্রহণ এবং দ্বাদশ দিবস অশৌচান্তে ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন। উপবীত গ্রহণকারী কায়স্থগন আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। উপবীত গ্রহণ জন্য হিন্দু সমাজে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। নানা প্রকার দলাদলি এমন কি পাবনায় তদুপলক্ষে নানারূপ দেওয়ানী মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হইয়াছে। উপবীত ও অনুপনীত কায়স্থ মধ্যে বিবাহাদি উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত গ্রহণপূর্ব্বক পরিণয়াদি নিষ্পন্ন হইতেছে।

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে অধিকাংশ লোকের চেহারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সুন্দর ও সুশ্রী লোক সংখ্যা এই সমাজে অতীব বিরল। অনেকের ভীমকায় সুদীর্ঘ অবয়ব পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গজ সমাজেও বিশেষ সুন্দর কান্তি স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা অন্যান্য জাতির ন্যায় সহসা দৃষ্টি গোচর হয় না।

কুম্ভকার—সাধারণতঃ কুম্ভকার কুমার নামে পরিচিত। পাবনা জেলায় ইহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় সাড়ে দশ হাজার; পূর্ব্বে আরও

বেশী ছিল, ক্রমশঃ ইহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। মৃত্তিকা দ্বারা হাড়ি পাতিল, কলসি, ভাঁড় প্রভৃতি নির্ম্মাণ ইহাদের সর্ব্ব প্রধান ব্যবসায়। সকলেই পাল উপাধিক। কেহ কেহ মিষ্টান্নাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করতঃ মোঁদকের কার্য্যে লিপ্ত আছে। পাবনা সদরের সিঙ্গা, শালগাড়িয়া, মাঝিপাড়া, কোপা, মৃগাপুর, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামে এবং সিরাজগঞ্জের অধীন খুকনি সনাতনী, উল্লাপাড়া, ঘুরকা, ঝাপড়া, ধানঘরা, বাগবাড়ী, মিলনসিল, পাঙ্গাসী, নওগাটা, সারটীয়া, সাতেনতলী, বেতিল প্রভৃতি পল্লীতে অনেক কুম্ভকারের বাস।

এই জেলার কুমারগণ শিরস্থান, মাঝস্থান, চন্দনসার, চৌরাশী, দাসপাড়া প্রভৃতি কয়েক বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত। হিমাইতপুরে চৌরাশী উপাধিক কুম্ভকারগণের সামাজিক প্রধান্য জন্য নবাবী সনন্দ আছে শুনিতে পাওয়া যায়। কুপ খনন জন্য জেলা মধ্যে স্থানে স্থানে যে সমস্ত কুম্ভকারগণ শীতকাল হইতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত মৃত্তিকাদ্বারা পাট ও চাড়ি তৈয়ার করে, তাহারা সাধারণতঃ নদীয়া জেলা হইতে আগত, জেলাবাসী তন্মধ্যে মুষ্টিমেয়।

কুম্ভকারগণ শিল্পীজাতি। বল্লাল চরিতে বর্ণিত আছে—

ঘৃতাচি বিশ্বকর্ম্মনো নব পুত্রাশ্চ শিল্পিনঃ
মালাকার কর্ম্মকার শাঙ্খকার কুবিন্দাঃ
কুম্ভকার কাংসকার যড়েতে শিল্পীনাং বরাঃ।
সূত্রধারশ্চিত্রাকার স্বর্ণকারস্তথৈবচ ॥
পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাদযাজ্যাস্তেন হেতুনা।

কিন্তু কুম্ভকারগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—

পট্টকারাচ্চ তৈলিক্যাং কুম্ভকার বভূব।

কৈবর্ত্ত—পাবনা জেলায় কৈবর্ত্ত জাতির সংখ্যা পূর্ব্বে এক পর্য্যায়ে প্রায় ২২ বাইস হাজারের অধিক প্রদর্শিত হইত। বিগত ১৯২১ অব্দের লোকগণনা কালে চাষি কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) সংখ্যা ১৮০৪৪ এবং আদি কৈবর্ত্ত সংখ্যা ৭২৮২ জন প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই জেলার কৈবর্ত্তগণ আচরণীয় ও অনাচরণীয় (অর্থাৎ যাহাদের সমাজে জল চল ও অচল) ভেদে দুই প্রকার। উভয় সম্প্রদায় মধ্যে দাস, প্রামাণিক সরকার, জোয়াদ্দার, বিশ্বাস আদি উপাধি বর্ত্তমান আছে। জল আচরণী

কৈবর্ত্তগণ হালিক বা মাহিষ্য নামে ইদানিং পরিচিত হইতেছেন। ইঁহারা অধিকাংশই কৃষিজীবী; এই সমাজে অধুনা শিক্ষিত সংখ্যা অধিক। চাকরি ও কৃষিকার্য্যে অনেকেই লিপ্ত। জল অনাচরণীয় কৈবর্ত্তগণ সাধারণতঃ কৈবর্ত্ত নামে পরিচিত। ব্যবসায় বাণিজ্য ও চাকরি আদিতে অনেকে লিপ্ত। জালিক নামে খ্যাত হইলেও কেহ আজকাল মৎস্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত নহেন।

হালিক জালিক নামে খ্যাত হইলেও কৈবর্ত্ত জাতি দুই প্রকার এমত কোন শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সহসা দৃষ্টি গোচর হয় না। কেবলমাত্র জানা যায়

"ক্ষত্র বীর্য্যেন বৈশ্যায়াম্ কৈবর্ত্ত পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবর সংসর্গাৎ ধীবর পতিত ভুবি॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ইহাতে উপলব্ধি হয়, কৈবর্ত্ত জাতি আদিতে এক ছিল, পরে তীবর বা মৎস্য ব্যবসায়ী জাতিগণের সংসর্গে পতিত হইয়াছেন। যাহারা বৈশ্য জনোচিত কৃষিকার্য্য বা বাণিজ্যাদিতে লিপ্ত আছেন, তাহাদের কেহ হালিক, কেহ কৈবর্ত্ত প্রভৃতি নামেই পরিচিত হইতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎকৃত বিবিধ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"দাস, ধীবর, কৈবর্ত্ত এক, এক্ষণে বাঙ্গালার কৈবর্ত্ত মধ্যে কতক চাষী কৈবর্ত্ত, কতক জেলে কৈবর্ত্ত, পূর্ব্বে সকলেই ধীবর ছিল সন্দেহ নাই।" এই মত হালিক বা মাহিষ্যগণ ভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করেন।

পূর্ব্বে উভয় সম্প্রদায় এক ছিলেন কি পৃথক ছিলেন, তাহা সমাজতত্ত্ববিতগণের বিচার্য্য, তবে জালিক কৈবর্ত্ত ও হালিক কৈবর্ত্তগণ উভয়েই আর এই জেলায় কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন না, উভয়ে মাহিষ্য নামে খ্যাত হইতে প্রয়াসী এবং সভাসমিতি ও আন্দোলন সমস্তই মাহিষ্য নামে পরিচিত এবং জালিক কৈবর্ত্তগণ আপনাদিগকে আদি কৈবর্ত্ত বলিয়া লোকগণনায় তাহাদিগকে জাতি পর্য্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত তালিকায় তাহা সহজে দ্রষ্টব্য।

পাবনা জেলায় সাদুল্যাপুর, নাজিরপুর, চিথলিয়া, ফুলবাড়ী, নলছা প্রভৃতি গ্রামে হালিক কৈবর্ত্ত এবং পাবনা, রাধানগর, নাকালিয়া, ধানবাঁধি, ভুইঞাগাঁতি প্রভৃতি গ্রামে জালিক কৈবর্ত্তের বাস বেশী। এই সমাজস্থ সাহাজাদপুরের

নদীপারস্থিত ক্ষুদিরগোয়ালিয়া গ্রামের অধিকারী উপাধিক কয়েক পরিবার শিষ্য ব্যবসায়ী। তাঁহাদের পাবনা, বগুড়া, ঢাকা মৈমনসিংহাদি কয়েক জেলায় অনেক মন্ত্র শিষ্য আছে। ইহা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ধর্ম্মজগতে উৎকর্ষ লাভের পরিচায়ক তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কৈবর্ত্ত সমাজে হালিক সম্প্রদায়ের জল সমাজে আচরণীয় হইলেও, তাঁহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ সমাজে চল নহেন। তাঁহারা বর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত। এমন কি হালিকগণ ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের পুরোহিতের জল পান করিতেন না; সম্প্রতি স্থলে স্থলে গ্রহণ করিতেছেন। পাবনা বাজারে হালিক বা মাহিষ্য দাসের এক খানা মিষ্টান্নের দোকান আছে। তাহাতে হালিক দাসের পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার নাই, ব্রাহ্মণ কেহ আসিলে তিনি বাহিরে আসন পাইয়া থাকেন। বল্লালী আমল হইতে তাঁহাদের কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ হালিকদাসগণের সামাজিক উন্নতি ও অরুণোদয় কালীন প্রথম দর্শনীয় ব্যক্তি ভুইমালীকে পুরোহিত প্রাপ্তির চির প্রচলিত কিম্বদন্তীতে হালিক কৈবর্ত্তগণ অধুনা দুঃখিত হয়েন; কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং সমাজের আচরণীয় হইয়া নিজ পুরোহিতের পাতিত্যের মোচনে এত দিন কেন সমর্থ হয়েন নাই, তাহা হিন্দু সমাজের পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্ক বলিতে হইবে এবং ইহা প্রচলিত জনশ্রুতির সত্যতাই নির্দ্দেশ করিতেছে।

জালিক কৈবর্ত্তগণের সহিত আদি সম্পর্ক ত্যাগ ও পুরোহিত সমস্যা পরিহারকল্পে আজকাল হালিক কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্য নামে পৃথক জাতি প্রদর্শন করিতে ও স্বতন্ত্র শাস্ত্রীয় যে সকল বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া জাতীয় পুস্তিকা ও পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটীতে ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য গর্ভে মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি জানা যাইতেছে। তাহা হইলে কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য উভয়েই বর্ণশঙ্কর মধ্যে পতিত হইতেছেন। পূর্ব্বে পাবনাদি অঞ্চলে মাহিষ্য নামে কোন জাতির পরিচয় পাওয়া যাইত না, পশ্চিম বঙ্গে "মাইতি" নামে জাতি থাকা জানা যাইত মাত্র। উন্নতি সকল জাতির আবশ্যক, কিন্তু সামাজিক দোষাদি ক্ষালনপূর্ব্বক রক্ষণশীল উন্নতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল উন্নতি অপেক্ষা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ ও প্রশংসনীয়।

চাষ আবাদ ও ব্যবসায়াদি সমস্তই বৈশ্যত্বের লক্ষণ। কৈবর্ত্ত জাতির

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই জেলায় এই দুইটী প্রধান বৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল সাহজাদপুর নিবাসী জোয়ারদার উপাধিক জনৈক হালিক কৈবর্ত্ত পরিবার আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করতঃ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন ও ত্রয়োদশ দিনে ক্ষত্রিয়াচার মতে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন।

পাল রাজত্বকালে উত্তর বঙ্গে যে "কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ" উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ফলে কতক দিন পর্য্যন্ত পাল রাজগণকে বিতাড়িত করিয়া কৈবর্ত্ত জাতি বরেন্দ্র ভূমিতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মৎস্যশিকারী রাজবংশী জাতি কৈবর্ত্ত জাতির এক পর্য্যায় কিনা তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কিয়দ্দিন বরেন্দ্র ভূমে রাজশক্তি পরিচালনা হেতু তাহাদের রাজার বংশ বা রাজবংশী উপাধি হইয়াছে কিনা তাহাও সর্ব্বথা প্রণিধান যোগ্য। উত্তর বঙ্গীয় রাজবংশী জাতি পার্ব্বত্য প্রদেশে লুক্কায়িত ক্ষত্রিয় বলিয়া অনুমিত হইয়া তাহারা সমাজে আজকাল আচরণীয় হইয়াছে। পাবনা জেলার কৈবর্ত্ত জাতির ন্যায় রাজবংশী জাতির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, প্রায় ১৪ হাজারের উপর। ইহাদের অনেকে মৎস্যজীবী। আধুনিক শিক্ষা স্রোত এই সমাজে প্রবেশ করিলে ইহারাও উন্নতি প্রয়াসী হইবে সন্দেহ নাই।

গন্ধবণিক— ব্যবসায় ভেদে বণিক জাতি যে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত তন্মধ্যে গন্ধবণিক জাতি অন্যতম। পাবনা জেলায় ইহাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিসহস্রের অধিক ছিল, সম্প্রতি হ্রাস হইয়া ১৮৯৩ জন হইয়াছে। পাবনা হাটুরিয়া, জগন্নাথপুর, নাকালিয়া, বেড়া, চান্দাইকোণা, ভুইঞাগাঁতি, বাগবাটী সিরাজগঞ্জ টাউনে অনেক গন্ধবণিক জাতির বাস। সাধারণ মসলাদি ও গন্ধদ্রব্য, মনহারি জিনিষাদি ক্রয় বিক্রয় ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গন্ধেশ্বরী পূজা করে। ব্যবসায়ী হিসাবে ইহারা এ জেলায় বিশেষ উপযুক্ত লোক, কিন্তু ইহাদের পরিচালিত বিস্তৃত কোন ব্যবসায় এই জেলায় বর্ত্তমান নাই। চান্দাইকোণায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত (চৌধুরী) মহাশয় এই সমাজে একজন প্রসিদ্ধ মহাজন ও জমিদার। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ৺মাধবচন্দ্র দত্ত মহাশয় ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করতঃ বাটীতে রাধামাধব নামক বিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তথায় অতিথিসৎকারাদি ও সাময়িক উৎসবাদির

সুবন্দোবস্ত আছে। সকলেই দত্ত উপাধিক এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। আকৃতিতে এই জাতীয় অধিকাংশ লোক কৃষ্ণবর্ণ।

গোপ— হিন্দুদিগের মধ্যে যাহারা গো-পালন, গোরক্ষা ও দুগ্ধাদি দ্রব্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত, তাহারা সাধারণতঃ গোপ বা গোয়াল নামে পরিচিত। এই জেলায় ইহাদের কেহ কেহ চাষ আবাদেও লিপ্ত। এই জেলায় এই জাতির সংখ্যা প্রায় ১২ হাজারের উপর ছিল। এক্ষণে হ্রাস হইয়া ৭৫২৮ জন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাবনা জেলায় সদ্‌গোপ নামে অন্য আর এক শ্রেণীর হিন্দু জাতি আছে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২৫৬৯ জন।

সদরের রামচন্দ্রপুর, ব্রজনাথপুর, নলদহ, ভাউডাঙ্গা, হিমাইতপুর, দিলপসার প্রভৃতি গ্রামে এবং সিরাজগঞ্জের অধীন পোতাজিয়া, দহকুলা, বাল্লপাড়া পোরজনা, জামিরতা, বেতিল, কান্দাপাড়া প্রভৃতি পল্লীতে অনেকানেক গোপ জাতির বাস। ইহাদের সকলেই দধি দুগ্ধাদি দ্রব্যের জিনিষ তৈয়ার করিয়া এবং ঘৃতাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। স্থানে স্থানে মহাজনী তেজারতি কারবারও কাহার কাহার পরিলক্ষিত হয়। একদন্ত, চৌকীবাড়ী অঞ্চলে কয়েক ঘর ধনাঢ্য মহাজন শ্রেণীর গোপ জাতির বাস। তাঁহারা নানাবিধ ভূসামাল খরিদ বিক্রয়ের কারবার করিয়া থাকেন। পোতাজিয়ার জনৈক ঘোষ পরিবারে বহু গাভী থাকা প্রযুক্ত তাঁহারা হাজারী ঘোষ নামে পরিচিত হয়েন। এই জাতীয় অনেকে আজ কাল লেখা পড়ায় অগ্রসর হইয়াছেন। অনেকে ওকালতি ডাক্তারি আদি ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। গোপজাতি সাধারণতঃ নিরীহ, কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী ও বিনয়ী ; সকলেই স্বধর্ম্মপরায়ণ। মোহনপুর দিলপশার বাল্লপাড়া, পোরজনাদি অঞ্চলে ঘোষেরা অতি উত্তম গব্য ঘৃত প্রস্তুত করে এবং তাহা নানা স্থানে রপ্তানি হয়। পাবনাই গব্য ঘৃতের বিশেষ সুনাম আছে। এতদ্ব্যতীত মোহনপুর ও দিলপশার রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে অনেকে আজকাল অনেক দুধ ও ছানা কলিকাতায় চালান দিয়া থাকে। সাহাজাদপুরাদি অঞ্চলের পাথারে ঘোষদিগের গবাদি চারণ জন্য বাথান বা আরাণ বার্ষিক স্থাপিত হয় ও তথায় বহু গাভি রক্ষিত হয়।

গোপালন ও কৃষি কার্য্য উভয় বৈশ্য বর্ণোচিত বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু বল্লালচরিত, উত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে—

"গোপ নাপিত ভিল্লাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ।
তাম্বুলী স্বর্ণকারৌ চ তথা বণিক জাতয়
কলাবেতানি সংশূদ্রা পুরাণে পরিকীর্ত্তিতা।।৭০"

ইহাতে বোধ হয় গোপজাতি বৈশ্য বর্ণান্তর্গত পরে সংশূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এবং সদগোপও তাহা হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে। গোপজাতি নবশাক শ্রেণীর অন্তর্গত। এই জেলায় ইহাদের বিধবাগণও মৎস্যভোজী।

তন্তুবায়—পাবনা জেলার তন্তুবায় বা চলিত ভাষায় তাঁতি জাতির সংখ্যা মোটামুটি প্রায় ৪ চারি হাজারের উপর। তন্তুবায় সমাজে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই শ্রেণী বিভাগ আছে। বারেন্দ্র শ্রেণীর সকলেই বস্ত্রবয়ন কার্য্যে এবং রাঢ়ী শ্রেণীর সকলেই কেবলমাত্র কাপড়, সুতা ক্রয় বিক্রয়াদি মহাজনী ও তেজারতি কারবারাদিতে লিপ্ত। বারেন্দ্র সমাজে রায় প্রামাণিক প্রভৃতি এবং রাঢ়ী সমাজে প্রামাণিক, সাহা প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত আছে। আজকাল উভয় সম্প্রদায়ই বসাক উপাধি ধারণ করিতেছে। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রণীত "বঙ্গীয় জাতিমালা" পাঠে জানা যায়—পূর্ব্বে যাঁহারা বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত হইতেন, তাঁহারা "বসুক" নামে পরিচিত হইতেন। "বসু" অর্থ ধন উপার্জ্জনকারী। আরব্য পারস্য ভাষায় "বো সোক" শব্দ তুলা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইতালি ভাষায় তুলার এক নাম "সেঠ"। যাহাহউক "বসাক শব্দ বাণিজ্যজীবী বৈশ্য জাতি জ্ঞাপক বোধে তন্তুবায়গণ আজকাল বেশী এই উপাধি গ্রহণ করিতেছেন। পাবনা জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলায় তন্তুবায় দিগের শেঠ উপাধি আছে। শেঠ ও বসাক বাণিজ্যজীবী জাতির উপাধি।

দোগাছি, পাবনা, রাধানগর, বনগারিয়া, কাওয়াখোলা, ঘুরকা, দেলুয়া বড়ধুল প্রভৃতি গ্রামে বর্ত্তমানে অধিক পরিমাণে তন্তুবায় জাতির বাস। পূর্ব্বে হাণ্ডিয়ালে তন্তুবায় জাতির অনেকের বাস ছিল। প্রকাশ এখানকার জগন্নাথ বিগ্রহ তন্তুবায় জাতির প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে নদীয়া জেলার অন্তর্গত খোর-সেদপুরের গোপীনাথ বিগ্রহের সেবাও তন্তুবায় জাতীয় পাবনা নিবাসী জনৈক কল্যাণ রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশ। এই বিগ্রহের বার্ষিক স্নানযাত্রার উৎসব প্রসিদ্ধ। এই তিথিতে পাবনা শালগাড়িয়া নিবাসী উপরোক্ত কল্যাণ রায় বংশীয় ৺দুর্গানাথ রায় মহাশয় প্রতি বৎসর স্নানযাত্রা দিনে

বিগ্রহের পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করিতেন এবং এখনও তাঁহার একজিকিউটার গণ তাহা দিয়া আসিতেছে। এই বিগ্রহসেবা পরিচালনের জন্য স্থানের সম্পত্তি আদি সমস্ত ঠাকুর জমিদারগণের হস্তগত হইলেও, পূর্ব্ব প্রথা মত বার্ষিক এখন পর্য্যন্ত পাবনার তন্তুবায় জাতীয় জনৈক পরিবারের উপর ক্রিয়ার অঙ্গ বিশেষ পরিচালনের ভার অর্পিত থাকা পাবনার তন্তুবায় কর্ত্তৃক এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জনশ্রুতি সর্ব্বত্র সমর্থিত হইতেছে।

তন্তুবায় জাতি অতি শান্ত, ধর্ম্মভীরু এবং আমোদ উৎসবাদিতে বিশেষ উদ্যোগী। পাবনার অনেকের বাটীতে শারদীয় দুর্গোৎসবে বিশেষ সমারোহ হয়। ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে পাবনার অনেক তন্তুবায় রাজসাহী জেলার নাটোর, নওগাঁ ও রামপুর বোয়ালিয়ায় বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বিশেষ ধনাঢ্য। অধুনা তন্তুবায় সমাজে অনেকে আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন। ওকালতি, ডাক্তারি আদি ব্যবসায়ে অনেকে লিপ্ত হইয়াছেন। পাবনা কালাচাঁদপাড়া নিবাসী ৺কৃষ্ণানন্দ প্রামাণিক মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত নবগৌরাঙ্গ বসাক মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" নামক সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া অধুনা ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত আছেন।

পূর্ব্বে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সমাজে পরস্পর বিবাহাদি প্রথা ছিল না, সম্প্রতি ২।১টী দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। তন্তুবায় সমাজে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয় শ্রেণী মধ্যে অধিকাংশ লোক সুশ্রী ও সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট। সকলেই সদাচার সম্পন্ন, বৈষ্ণব ও গোস্বামিদিগের শিষ্য। ইঁহাদের বিধবাগণ মধ্যেও অনেকে আমিষভোজী আছে। নাকালিয়া অঞ্চলে বস্ত্র বয়নকারী কতকগুলি তন্তুবায় জাতি অধুনা চৌধুরী আদি উপাধি গ্রহণ করতঃ তিলি বা কুণ্ডু জাতিদিগের সহিত মিলিত হইতেছেন। সাহাজাদপুরে এক শ্রেণীর তন্তুবায় জাতি থাকা বলিয়া জানা যায়, তাহারা নবশাক মধ্যে গণ্য নহে কিংবা তাহাদের জল চল নহে বলিয়া প্রকাশ।

তিলি—পাবনা জেলায় তিলি জাতির সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা ৮৭৭৩ জন প্রদর্শিত হইয়াছে। পাবনা সদরে দোগাছী চাটমহর, পাকুরিয়া, দিঘা, সাহাপুর, সুজানগর, সাগরকান্দি প্রভৃতি গ্রামে এবং পোতাজিয়া, রাউতারা, তেলিজানা, ঘুরকা, চান্দাইকোণা প্রভৃতি পল্লীতে

বহু তিলি জাতির বাস। সাধারণতঃ নিরামিষা ও আমিষা দুই শ্রেণী ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকা জানা যায়। যাহাদের মধ্যে বিধবা স্ত্রীলোক মাছ খায় তাহারা আমিষা বলিয়া পরিচিত।

কুণ্ডু, সাহা, মণ্ডল, চৌধুরী প্রভৃতি উপাধি তিলি সমাজে প্রচলিত। চাটমহরেই বর্ত্তমানে এই জাতীয় লোকের অধিক বাস। ইহাদের সকলেই ব্যবসায় সিদ্ধহস্ত। তেজারতি কারবারে ইহারা প্রসিদ্ধ কুশীদজীবী। ইহাদের ন্যায় হিসাবী জাতি বাঙ্গালীর মধ্যে সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ও গোস্বামিদিগের শিষ্য, এবং দেব দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ। চাটমহরে নগর মধ্যে এক স্থানে পাশাপাশি ৩,৪ টী দোলমঞ্চ এই জাতির ধর্ম্ম প্রবণতার সাক্ষ্যদান করে। রাউতারা গ্রামে স্বর্গীয় জগৎ-চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে ও শ্রীযুক্ত সুরথলাল চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে দৈনিক বিগ্রহ সেবাদি এবং দোগাছি গ্রামে ৺শ্যামসুন্দর জিউ নামক সাধারণের বিগ্রহালয়টী এই জাতীয় লোকের ধর্ম্মনিষ্ঠার বিশেষ পরিচায়ক।

রাউতারায় কুণ্ডু পরিবারস্থ স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় দিগের কারবার হইতে ঢাকা জেলার অধীনস্থ তেওতা নিবাসী বৈশ্য জাতীয় ভূম্যধিকারি পরিবারের উৎপত্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সাধারণতঃ হিসাবী ও অর্থলোভী তিলি জাতির গৌরবের বিষয়। সাগরকান্দি গোবিন্দপুর নিবাসী স্বর্গীয় অনুপ চন্দ্রকুণ্ডু মহাশয় এই সমাজে জনৈক ধর্ম্মাত্মা ও বদান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অতিথিসৎকারাদিতে তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল। ডেমরা নিবাসী মণ্ডল উপাধিক জনৈক কুণ্ডু পরিবারও এক সময়ে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই সমাজের অনেকেই আজকাল আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া ওকালতি ডাক্তারি আদি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। কুলীন বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ন্যায় তিলি সমাজে সাধারণতঃ সুশ্রী স্ত্রীলোক পুরুষের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘাকৃতি লোক সংখ্যা অপেক্ষা খর্ব্বাকার লোক এই সমাজে অধিক পরিলক্ষিত হয়। তিলিগণ সাধারণতঃ তিলি বা তৈলী বলিয়া পরিচিত। জাতি স্থানে ইহারা অনেকে কেবলমাত্র "তৈ" শব্দ ব্যবহার করে। ইহারা নবশাক শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা—

গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিত নবশায়কা॥

কিন্তু ইহারা আদম শুমারীতে আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া দাবী করিয়াছেন। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"বৈশ্যাত্তু শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলীতৈলিকৌ।৩৮"
বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।

আবার বল্লালচরিতে লিখিত আছে—

"গোপালিন্যাং বারজীবাতৈলিকস্য চ সম্ভবঃ"।১২৮

ধোবা—পাবনা জেলায় প্রায় ১২০০ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পাটনা মুঙ্গেরাদি জেলার বেহারী খোট্টা ধোবাও অনেক আছে। তাহা হইলে বাঙ্গালী দেশী ধোবা জেলা বাসীর পক্ষে অতি সামান্য। এই জাতি দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। ইহারা হিন্দুর বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে এবং কাপড় পরিষ্কার জন্য অত্যাবশ্যকীয়, অথচ এই জাতীয় লোক সংখ্যা হ্রাস সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। সাধারণ গরীব হিন্দু মুসলমান সকলে নিজেরাই স্বহস্তে কাপড় পরিষ্কার করিয়া ব্যবহার করে, কিন্তু মধ্যবিৎ ও অবস্থাপন্ন লোকেরা ধোবার সাহায্য ব্যতীত পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কারের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে। ৫।৭ সাত গ্রাম লইয়া মাত্র স্থানে স্থানে ২।১ জন রজকের বাস। তাহারও আবার দেশীয়দিগের মধ্যে কার্য্যক্ষম পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক সংখ্যাই বেশী। ইহাদের মধ্যে বিবাহ করিতে না পারিয়া অনেকে একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া যাইতেছে। ধোবার নিকট কাপড় কাচিতে দিয়া আজকাল বিশেষতঃ সহরে বড় বিড়ম্বনা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা অধুনা কাপড় পরিষ্কার জন্য শতকরা প্রায় ৫৲ হইতে ৬৲ পর্য্যন্ত দর উঠিয়াছে। পাবনায় ধোবাগণ সভা করিয়া দেশী কাপড় ভিন্ন বিলাতী কাপড় পরিষ্কার করিতে অধিক পারিশ্রমিক লইবে এরূপ মন্তব্যাদি অনেকবার গৃহীত হইয়াছে।

নমঃশূদ্র—এই জেলায় নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা পূর্ব্বে প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাজারের অধিক ছিল। বর্ত্তমানে অনেক কমিয়া ১৯২১ অব্দের লোক গণনার ৪৪৬২০ জন প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক সংখ্যা ১৪৬ জন বেশী।

পাবনা সদরের সজনাই, হাটগ্রাম, মানানগাঁও, হাদল, মৈদ, ধানুয়াঘাটা পাবনা, গোবিন্দা, সাতবাড়িয়া নিকটবর্ত্তী ফকিৎপুর ও দাশুরিয়া অঞ্চলের কোন কোন গ্রামে এবং সিরাজগঞ্জের অধীন গোপালপুর, আগুরিয়া, নন্দ লালপুর, তামাই, কোদলা, বাগবাটী, চান্দাইকোণা, বাওইকোলা, মরিচা, রাজমান্ কাশীনাথপুর প্রভৃতি পল্লীতে বহু সংখ্যক নমঃশূদ্র জাতির বাস। শাহাজাদপুর থানার গ্রামবিশেষেই অনেক নমঃশূদ্রের বাস।

এই জেলায় নমঃশূদ্রগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথা (১) হালিয়া (যাহারা চাষ আবাদে লিপ্ত) (২) জালিয়া (যাহারা মৎস্য শিকারাদিতে লিপ্ত) এবং (৩) করাতি (যাহারা কাঠ ফাড়িবার বা করাতের কার্য্যে লিপ্ত।) এতদ্ব্যতীত অনেকে দোকানদারি আদি ব্যবসায়েও লিপ্ত আছে। এই জেলায় নমঃশূদ্রগণ মধ্যে দাস, মণ্ডল, প্রামাণিক, সরদার প্রভৃতি উপাধি ব্যতীত যাহারা মৎস্য শিকারে লিপ্ত তাহাদের আতাইকুলা অঞ্চলে কাঁড়াল উপাধি দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ হালিয়া ও করাতিগণ জালিয়া বা কাঁড়ালগণ অপেক্ষা সামাজিক হিসাবে কুলীন বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাদের মধ্যে মহাভারতোক্ত যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জন প্রভৃতি নাম অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। ইহাদের গার্হস্থ্য জীবনে স্থানে স্থানে অতি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা দৃষ্ট হয়। অনেকের বাটী ঘর অতি পরিস্কার।

ইহারা সাধারণতঃ পরিশ্রমী, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় এবং সাহসী। অনেকে চাকরি আদিতে লিপ্ত হইলেও চাষ আবাদ ইঁহাদের সর্ব্বপ্রধান উপজীবিকা। সুশ্রী না হইলেও সুপুরুষ ও স্ত্রী ইহাদের মধ্যে অনেক আছে। আজ কাল ইহারা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের প্রস্তুত অন্নাদি খাইতে সম্মত হয় না। ইহাদের মধ্যে সামাজিক পঞ্চায়েতে শাসন প্রথা বিশেষ কঠোর। বিধবা বিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই এবং বিধবার রীতিমত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যও এই সমাজে বর্ত্তমান নাই। পূর্ব্বে হিন্দু সমাজের কঠোর শাসন ছিল; নমঃশূদ্র সমাজের পুষ্করিণী উৎসর্গ সময়ে মন্ত্রোচ্চারণে সহায়তা করা হেতু জনৈক মৈত্র উপাধিক ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। এখন তদীয় বংশধর সেন্দহ হাটের নিকট বাস করিতেছেন। নমঃশূদ্র জাতির ব্রাহ্মণ মধ্যে ...পে রামরতন বর্ণক নামে জনৈক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নমঃ

শূদ্র জাতীয় সরদার উপাধিক ঘাইটগাছা নিবাসী জনৈক পরিবারে বহুদিন হইতে কালী পূজান্তে "বার আসা" বা ভাবাবেশে ভূত ভবিষ্যতাদি জ্ঞাপন করিবার প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। তজ্জন্য প্রতি শনি মঙ্গলবারে ঘাইটগাছায় নানা স্থানের বহু হিন্দু মুসলমান সমবেত হয়।

নমঃশূদ্র ও চাঁড়াল বা চণ্ডালগণ এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। চাঁড়াল বলিলে অসন্তুষ্ট হয়। অনেকে বলেন রাজসাহী ও মালদহাদি জেলার কিয়দংশ চান্দলাই বা চন্দেল বলিয়া পরিচিত। তাহা হইতে কথিত জেলার চান্দলাই নামক পরগণার নামকরণ হইয়াছে। তথাকার অধিবাসিগণ চন্দেল বা চান্দাল নামে অভিহিত হইত; তাহারা কালক্রমে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া চাঁড়াল বা নমঃ-শূদ্র আখ্যায় খ্যাত হইয়া বাস করিতেছে। ইহা অনুমান মাত্র।

উভয় জাতির একত্ব বা পৃথকত্ব সম্বন্ধে সমাজতত্ত্ববিৎগণ বিবেচনা করিবেন। ইহাদের পৃথকত্ব সম্বন্ধে এই মাত্র জানা যায় শূদ্র পিতার ঔরষে ব্রাহ্মণ মাতার গর্ভে জাত বর্ণশঙ্কর জাতি পূর্ব্বে চণ্ডাল বলিয়া পরিচিত হইত।

যথা— "শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণী গর্ভাচ্চণ্ডালস্তু চ সম্ভবঃ।"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

"ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেন পতিতঃ জার দোষতঃ।
সদ্য বভূব চণ্ডাল সর্ব্বস্মাধমহশুচি।
উদ্ধতো নির্দ্দয়শ্চৈব জল্লাদো ঘাতকর্ম্মকৃৎ॥"

পরশুরাম সংহিতা।

ইহাতে বোধ হয় শূদ্র পিতার ঔরষেই ব্রাহ্মণ মাতার গর্ভজাত ব্যক্তি চণ্ডাল নামে খ্যাত হইত এবং ইহারা সাধারণতঃ উদ্ধত স্বভাব এবং রাজাজ্ঞায় দণ্ডনীয় ব্যক্তির বধকরণ ইহাদের কার্য্য ছিল। কিন্তু নমঃশূদ্রগণের অনেকেই আজকাল নিম্ন শ্রেণীস্থ বলিয়া বিবেচিত হইলেও সকলেই কাশ্যপ গোত্র বলিয়া জানা যায়। ইহাতে অনুমান হয় ইহারা মুনি সন্তান বা ব্রাহ্মণ পিতার ঔরষে জাত। গোত্র সাধারণতঃ পিতৃপুরুষানুযায়ী হওয়াই সম্ভবপর।

হিন্দু সমাজে নমঃশূদ্র জাতি অতি হীন চক্ষে পরিলক্ষিত হয় জন্য অধুনা তাহারা হিন্দুসমাজে নানারূপ সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জের মিসনারী সাহেবগণের সহায়তায় তাহাদের মধ্যে ২'৪ জন শিক্ষিত ব্যক্তির

পাবনা বগুড়ার সেটেলমেণ্ট আফিসে চাকুরী হইয়াছে এবং নমঃশূদ্র সমাজের শিক্ষাবিস্তার জন্য খৃষ্টান প্রচারকগণ কথঞ্চিৎ সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া পাবনার হিন্দু সমাজে কথঞ্চিৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। মিস্‌নারি প্রচারকগণ নমঃশূদ্র প্রধান গ্রামসমূহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ বিষয়ে অনেক চেষ্টাও করিতেছেন। নিদ্রিত হিন্দু সমাজ রক্ষণশীলতায় আরষ্ট ; স্বীয় উন্নতি জন্য সহসা সচেষ্ট হইবেন না, অথচ দেশীয় অথবা বিদেশবাসী দ্বারা অন্যের উপকার হয় তাহাও সহসা সহ্য করিতে পারিবে না। ইহা এদেশের সনাতন প্রথা। কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিবেন "চাণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।" এক্ষেত্রে রাজসাহী জেলার জোয়ারী নিবাসী হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শৈলেশ নাথ বিশি, বি এল মহাশয় সম্প্রতি তাঁহার পাবনা জেলাস্থ ধানুয়াঘাটা কাচারির অধীনস্থ হাদলাদি গ্রামের নমঃশূদ্রগণের সহিত হরিসংকীর্ত্তনান্তে জলযোগ গ্রহণে প্রয়াসী ও প্রস্তুত হইয়া যে সৎসাহস ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অস্মদ্দেশীয় হিন্দু সমাজের নিকট সর্ব্বথা প্রশংসনীয় না হইলেও, অনুকরণীয় তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

নমঃশূদ্র পরিবারে বিবাহ করিতে অনেক টাকা পণ লাগে, তজ্জন্য অধিক বয়স পর্য্যন্ত অনেকে বিবাহ করিতে পারে না এবং পণ লোভে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় অনেক সময়ে অধিক বয়সের পুরুষ সহ অল্প বয়স্কা কুমারীর বিবাহ হওয়ায় তাহার বিষময় ফলে অনেক নমঃশূদ্র পরিবার বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই সমাজে শিক্ষা অধিকতর বিস্তৃত হয় নাই। হিন্দু জাতি মধ্যে এই জেলায় ইহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; হিন্দুদিগের মধ্যে ইহারাই অধিকতর কৃষিজীবী ; কৃষি প্রধান দেশের এই জাতিকে রক্ষা ও তাহাদের উন্নতি কল্পে হিন্দু সমাজের সকলেরই সমবেত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নাপিত—পাবনা জেলায় নাপিত জাতির সংখ্যা ১০২১ জন ধরা হইয়াছে। ক্ষৌর কার্য্যই ইহাদের সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায়। ইহারা সাধারণতঃ নরসুন্দর বা সভাসুন্দর বলিয়া পরিচিত। প্রতিগ্রাম বা ২।৪ গ্রাম লইয়া ২।১ ঘর নাপিতের বাস আছে। এই সমাজে দাস, প্রামাণিক সরকারাদি উপাধি

বর্ত্তমান আছে। পাবনা টাউনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নরসুন্দর জাতির বাস। সিরাজগঞ্জে ভিন্ন জেলাবাসী দেশীয় অনেক নাপিত আছে। দেশীয় ব্যতীত বেহারাদি পশ্চিম দেশীয় নাপিতও এই জেলার পাবনা সিরাজগঞ্জ ও স্থল বিশেষে পল্লী প্রান্তেও ক্ষৌরকার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করে।

পাবনা জেলার নরসুন্দর সমাজের অনেক সভাসমিতি স্থাপন করিয়া তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই সমাজে রতনগঞ্জ গ্রামে শীল উপাধিক কয়েক জন প্রসিদ্ধ কবিরাজ জন্মিয়াছিলেন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ বলিয়া তাঁহাদের সুনাম ছিল। সাহাজাদপুরে ডাক্তারিতে জনৈক শীল মহাশয় সুনামর্জ্জন করিয়াছেন। ভাঙ্গাবাড়ী অঞ্চলে আদাচাকী গ্রামের জনৈক নরসুন্দর চৈতন্য চরিতামৃতাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ ব্যাখ্যায় পারদর্শী ও সাত্বিক প্রকৃতি থাকা হেতু তিনি পণ্ডিত ভক্ত নামে অভিহিত হইতেন।

নরসুন্দর জাতি নবশাক শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের সম্বন্ধে লিখিত আছে—　"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং জাতৌ নাপিতমোদকৌ।" ৩৬

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

"শূদ্রকন্যাসমুৎপন্না ব্রাহ্মণেন সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারোস্তু নাপিতঃ।" ১১ অঃ

পরাশর সংহিতা।

পাটনি—পাবনা জেলার পাটনি জাতির সংখ্যা ১৯২১ অব্দে ৩০০৭ জন ধরা হইয়াছে। ডেমরা, নাগডেমরা, বেড়া প্রভৃতি গ্রামে ও সাহাজাদপুর অঞ্চলে বহু পাটনি জাতির বাস। এই জেলার পাটনিগণ ব্যবসায় ভেদে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথা— (১) ঘাট মাঝি (যাহারা খেওয়া ঘাটে অথবা নৌকাদি চালনে মাল্লার কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।) (২) ব্যবসায়ী বা শিল্পজীবী (যাহারা বাঁশের কুলা ডালা, ডালি প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া তাহা বিক্রয় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে।) (৩) নিম্ন শ্রেণী (যাহারা সাধারণতঃ শূকর পালন, চারণ ও তাহা বিক্রয় দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করে। বেড়া শম্ভুপুরা ও সাহাজাদপুরের কতকাংশে এই শ্রেণীর পাটনি সংখ্যা অত্যধিক।

পাটনি আধুনিক নাম, সম্ভবতঃ পারণী শব্দ হইতে ইহা উৎপন্ন। ইহারা এতদিন পাটনি বলিয়াই পরিচিত হইত। এক্ষণে কেহ কেহ তরণী দাস নামে খ্যাত হইতে চাহে এবং বেড়া অঞ্চলের ঘাট মাঝি শ্রেণীর পাটনি-গণের উদ্যোগে ও জেলার কতিপয় ব্রাহ্মণাদির প্রচেষ্টায় পাটনিগণ আপনা-দিগকে মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ইহারা মাহিষ্য-সমাজসঞ্জীবনী সমিতি নামধেয় সভা আদি সংস্থাপন পূর্ব্বক নানা স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মতামত সম্বলিত পুস্তিকাদিও প্রকাশ করিয়াছে। পাটনি নামক কোন জাতিবিশেষের উল্লেখ পুরাণাদিতে সহসা পরিলক্ষিত হয় না। তবে ইহারা নৌজীবী ও খেওয়া ঘাটে লোক পারাপার ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

মালি—মালাকর বা মালি জাতির সংখ্যা এই জেলায় ১৪৫৬ জন। কাগজ ও সোলার দ্রব্যাদি প্রস্তুত এবং খাতা বহি বাঁধা ও আতসবাজী তৈয়ার আদি মালাকর জাতির সাধারণ উপজীবিকা। বিবাহাদি উৎসব সময়ে নানারূপ সাজ সরঞ্জাম জন্য সোলা ও কাগজ দ্বারা ছবি ও পুতুলাদি তৈয়ারী তেও ইহারা পারদর্শী। পাবনা, দোগাছি ও সিরাজগঞ্জের অধীন ধানঘরাদি অঞ্চলে অনেক এবং জেলার নানা স্থানে অল্প বিস্তর ২।১ ঘর মালাকর জাতি দেখা যায়। আতসবাজী মধ্যে ইহারা নানারূপ বোমাদি বিস্ফোরক দ্রব্যাদি তৈয়ারও করিতে পারে। আজকাল এই জাতীয় সংখ্যা হ্রাস হই-তেছে। অনেক মুসলমান ইহাদের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে।

মালাকর জাতি নবশাক জাতির অন্তর্গত, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সুতো মালাকরস্তথামুনেঃ।" ৩৭

মালাকরগণ সাধারণতঃ মালী নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত ভুইমালি নামে আর এক জাতি এই জেলায় বাস করে, তাহাদের সংখ্যা ৫২৮৯ জন। এই জাতীয় লোক সংখ্যা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহারা সমাজে পতিত, মালাকরদিগের ন্যায় ইহাদের জল সমাজে আচরণীয় নহে। এই জাতীয় লোক ৫।৭ গ্রাম লইয়া গড়ে ২।৪ জন দেখিতে পাওয়া যায়। বাগবাটী অঞ্চলে অনেক আছে; তথায় ইহারা কেহ কেহ কর্ম্মকারের কাজ করে।

ইহারা সাধারণ গৃহস্থের বাটীতে দৈনিক সংমার্জ্জনাদির কার্য্য ও হিন্দু ক্ষেতি গৃহস্থের ফসলাদি বর্গাদারগণের বাটী হইতে আদায় করিয়া থাকে। পারিশ্রমিক বাবদ প্রতি ৮০ কাঠায় ৫ পাঁচ কাঠা হিসাবে ফসলের ভাগ পাইয়া থাকে। বিবাহাদি সময়ে বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। অনেক ধনী গৃহস্থ ও জমিদার গৃহ হইতে ইহাদের জীবিকার্থ স্থানে স্থানে চাকরাণ জমিও নির্দ্দিষ্ট আছে।

মালো—হিন্দুগণ মধ্যে এই জাতি সংখ্যা হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহাদের সংখ্যা এই জেলায় ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া অধুনা ৩০৮৮৪ জন হইয়াছে। পদ্মা যমুনাদি নদীর নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ইহাদের অত্যধিক বাস। ইহারা সকলেই মৎস্যজীবী। সদরের হিমাইতপুর, সুজানগর, সাতবাড়ীয়া, গোপালনগর, ধানুয়াঘাটা, হাটুরিয়া, মোহনগঞ্জ, হরিপুর, ধুলাউড়ি, বোথর, প্রভৃতি গ্রামসমূহে এবং সিরাজগঞ্জের অধীন পোরজনা, নন্দলালপুর, হরিনাথপুর, বাচরা, রায়দৌলতপুর, পঞ্চক্রোশী, চান্দাইকোণা আদি পল্লীতে অনেক মালো জাতির বাস। ইহারা সাধারণতঃ ঝল্লমল্ল জাতির অংশবিশেষ বলিয়া পরিচিত। চলিত ভাষায় মালো বলিয়া ইহারা জাতি স্থানে অনেকে লিখিয়া থাকে তাহা সঠিক নহে। রাজপুতনাদি অঞ্চলে মালওয়ার নামক স্থানে অনেক ক্ষত্রিয় জাতির বাস। ইহারা সম্প্রতি নানারূপ সামাজিক আলোচনা দ্বারা আপনাদিগকে উক্ত পশ্চিমাঞ্চলবাসী ক্ষত্রিয়দিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়াসী হইয়া আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কর্ণ, বিকর্ণ, অর্জ্জুন, ভীম, নকুল সহদেবাদি মহাভারতোক্ত নাম নমঃশূদ্র জাতির ন্যায়, অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সম্প্রতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিমাইতপুর গ্রামে নানা স্থানের লোক লইয়া ইহাদের কাশিম বাজারের মহারাজার সভাপতিত্বে এক বিরাট সামাজিক সভা হইয়াছিল। তাহাতে ইহাদের সমাজ হিতকর ও উন্নতি-বিধায়ক অনেক বিষয় আলোচিত হয়। পূর্ব্বে এই জাতির অনেক স্ত্রী হাটে বাজারে মাছ বিক্রয় করিত, নানারূপ আন্দোলনের ফলে তাহারা এক্ষণে আর হাটে বাজারে বাহির হয় না। ইহারা পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, সরল প্রকৃতি এবং অতি নিরীহ। ইহাদের বাসগৃহ অনেকের সামান্য হইলেও

অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমস্ত স্থান অপেক্ষা সাতবাড়িয়া গ্রামেই অত্যধিক মালো বা হলদার জাতির বাস। অনেকের অবস্থাও স্বচ্ছল। লেখাপড়া হিসাবে ইহাদের মধ্যে অনেকে আজকাল উন্নত। সাতবাড়িয়া নিবাসী শ্রীউমেশচন্দ্র হলদার মহাশয় গণিতে এম, এ, পাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত আছেন। ইহাদের মধ্যে সামাজিক পঞ্চায়েতে শাসন প্রথা বর্ত্তমান আছে। সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ও মালাধারী। কৃষকগণ নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত চাষ করিলে জমিতে তাহাদের একটী স্থায়ী স্বত্ব জন্মে, কিন্তু ইহারা আজীবন নৌকায় বাস করিয়া মৎস্য শিকার করতঃ জীবিকার্জ্জন করে, কিন্তু জলে ইহাদের কোন স্থায়ী স্বত্ব জমিদারগণ প্রদান করেন না। ইহারা বার্ষিক কিম্বা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত নদী বা জলাশয় বিশেষ বন্দোবস্ত লইয়া মৎস্য শিকার করে। এই জাতীয় লোক সর্ব্বদা উন্মুক্ত স্থানে বাস হেতু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সুন্দর ও গৌরবর্ণ লোক সংখ্যা অতি বিরল।

ফরিদপুর পুলিস ষ্টেসনের অধীনস্থ চিথলিয়া নিবাসী ঠাকুর শম্ভুচাঁদ এই মালো ধীবর জাতির মধ্যে বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। তৎ-কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মের শাখা শুরু সত্য ধর্ম্মমত প্রচার তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। তাঁর নাম মাহাত্ম্যে অদ্যাপি প্রতিদিন ও দোল পুর্ণিমা দিনে নানারূপ ব্যাধি নিরাকরণার্থ চিথলিয়ায় বহু লোকের সমাগম হয়।

মুচি চামার—এই জেলায় মুচি সংখ্যা ৫৫০৮ এবং চামার সংখ্যা ৩৩৯১ জন। মুচিগণ সাধারণতঃ মৃত গো মহিষাদির চামড়া সংগ্রহ করতঃ বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। কেহ কেহ বেত্র নির্ম্মিত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ ও বেতের ব্যবসায়াদি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তজ্জন্য ইহারা বেতুয়া মুচি বা বেতুয়া নামে অভিহিত হয়। যাহারা বেতের ব্যবসায়ে লিপ্ত তাহাদের অবস্থা আজকাল উন্নত। পাবনার সান্নিধ্যে পুরাণকুঠীবাড়ীতে (বাজিতপুরে) অনেক অবস্থাপন্ন বেতুয়া জাতির বাস আছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর অবস্থা অতি দরিদ্র, কিন্তু ইহারা ব্যবসায়ে উন্নতি করতঃ ইষ্টক নির্ম্মিত ইমারতাদি নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে আজ কাল শিক্ষিতও হইয়েছে।

মুচিদিগের মধ্যে এক শ্রেণী ঋষি নামে পরিচিত। ইহারা বাঁশ ও বেত্র নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। সময় সময় চামড়াদিও সংগ্রহ করে। পাবনা দোগাছী অঞ্চলে ও জেলার নানা স্থানে এরূপ অনেক মুচির বাস দেখা যায়। ইহাদের দশ রাত্র্যাশৌচ প্রথা বিদ্যমান আছে। তজ্জন্য এদেশে প্রচলিত প্রবাদ আছে—চাঁড়াল বামণ মুচি, দশ রাত্রিতে শুচি।

এই জেলায় চামার সংখ্যা ৩৩৯১ জন প্রদর্শিত হয় বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে বেহার প্রদেশের পাটনা, মুঙ্গের, আরা, বালিয়া প্রভৃতি জেলার অনেক পশ্চিমা চামারও এই জেলায় আজন্ম বাস করতঃ চর্ম্মপাদুকা ও বিনামাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। দেশীয় চামারদিগের পুরুষেরা এই জেলায় স্থানে স্থানে উত্তম ও দীর্ঘ দিন স্থায়ী জুতা তৈয়ারী ব্যতীত মথুরাদি অঞ্চলের অনেকে সুন্দর মৃদঙ্গ বা খোল তৈয়ারীতে সিদ্ধহস্ত। অনেক স্থলের চামারগণ ডুগি তবলাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণকে সাধারণতঃ হিন্দু মুসলমান বাড়ীতে সুতিকা গৃহে ধাত্রীর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়।

মুণ্ডাদি২—রায়গঞ্জ থানার অধীন অনেক গ্রামে মুণ্ডা (৮৬০) ওরাওন (৩৯২) সাঁওতাল (৬৬৯), কুর্ম্মি ৪১৪০), ভূমিজ (৬৬৪) প্রভৃতি কতক গুলি জাতির বাস। ইহাদের অধিকাংশই সাঁওতাল পরগণা নিবাসী, এদেশে অল্প দিন হইল আনীত। ইহাদের মধ্যে কুর্ম্মি জাতি সাধারণতঃ মাহতো নামে পরিচিত। ইহাদের অধিকাংশই অধুনা চাষাবাদের কার্য্যে লিপ্ত। এতদ্ব্যতীত উক্ত অঞ্চলে ইহাদের মধ্যে তাঁতি গোয়ালা, বুনা, তুরি প্রভৃতি নামও কতক সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। এই সকল জাতি মধ্যে কুর্ম্মি মহতোগণ কথঞ্চিৎ সদাচারী এবং তাহাদের জল হিন্দু সমাজে চল। প্রকাশ তাড়াশের স্বর্গীয় বনওয়ারীলাল রায় মহাশয়ের আমলে নিমগাছী নামক অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে পরিষ্কার কল্পে তিনিই সাঁওতাল ও বুনা জাতীয় অনেককে এ প্রদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ ওরাওণ ও ভুমিহার নামক জাতি ব্যতীত সকলেই শান্ত ও সরল প্রকৃতি। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র কুর্ম্মি মহতোদিগের মধ্যে শবদাহ সময়ে ধোপা, নাপিত প্রভৃতি সহ শ্মশানে যাওয়ার ও দ্বাদশ রাত্র্যাশৌচ প্রথা বর্ত্তমান আছে। পশ্চিমা পাঁড়ে ব্রাহ্মণ

ইহাদের পুরোহিত। মৃতের বাড়ীতে প্রথম দিন ধোপা, নাপিত ও ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া বাস করিবার রীতি আছে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এই সকল জাতিগণ মধ্যে ডালপূজা ও পচাই নামক মদ্য পানে স্ত্রী পুরুষে মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদ উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের মধ্যে কোন কোন স্থলে জিমূত বাহন পূজা বা জিতাষ্টমী পূজা প্রথা বর্ত্তমান আছে। আজকাল পাটের চাষ আবাদের কল্যাণে ইহাদের অনেকের অবস্থা উন্নত। লেখাপড়া শিক্ষায় ইহাদের মধ্যে অনেকে অগ্রসর হইয়াছে। নিমগাছীতে ইহাদের একটী পাঠশালা আছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি মধ্যে নিকা প্রথা বর্ত্তমান আছে অনেকের বিশেষতঃ মাহতোদিগের মধ্যে কাণ ফোড়ানের রীতি আছে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে পরিশ্রমী।

বারুজই—পাবনা সদরের কাঁকরকাটা, ফকিরপুর লক্ষীপুর, একদন্ত, সিন্দুরী, রূপপুর প্রভৃতি পল্লী এবং সিরাজগঞ্জের অধীন ধলডোব, চালা, দেলুয়া, মকিমপুর, সোহাগপুর রাজাপুর, ভাঙ্গুভাঙ্গা বারইভোগ প্রভৃতি গ্রামে অনেক বারুজীবী জাতীর বাস। ইঁহারা আপনাদিগকে বৈশ্য বারুজীবী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পাবনা জেলায় ইঁহাদের সংখ্যা ২৭০২ জন। ইঁহারা নবশাক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণাচ্ছূদ্র কন্যায়াং বারুজীবী বভূব"। ৩৭

"ব্রাহ্মণস্তু তাম্বুল্যাং পুত্রোৎসৌ বারুই স্মৃতঃ
তাম্বুল ব্যবসায়ী চ কলৌ সচ্ছূদ্রবৎ স্মৃতঃ। ১৫২

বল্লালচরিত উত্তরখণ্ড।

ব্রাহ্মণ—পাবনা জেলায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা ২২৫২৫ জন। ইহার মধ্যে পুরুষসংখ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা ১২০৭ জন বেশী। অন্যান্য জাতির ন্যায় ব্রাহ্মণ হ্রাস না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই জেলার ব্রাহ্মণ সমাজে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সংখ্যাই অত্যধিক। ইঁহাদের অধিকাংশই আদিশূর কর্ত্তৃক কনৌজ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে বাগচী, ভাদড়ী, লাহিড়ী, মৈত্র ও সান্যাল পরিবার সমধিক প্রসিদ্ধ ও কুলীন। এতদ্ব্যতীত বারেন্দ্রব্রাহ্মণ সমাজে

ভট্টাচার্য্য, মজুমদার, বিশ্বাস, রায়, জোয়াদ্দার, চক্রবর্ত্তী, অধিকারী ও চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিও বর্ত্তমান আছে। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই কুলীন শ্রোত্রীয় ও কাপ উভয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে কালিয়াই বংশীয়গণ অতি প্রাচীন বংশ। ইঁহারা মহারাজ বল্লালসেনের পুরোহিত বংশ বলিয়া পরিচিত। তাঁহার হড্ডিকা সংস্রব ঘটলে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কালিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পাবনা জেলায় আত্রাই নদী তীরস্থ ছাতক গ্রামবাসী হয়েন। তদীয় পুত্র অনন্তরাম ব্রাহ্মণ-ভোজ্য দক্ষিণা স্বরূপ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময়ে এই জেলায় সিন্দুরী ও শাখিনী নামক দুই ভুক্তি দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদীয় বংশধরগণ মধ্যে ছাতক নিবাসী রাজা দেবীদাস পাঠান আমলে সিন্দুরীআদি আট পরগণার রাজা বলিয়া পরিচিত হইতেন। তদীয় অষ্টাদশ পুত্রের অত্যাচার বশতঃ ছাতক মুসলমান সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং যুদ্ধে অনেকে নিহত হয়. কেবলমাত্র তিন পুত্র জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হয় ও দুই পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে জীবিত থাকেন। বৃহস্পতিবারে যুদ্ধযাত্রা করিয়া রাজা দেবীদাসের পুত্রগণের কেহ নিহত ও কেহ পরাজয় লাভ করেন। তদ্ধেতু অদ্যাবধি কালিয়াই বংশীয়দিগের মধ্যে বৃহস্পতিবারে কোন শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। এই বংশীয় সমস্ত রায়, রাজীব রায় ও মথুরা রায় প্রভৃতি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। রাজীব রায় মহাশয় রাঢ়দেশ হইতে শিব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ আনিয়া শিবপুরের মৈত্র বংশ প্রতিষ্ঠা ও মুসলমান সংসর্গে বাসকারী গঙ্গারাম মৈত্র কর্ত্তৃক "ভূষণাপাঠির" কুলীন ব্রাহ্মণকে হিন্দু সমাজে আশ্রয় প্রদান করিয়া এদেশীয় হিন্দু সমাজে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। এই বংশীয় মথুরা নাথ রায় মহাশয় পাবনা জেলার সুপ্রসিদ্ধ "মথুরার ঠাকুর" বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই ঠাকুর বংশে হরিহর তর্কালঙ্কার নামক জনৈক তাপস বা রামাইতের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বাঙ্গালার নবাব আমলে বর্গীর হাঙ্গামা কালে অনেক মারহাট্টি সন্ন্যাসী তাহাদের সহ এদেশে আগমন করেন। পাবনা জেলার সন্ন্যাসী বাধা প্রভৃতি স্থানে ও যমুনার অপর পারে মৈমনসিংহের সন্ন্যাসীগঞ্জ নামক স্থানে অনেক

সন্ন্যাসী স্বামী হইয়াছিলেন। উপরোক্ত ঠাকুর পরিবার উক্ত সন্ন্যাসীদিগের বংশধর কিনা তাহা বিবেচনাধীন। এই বংশে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই শিষ্য ব্যবসায়ী, কাহার ব্রাহ্মণ ভিন্ন শিষ্য ছিল না ও নাই। অধুনা ইহারা সরকারী চাকুরী ও কাষ্ঠাদি পণ্য দ্রব্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। করঞ্জা গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ সমাজ অতি প্রসিদ্ধ। সুপ্রাচীন পাল রাজত্ব কালে এখানকার মৈত্র বংশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সালিখা গুনাইগছা, সিদ্ধিনগর, স্থল, সমাজ প্রভৃতি পল্লীর ব্রাহ্মণ সমাজেও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের আবির্ভাব ছিল। ইঁহারা অনেকে সাঁতৈল রাজ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতেন। মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মণ সমাজে এথাকার ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুশীলন জন্য পূর্ব্বাপর বিশেষ সুনাম ছিল। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলন সময়ে জাত্তেশ্বর নিবাসী ৺কৃষ্ণজয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। শিয়ালকোল কাওরাখোলা, ধাঁড়াদহ প্রভৃতি পল্লীতে অনেক চতুষ্পাঠীধারী পণ্ডিতের বাস ছিল। ইঁহারা শাস্ত্রানুশীলন জন্য সবিশেষ খ্যাত ছিলেন। হাণ্ডিয়াল বল্লভপুর এবং হাপানিয়া সোনাতলা প্রভৃতি পল্লীতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার কালে অনেক গোস্বামী পরিবারের বাস ঘটিয়াছিল। বাগবাটী আদি অঞ্চলে একসময়ে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। তন্মধ্যে স্বর্গীয় যদুনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত রাঢ়ীসমাজস্থিত ব্রাহ্মণ মধ্যে স্থল সমাজস্থ স্থল, গোয়াইলবাড়ী, নওহাটা প্রভৃতি পল্লীস্থিত ব্রাহ্মণগণ, কোদালা নিবাসী গোস্বামী পরিবার এবং গোলুইখালি নিবাসী কয়েকঘর পণ্ডিত বংশ সমধিক প্রসিদ্ধ ও এই জেলায় বিশেষ পরিচিত।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণই এদেশে ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হয়। ইঁহারা অন্যান্য জাতিগণ অপেক্ষা অত্যধিক শিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি সম্পন্ন এবং স্বভাবতঃ সদাচারী। ইঁহাদের আদর্শে ও দৃষ্টান্তে সকল কার্য্যেই অন্যান্য জাতিগণ পরিচালিত হয়। ব্রাহ্মণজাতির প্রধান উপজীবিকা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। পূর্ব্বে এই জেলায় ভদ্রপল্লী মাত্রেই বহু টোল ও

অধ্যাপকের বাস ছিল। কোন কোন গ্রাম প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নামানুসারে কথিত ও পরিচিত হইত যথা— সিদ্ধান্তবাগমারা; গ্রামবিশেষের কোন কোন বাড়ীতে বহুল পরিমাণে পণ্ডিত ও অধ্যাপকের বাস ছিল, তজ্জন্য তাঁহাদের বাড়ী অদ্যাপি "সিদ্ধান্তবাড়ী" ন্যায়বাগীশবাড়ী প্রভৃতি নামে খ্যাত হইয়া থাকে; সালিখায় এ দৃষ্টান্ত আজিও বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে টোলের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি এই জেলায় হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা হিসাবে এই জেলার ভারেঙ্গা, হরিপুর, হাটুরিয়া, তাঁতিবন্দ ও ক্ষেতুপাড়া প্রভৃতি পল্লী সমূহে অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস। এই সমস্ত পল্লীর ব্রাহ্মণাদি মধ্যে অনেকেই ওকালতি মোক্তারি ডাক্তারি আদি ব্যবসায়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং জেলা মধ্যে ও জেলার বাহিরে অনেকে সুনাম অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। এই জেলার ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় মধ্যে তাঁতিবন্দ, পোরজনা, শিতলাই, সলপ, স্থল প্রভৃতি গ্রামের জমিদারগণ সকলেই ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত; এতদ্ব্যতীত অনেকানেক গ্রামের প্রধান প্রধান তালুকদার জোতদারগণ মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ সমাজান্তর্গত এবং ব্রাহ্মণগণ এইরূপে জেলার অধিকাংশ ভূসম্পত্তির মালিক। ব্রাহ্মণ সমাজে শিক্ষিত সংখ্যা অধিক বিধায় আফিস আদালতে এবং ওকালতি মোক্তারি ডাক্তার কবিরাজ প্রভৃতি ব্যবসায় ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ সংখ্যা অধিক। পাবনা ও সিরাজগঞ্জে অনেকানেক কুলীন ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। পাবনা অপেক্ষা সিরাজগঞ্জে চক্রবর্ত্তী, চাটুয্যে, ভট্টাচার্য্য উপাধিক ব্রাহ্মণ দোকানদারের সংখ্যা অধিক পরিলক্ষিত হয়। আজকাল জমি জমা লইয়া অনেক ব্রাহ্মণগণ নিজ হস্তে চাষ আবাদে লিপ্ত হইয়াছেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান নিজ হাতে তাঁতের কার্য্য ও মোজা গেঞ্জির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সয়দাবাদ নিবাসী চক্রবর্ত্তী পরিবার ও করঞ্জ নিবাসী লাহিড়ী পরিবারস্থ কেহ কেহ নিজ হাতে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ আবাদ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণানুসারে উপলব্ধি হইতেছে যে অধুনা এই জেলার ব্রাহ্মণ সমাজের অনেকানেক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি সকল

বর্ণের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ সমাজে বৈষ্ণব সংখ্যা অপেক্ষা শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অধিক। সদাচারী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সংখ্যা যজনযাজন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ব্যতীত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে মুষ্টিমেয় ও বিরল। একমাত্র স্থল নওহাটা ব্যতীত অন্য কোথায়ও এম এ, বি-এ উপাধিধারী ব্রাহ্মণ মধ্যে সন্ধ্যাবন্দনাদির বিশেষ প্রচলন পরিলক্ষিত হয় না। সর্ব্বত্রই মুসলমানের প্রস্তুত পাঁওরুটি বিস্কুট ও সায়ং প্রাতে চা বিস্কুট সোডা লেমোনেড ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি জাতিগণ মধ্যেই অনেকেরই আহারে অরুচি জন্মে।

ব্রাহ্মণ সমাজে গ্রহাচার্য্যগণ এই জেলার স্থানে স্থানে যে ২।৪ জন পরিলক্ষিত হয় তাঁহাদের সকলেই অতি দরিদ্র অবস্থাপন্ন এবং সকলেই অন্নারম্ভ বিবাহাদি শুভকার্য্যের লগ্নাদি নির্দ্ধারণ ও কোষ্ঠি প্রস্তুত ও বিচার প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ইঁহাদের সকলেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত এবং সমাজে অচল। এই জেলার গ্রহাচার্য্য ব্রাহ্মণ সমাজে দৌলতপুর নিবাসী নবকান্ত সিদ্ধান্ত, খন্দবাড়ীয় নিবাসী হৃদয় নাথ তর্করত্ন, স্থলনওহাটা নিবাসী রামরূপ বিদ্যারত্ন, বড়ধুলের কেবলরাম বাচস্পতি, রায়হটীর শম্ভুনাথ শিরোমণি এবং তেলিজানার শিবচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

জল অনাচরণীয় জাতিগণের ব্রাহ্মণগণ মধ্যে এই জেলায় নানারূপ জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। তাঁহারা নানারূপ সভা সমিতি সংস্থাপন করিয়া ও তাহাতে গৃহীত মন্তব্যাদি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়া সামাজিক উন্নতি বিষয়ক নানা আন্দোলনে লিপ্ত হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বয়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ সংরক্ষিণী সমিতির উদ্যোগ ও কার্য্যবিবরণী উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত পাবনায় কিয়দ্দিনের জন্য যে ব্রাহ্মণ সভা বিদ্যমান ছিল তাহা হিন্দু সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাই এক্ষণে হিন্দুসভা নাম ধারণ করিয়াছে।

বৈদ্য—পাবনা জেলায় বৈদ্য জাতির সংখ্যা ১২০৮। ইহার মধ্যে পুরুষ সংখ্যা স্ত্রীলোকের কিঞ্চিদধিক তিন গুণ। এই জাতির সংখ্যাও পাবনায় অনেক হ্রাস হইয়াছে। সিরাজগঞ্জের অধীন বাগবাটী, ভাঙ্গাবাড়ী

রাণীগ্রাম, ফুলকোচা, ঘোরাচরা, যোগনালা, খোকসাবাড়ী, সোনদহ, ব্রহ্ম-গাছা, বাসুরিয়া, শক্তিপুর, পঞ্চক্রোশী, জামতৈল, বৈদ্যদোগাছী প্রভৃতি বৈদ্যজাতির সংখ্যা অত্যধিক। পাবনা সদরে বৈদ্য সংখ্যা অতি কম। নাজিরগঞ্জ অঞ্চলে মাত্র কয়েক ঘরের বাস ছিল। পাবনা টাউনে ২।১ ঘর মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজগঞ্জ টাউনে দাসগুপ্ত, সেনগুপ্ত, রায় আদি উপাধিক বৈদ্য বংশীয় অনেক চিকিৎসকের বাস। ইঁহারা ডাক্তারী ও কবিরাজি উভয় ব্যবসায়েই লিপ্ত।

রাণীগ্রামের রায় উপাধিক বৈদ্যগণ পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বড়বাজু পরগণার মালিক ছিলেন। এক্ষণে ইঁহাদের সম্পত্তি অনেকাংশে হস্তান্তরিত এবং অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছল নাই। অধুনা অনেকেই চাকুরী ব্যবসায়ী। গরীব হইলেও ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি ও গোবিন্দ-বিগ্রহের দৈনিক সেবা পরিচালনের সুব্যবস্থা আছে। হরিণা বাগবাটীর রায় উপাধিক ভূম্যাধিকারিগণের অবস্থা অধুনা বৈদ্য সমাজে কথঞ্চিৎ উন্নত এবং ভূস্বামী হিসাবে তাঁহারাই স্বচ্ছল ও প্রতিপত্তিশালী। ইঁহাদের বাটীতেও কুলবিগ্রহ গোপাল ও রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি আদির দৈনিক সেবা পূজার বিশেষ সুব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত গ্রামে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺কালিকা দেবীর সেবাপূজার ব্যবস্থা আছে। খোকসাবাড়ী নিবাসী রায় মহাশয়গণ বৈদ্য সমাজে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই জেলার সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের বৈদ্য সমাজে কেহ কেহ চাকুরিজীবী কিংবা চিকিৎসা ব্যবসায়ী হইলেও, অনেকেরই বেশী না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে ভূসম্পত্তি বর্ত্তমান আছে। ইঁহাদের সকলেরই বাসস্থল ও ভদ্রাসনবাটী অল্পবিস্তর ফলপুষ্পোদ্যানে পরিশোভিত এবং সাধারণতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; সহসা দেখিলেই অন্যান্য জাতীয় হিন্দু দিগের বাটী হইতে পৃথকত্ব সহজে অনুভূত হয়। শক্তিপুরের রায়উপাধিক বৈদ্যগণ প্রাচীন বংশ বলিয়া পরিচিত। ঘোরাচরা নিবাসী স্বর্গীয় গৌর-গোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় পাবনা জেলার বৈদ্য সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি একাধারে সুপণ্ডিত, বাগ্মী ও সুলেখক বলিয়া সুধী সমাজে পরিচিত। বৈদ্য জাতি মধ্যে সাধারণতঃ শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অত্যধিক। ইঁহাদে প্রযত্নেই ঘোরাচড়া নামক ক্ষুদ্র পল্লী হইতে সর্ব্বপ্রথমে "স্বদেশ হিতৈষি"

নামধেয় একখণ্ড পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত।

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের নিম্নেই বৈদ্য জাতিগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইঁহাদিগকে কেহ "অম্বষ্ঠ সংখ্যক ব্রাহ্মণ" কেহ "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" কেহ "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ৩২।৩৩ পৃষ্ঠায় তাহা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। বৈদ্যগণ সাধারণতঃ অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বে অধিকাংশই চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। অম্বষ্ঠ জাতি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

'ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

মনুসংহিতা—১০ম অধ্যায়—৮ম শ্লোক।

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষিজীবো ভবেৎ সোহপি তথৈব আগ্নেয় বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনী বৃত্তিকোবাপি চিকিৎসা শাস্ত্র জীবিকঃ॥

উষণাসংহিতা।

বৈদ্য জাতিগণ মূলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা অম্বষ্ঠ জাতি যাহাই হউন, কিঞ্চিদধিক ৪৫।৪৬ বৎসর পূর্ব্বে এই জেলার বৈদ্যগণ মধ্যে দ্বিজাতির লক্ষণ স্বরূপ উপনয়ন সংস্কার ছিল না এবং ইঁহারা শূদ্রবৎ ৩০ দিন অশৌচ গ্রহণ করিতেন। প্রকাশ লক্ষ্মণসেনের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণ উপবীত বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১২৮৮ সালের আষাঢ় মাসে সিরাজগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন করিয়াছেন। ঐ সময় হরিণাবাগবাটীর "জমিদার ৺কৃষ্ণবন্ধু রায় ও ৺জগবন্ধু রায় মহাশয়দ্বয় বহু অর্থ ব্যয় এবং যত্ন ও চেষ্টা করিয়া নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী ও কোড়কদি প্রভৃতি স্থান হইতে নানা শাস্ত্রাভিজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিত মহাশয়দিগকে আহবান করিয়া হরিণাবাগ বাটী গ্রামে এক বিরাট সভা করেন।............সিরাজগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যগণ আবহমান কাল হইতে চূড়াকরণের সময় উপবীত গ্রহণ করিতেন এবং গায়ত্রী জপ করিতেন কিন্তু রীতিমত উপনয়ন সংস্কার ছিল না। এই সময় হইতে ইহাদের রীতিমত উপনয়ন সংস্কার চলিয়া আসিতেছে"।

"ষষ্টিধর গুপ্তবংশাবলী ও বৈদ্যজাতির ইতিহাস"

শ্রীজগদীশ চন্দ্র রায় বি-এল প্রণীত ১০।১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপনয়ন সংস্কার হইলেও পক্ষাশৌচ গ্রহণ ইঁহাদিগের পূর্ব্ব বর্ণিত ম "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" "কর্ণাটক্ষত্রিয়" কিংবা "অম্বষ্ঠসংজ্ঞক ব্রাহ্মণ" আদি জাতির পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। এই অশৌচ গ্রহণ প্রথা বাঙ্গালার বৈদ্য গণ ব্রাহ্মণ সংজ্ঞার মধ্যে থাকা কিংবা তাহা আপনার্থ গুপ্তশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা, দাসশর্ম্মা আদি উপাধি ধারণ প্রভৃতি মত প্রচারকারিগণের নিকট সর্ব্বথা প্রণিধানযোগ্য।

এই জেলার বৈদ্যগণ মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী এবং সকলে সাত্ত্বিক প্রকৃতি। ইঁহারা সাধারণতঃ শান্ত, নিরীহ, সদাচারী, স্বধর্ম্মপরায় ও সুশিক্ষিত। সকলেই সদালাপী এবং অল্প বিস্তর স্বাস্থ্যবান।

বৈষ্ণব—বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতি ব্যতীত পাবনা জেল বৈষ্ণব বা বৈরাগী জাতির সংখ্যা ৬৬৬১জন। ইহাদের মধ্যে পুরুষাপে স্ত্রীলোক সংখ্যা ১৭৩৯ জন অধিক। ইহাদের সংখ্যা পূর্ব্বে আরও বেশী ছি এক্ষণে অনেক হ্রাস হইয়াছে। স্থানে স্থানে পল্লীপ্রান্তে অনেক আখড়াধা বৈষ্ণব বা মোহান্তের বাস আছে এবং অনেকে ঐ সমস্ত মহান্তের সম্প্রদা বা দলভুক্ত বলিয়া পরিচিত হয়। পাবনা, রামজীবনপুর, (সুজানগর) চরাডা প্রভৃতি গ্রামে এবং সলপাদি অঞ্চলে কয়েকজন মহান্তের আখড়া পরিলক্ষি হয়। চলিত ভাষায় পুরুষগণ বাবাজি এবং স্ত্রীলোকগণ মাতাজি না পরিচিত হয়। হিন্দু সমাজের স্ত্রীপুরুষ, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি নানা কার সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সাধারণতঃ আখড়াধারী মোহান্ত কর্ত্তৃক ভে গ্রহণ করত: সুসংস্কৃত হইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থা মোহান্তগণ সাধারণতঃ চেলা রাখে। ইহারা স্থানে স্থানে গৌর নি রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি কিংবা জগন্নাথ বিগ্রহের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেবা পূজা পরিচালন করে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেহ কেহ মাথায় লম্বা চুল রাখে সমস্ত শরীর আবৃতকারী অতি মলিন তৈলসিক্ত আলখেল্লা ব্যবহার ক ইহারা সাধারণতঃ বাউল সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। মৃত্যুর পর অনে সমাধি বা সমাজ দেওয়া হয়। তাহা দৈনিক সসম্মানে অনেক সময়ে পূ হয়। চিথলিয়ার ধীবর জাতীয় ঠাকুর শম্ভুচাঁদের সমাধি এতৎ সমূহ ধর্ম্ম প্রধান। বৈষ্ণবদিগের অনেকে এ দেশের অনেক সাধারণ ইতর

লোককে শ্রীক্ষেত্র ও বৃন্দাবনাদি তীর্থক্ষেত্রে লইয়া যায় এবং সাথিয়া বা পথ প্রদর্শক নামে পরিচিত হয়। আজকাল রেল ষ্টিমারের কল্যাণে ইহাদের সঙ্গ অনেকে পরিহার করিয়াছে। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী আয়ের পথ। সময় সময় জেলার অনেক স্থানে বৈষ্ণব সম্মিলনী বা সাধু ভাঁণ্ডারা অনুষ্ঠিত তাহাতে জেলাবাসী ও ভিন্নস্থানবাসী অনেকানেক বৈষ্ণব একত্রিত হইয়া নানারূপ নৃত্য গীতাদি আনন্দোৎসব সম্ভোগ করে।

সাহা—পাবনা জেলায় বিগত ১৯২১ সালের আদমসুমারীতে বৈশ্য জাতীয় সাহাগণের সংখ্যা ২৬৪০৯ জন গৃণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সাহা ও শুড়ি এক পর্য্যায়ে প্রদর্শিত হইত; এক্ষণে শুড়ি সংখ্যা এই জেলায় ২২৯ জন। অধুনা উভয় জাতি পৃথক পৃথক লিখিত হয়। সাহা কোন জাতি বাচক শব্দ নহে। তিলি তন্তুবায়াদি জাতিগণ মধ্যেও এই জেলায় সাহা উপাধি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইহা উপাধি বাচক মাত্র। অধিকাংশ স্থলে এই সাহাগণ পূর্ব্বে জাতি স্থানে সৌ, বা সৌ সাহা বলিয়া অভিহিত হইতেন। এক্ষণে সর্ব্বত্রই জাতি স্থানে বৈশ্য শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। বিগত ১৯১১ সালের আদম সুমারী হইতে ইঁহারা বৈশ্য সাহা ও বৈশ্যবারেন্দ্র সাহা ইত্যাদি আখ্যায় গণিত হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

পাবনা সদরে টাউন, হিমাইতপুর কুঁচিয়ামোরা, নিশ্চিন্তপুর, সাতবাড়িয়া, গোয়রী, হাদল, পার্শ্বডাঙ্গা, ইদিলপুর, সাহাপুর, বেড়া, জগন্নাথপুর, আলোক-দিয়ার, ধোবাখোলা, সাগরকান্দি প্রভৃতি পল্লী এবং সিরাজগঞ্জের অধীনস্থ সিরাজগঞ্জ টাউন, সোহাগপুর, দেলুয়া, সদিয়াচাঁদপুর, দৌলতপুর, বয়রা, কাওয়াখোলা, রাজাপুর, মকিমপুর, ঝাউল, তেথুলিয়া, সয়দাবাদ, পাঙ্গাসী, ধানঘরা, পোরজনা, বেতকান্দি, সোনাতুনি, উল্লাপাড়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গ্রামে বৈশ্য সাহা জাতির বাস। ইঁহারা সকলে নানাবিধ পণ্যদ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত। পাবনা অপেক্ষা সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের সাহা মহাজনগণ ব্যবসায়ী হিসাবে সাতিশয় উন্নত। সিরাজগঞ্জ টাউনে পাবনা জেলা ব্যতীত ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি ভিন্ন জেলা হইতে আগত অনেক সাহা মহাজনের বাস বা কারবার স্থান আছে। এই জাতিগণ আজন্ম ব্যবসায়ে লিপ্ত জন্য ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই অতি সামান্য অবস্থা হইতে

অতি অল্প সময়ে সবিশেষ ধনাঢ্য হইয়া থাকেন। ঘোরশাল নিবাসী স্বর্গীয় হরিনাথ সাহা, পাবনা নিবাসী স্বর্গীয় রাজেন্দ্র নারায়ণ সাহা এবং সিরাজগঞ্জ প্রবাসী ঢাকা আমতা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার সাহা মহাশয় প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পার্শ্বডাঙ্গা জমিদার বংশের পূর্ব্বপুরুষগণও অতি পূর্ব্বে সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন।

সাহা জাতীয় সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, দেবদ্বিজে ভক্তি পরায়ণ এবং সদাচারী। ইঁহাদের গৃহাদি অতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ইঁহারা অধিকাংশ গোস্বামিগণের শিষ্য। অনেকের বাটীতে দৈনিক রাধাগোবিন্দ, রাধামোহন, মদনমোহন, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রভৃতি যুগলমূর্ত্তির দৈনিক সেবা পূজা প্রচলিত আছে। পাবনা ও সিরাজগঞ্জে মহাজনদিগের ঈশ্বর বৃত্তি আদিতে পরিচালিত নরসিংহজি, মহাপ্রভু প্রভৃতি কয়েকটী বিগ্রহের আখড়া বা বিগ্রহ আলয় বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত ইঁহাদের বাটীতে প্রায় সর্ব্বত্রই কথকতা ভাগবতাদি পাঠ উপলক্ষে নানারূপ মহোৎসবাদির সাময়িক ও বার্ষিক অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। সাহা সমাজে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই প্রধান সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত ইহার অন্তর্গত নানা পটি বিভাগ আছে। বারেন্দ্রগণ সাধারণতঃ সামাজিক হিসাবে আপনাদিগকে কুলীন মনে করে। বারেন্দ্র সমাজে এই জেলায় ধনী সংখ্যা অধিক। রাঢ়ী সমাজের আচার ব্যবহার বারেন্দ্রদিগের ন্যায় সর্ব্বত্র সুসংস্কৃত নহে। মহাজনী তেজারতি প্রভৃতি সাহাদিগের জাতীয় প্রধান ব্যবসায়। অধুনা এই জেলায় ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এম এ, এম-বি, এল-এম-এস, বি-এল প্রভৃতি উপাধি সংখ্যা ইঁহাদের মধ্যে অধুনা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দু সমাজে ইঁহারা ধন সম্পদ বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক জাতি হইলেও ইঁহাদের ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি হেতু ঈর্ষামূলেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, ইঁহারা ব্রাহ্মণাদি জাতিগণের নিকট সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত নহেন। অধুনা বৈশ্য সমাজ বা সম্মিলনী নামে পাবনা ও সিরাজগঞ্জে ইঁহারা নানারূপ সভা সমিতি স্থাপন করিয়া সামাজিক বাহিক ও আভ্যন্তরিণ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রয়াসী হইয়াছেন। এই সমাজের সোহাগপুর নিবাসী চৌধুরী পরিবারের জনৈক যুবক দুই বৎসর

াস ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বিদেশীয় ব্যবসায় কেন্দ্র পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দেশে ত্যাবর্ত্তন করিয়া বিনা আপত্তিতে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন। রক্ষণশীল হিন্দু াজের অন্তর্গত ইহা সাহা জাতির সমাজিক উদারতার পরিচায়ক। সভা মিতির আন্দোলনের ফলে এই জেলার সাহা সমাজের বিশেষ কোন সুফল হই নাই, তবে এই জেলার কীর্ত্তিখোলা (চৌহালী) নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় বি, এল, মহাশয় অন্যান্য জেলাবাসীদের ন্যায় বৈশ্যত্বের লক্ষণ স্বরূপ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

সাহা জাতীয় সকলেই এই জেলায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী। ইঁহারা সকলেই হরি সংকীর্ত্তন প্রিয়; চৌহালী থানার অধীন উরাপাড়া নামক গ্রামে কীর্ত্তনীয়া উপাধিক জনৈক সাহা পরিবারের বাস আছে। ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বে অনেক হরিনাম কীর্ত্তনে প্রথম গান আরম্ভ করিয়া দিতেন জন্য জমিদারগণ ইঁহাদের প্রামাণিক আখ্যা প্রদান করেন। উরাপাড়া নিবাসী কৃষ্ণমঙ্গল কীর্ত্তনীয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফোটা তিলক ধারণ ও হরিনামের মালা জপ ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। শৈব শাক্ত সংখ্যা ইঁহাদের মধ্যে অতি বিরল; কেবল মাত্র বেলকুচি পুলিশ ষ্টেশনের অধীন রাজনগর নিবাসী স্বর্গীয় রাম কৃষ্ণ সাহা মহাশয় জনৈক তান্ত্রিক মতাবলম্বী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পরিবারে কালিদয়াল, শিবদয়াল প্রভৃতি নাম দৃষ্টি গোচর হইত। রাজনগরে পূর্ব্বে কালী পূজার বিশেষ সমারোহ ছিল। পার্শ্বডাঙ্গার সাহা সম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই শাক্ত মতাবলম্বী। স্বর্গীয় শম্ভুনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রতিষ্ঠিত কাশীর ভুবনেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠা এই সমাজে শাক্ত মতের নিদর্শন।

এই জাতি মধ্যে রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ, রাধারমণ প্রভৃতি বৈষ্ণবাত্মক নামই অধিক প্রচলিত। সাহা, পোদ্দার, প্রামাণিক, চৌধুরী, রায় খাঁ, প্রভৃতি উপাধি এই সমাজে অধিক প্রচলিত। সাহাজাদপুরে দেওয়ান উপাধি জনৈক পরিবারের বাস আছে। ইঁহারা সকলেই ব্যবসায়ী বিধায় অতি হিসাবী ও অনেকেই কৃপণাশয়, তবে অতি সঞ্চয়ী ব্যক্তিগণের সন্তান সন্ততিগণ প্রায়ই অশিক্ষা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দোষে দূষিত। ইঁহারা শিক্ষা হিসাবে বঙ্গের সমুদায় জাতিগণ মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও, অন্যান্য জাতিগণের নিকট সাধারণতঃ অশিক্ষিত ও বুদ্ধিহীন বলিয়াই বিবেচিত। যে জাতি এক টাকা

দুই টাকা মূলধন লইয়া লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জনে সমর্থ, তাহা সাহা জাতির পক্ষে কম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। সাহাগণ বিদ্যোৎসাহিতা ও শিক্ষার উদারতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদের সিরাজগঞ্জ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের বড় বড় আড়ত বাটীতে বহু ভিন্ন জাতীয় ছাত্রগণ বাস ও আহার করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে। পূর্ব্বে ইঁহাদের নিজ সমাজ মধ্যে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ না থাকিলেও ইঁহারা বহু বিদ্যালয়াদি স্থাপন ও পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চাটমহরের শম্ভুনাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও সোহাগপুর হাই স্কুল, পাবনা জেলা স্কুলের বোর্ডিং গৃহ প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। উল্লাপাড়া মহাজনদিগের পরিচালিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও সিরাজগঞ্জের ভিক্টোরিয়া স্কুল ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় স্থাপিত।

ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধারণতঃ সৎপথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করেন, কেহ অসদুপায়াবলম্বন করেন না। ইঁহাদের মধ্যে বাবুয়ানাও যথেষ্ট এবং স্ত্রীলোকের গহনাদি ব্যবহার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক। সুন্দর ও সুশ্রী স্ত্রীপুরুষ এই সমাজেও অধিক। ইঁহারা সাধারণতঃ ব্যবসায়ই অধিক ভালবাসে, চাকরী করিলেও সাধারণতঃ স্বজাতি মহাজন ভিন্ন অন্যের দাসত্ব প্রায়ই করে না। সকলেই স্বাধীন ব্যবসায় প্রিয়।

সাধারণতঃ সাহা ও শুঁড়ি এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। যাহারা গুড় দ্বারা মদ্য প্রস্তুত করে ও তাহার ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারাই শুঁড়ি আখ্যায় অভিহিত। সাহা কোন জাতি বাচক শব্দ নহে, ইহা উপাধিবাচক মাত্র। এই জেলা নিবাসী কোন সাহা জাতীয় লোক মদ্য প্রস্তুত বা তাহার কারবারে লিপ্ত নাই। নদীয়াদি পশ্চিম বঙ্গীয় কোন কোন জেলার সাহা উপাধিক কতিপয় প্রবাসী ব্যক্তি এই জেলায় মদ গাঁজার দোকান করিত মাত্র। তাহারাও প্রায়ই ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য জাতির ভেণ্ডারগণ কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়াছে। অধুনা এই জেলাস্থ কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি জাতিগণের অনেকেই আবগারী বিভাগ হইতে লাইসেন্স লইয়া পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জের অনেক স্থলে হাটে বাজারে মদ গাঁজা বিক্রয়ে লিপ্ত আছেন। এই জেলাবাসী সাহা জাতিগণের সকলেই সাহা, সাউ, সাউলোক, সৌ বা সৌলোক বলিয়া পরিচিত হইতেন। উত্তর কালে আদম-

শুমারী উপলক্ষে নানা আন্দোলনের ফলে পূর্ব্ববঙ্গীয় সৌসাহা বা সৌলোক-গণ আপনাদিগকে বৈশ্য এবং পশ্চিম বঙ্গীয় শৌণ্ডিকগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "সাহা জাতি সনাতন বৈশ্য এবং শৌণ্ডিক জাতি মূলে ক্ষত্রিয়, মদ্য ব্যবসায়ে বৈশ্য; ভূষামাল বিক্রয়ী খন্দসাহা ও মদ্য ব্যবসায়ী শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) দুই স্বতন্ত্র জাতি। অধুনা উভয় জাতিই বৈশ্য বলিতেছে।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহা কৃত "বৈশ্য খন্দসাহা ও শৌণ্ডিক"। ভূমিকাংশ ;•

সাহাজাতির অনেকে ষণ্ড বা ষাঁড়ের উপর পণ্যদ্রব্য লইয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করিত। এই সাহা সমাজে পাবনা জেলায় বাল্‌দিক বা বলদে পঠী নামে সাহাদিগের মধ্যে এক পঠী দেখা যায়। সিরাজগঞ্জের উত্তরাংশে হাট বয়রা গ্রামে সাহাদিগের মধ্যে ছোট ছোট ঘোড়ার উপর মালপত্র বহনের প্রথা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উত্তরকালে ষণ্ড বা বলদ অভাবে উহারা ঘোড়ার সাহায্য লইয়াছে। এই ষণ্ড বা ষাঁড় বাহিত পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা সাহাজাতি কালক্রমে শুণ্ডি বা শুঁড়ি বা শৌণ্ডিক জাতির সহিত নামের উচ্চারণ সাদৃশ্যে একত্রীভূত হইয়াছে। তজ্জন্য কুষ্টীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রামলাল সাহা মহাশয় লিখিয়াছেন—

"শৌণ্ডিকের অপভ্রংস শুঁড়ি সবে বলে।
এ কারণ শুঁড়ি সাহা তাহারা সকলে ॥
সাহুসাহা, শুঁড়িসাহা ভিন্ন ভিন্ন হয়।
অন্য লোকে নাহি জানে দুই এক কয় ॥"

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্কলিত "বৈশ্য কাণ্ড" এবং সুবিখ্যাত পরিব্রাজক স্বর্গীয় ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী কৃত "সিদ্ধান্ত সমুদ্র" গ্রন্থাদি পাঠ করিলে এই জাতির বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

সুবর্ণ বণিক— পাবনা জেলায় সুবর্ণ বণিক সংখ্যা ১২৬৬ জন; অন্যান্য জাতির ন্যায় ইঁহাদের সংখ্যাও অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে। পাবনা টাউন, গোবিন্দপুর, সাহাজাদপুর, ঝাউল, চাঁদপুর, কালিয়াহরিপুর, বিয়ারা প্রভৃতি স্থানে অনেক সুবর্ণ বণিক জাতির বাস। ইঁহারা সাধারণতঃ

বাণিজ্য কারবারাদিতে লিপ্ত। ব্যবসায় হিসাবে বণিক জাতি নিম্নলিখিত ৫ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—

"গান্ধিক শাঙ্খিক কাংসক মণিকারক।
সুবর্ণজীবিকশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিকস্মৃতা॥"

পরশুরাম সংহিতা।

ইঁহারা সকলেই বৈশ্য বর্ণান্তর্গত এবং হিন্দু সমাজে আচরণীয়, কেবল মাত্র সুবর্ণ বণিকগণ সমাজে অনাচরণীয়। প্রবাদ বল্লাল সেনের সময়ে ইঁহাদের ধন সম্পদ হেতু ইঁহারা রাজার অপ্রিয়ভাজন হইয়া সমাজে পতিত হইয়াছেন।

সূত্রধর—পাবনা জেলার সূত্রধর সংখ্যা বর্ত্তমানে ১২৩০০। পূর্ব্বে আরও বেশী ছিল। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যাই বেশী। সর্ব্বত্রই প্রায় ২।৪ ঘর সূত্রধর বা সুতার জাতির বাস। অধুনা দেলুয়া নিবাসী বেলকুচির সূত্রধরগণ প্রসিদ্ধ কারিকর। দেশীয় নানাপ্রকার নৌকা নির্ম্মাণ, কপাট, জানালা, লাঙ্গলাদি প্রস্তুত ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। কাষ্ঠ শিল্পী হিসাবে ইহারা সমাজের অত্যাবশ্যকীয় জাতি। ইহাদের সংখ্যা ক্রত হ্রাস হইতেছে। অধুনা অনেক মুসলমান সূত্রধরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। আরাম বাড়িয়া মাজপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক নমঃশূদ্র, জালিক ও মুসলমান জাতিগণ বাবলা কাষ্ঠ দ্বারা গো-গাড়ির চাকা তৈয়ার করে। এতদঞ্চলে ইহা বহুল পরিমাণে বিক্রয় হয়। সূত্রধর জাতির মধ্যে স্থলবিশেষে অনেক সুগায়ক ও সাধক পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ নিরীহ ও সরল প্রকৃতি।

যোগী—যোগী বা চলিত ভাষায় যুগী; জাতির সংখ্যা এই জেলায় ৮৬৫ জন। ইহাদের সংখ্যা পূর্ব্বে এক হাজারের উপর ছিল। পাবনা রাধানগর, পোতাজিয়া, বড়ধুল, ধানঘরা, লাহোর, প্রভৃতি গ্রামে অনেক যোগী বা যুগী জাতির বাস। বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে ইহারা চূর্ণকারের ও বাদ্যকরের ব্যবসায়ে লিপ্ত। স্থানে স্থানে কেহ কেহ দোকানদারী মহাজনী কারবারেও লিপ্ত। অধুনা ইহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার সবিশেষ উন্নত নহে। ইহারা সকলেই জাতি স্থানে "নাথ" বলিয়া উল্লেখ করে। রুদ্র মহাদেব হইতে জাত বলিয়া ইহাদের সকলেই শিব গোত্রিয়। ইহারা দেউল পূজায়

অধুনা প্রচ্ছন্ন ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছে।

উপরোক্ত কয়েকটী প্রধান জাতি ব্যতীত এই জেলায় কুড়ি, হালিয়া-লৈর, বিন্দি প্রভৃতি জাতি আছে। কুড়ি জাতি সম্ভবতঃ মোদক ও ময়রা জাতির মধ্যে গণ্য। ইহাদের সংখ্যা এই জেলায় ১৩২৫ জন। সুজানগর পুলিষ ষ্টেসনের অধীন কুড়িপাড়া ও সাহাজাদপুরে অনেক কুড়ি জাতির বাস।

হালিয়ালৈর নামক জাতি এই জেলার বাঁশেরবাধা এবং নাজিরগঞ্জ অঞ্চলে অধিক বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদের জল সমাজে চল নহে। ইহাদের মধ্যে মণ্ডল, প্রামানি, দাস সরকারাদি উপাধি বর্ত্তমান আছে। অনেক ধনাঢ্য মহাজনও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। ইহারা সাধারণতঃ নিরীহ ও সরল প্রকৃতি। ইহাদের আজকাল অনেকে শিক্ষিত হইয়া ওকালতি ডাক্তারী আদি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। ইহারা সম্ভবতঃ লোকগণনায় সাগোপ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। এই জাতির সংখ্যা এই জেলায় ২৫৬৯ জন।

মুসলমান— পাবনা জেলায় মোট মুসলমান জাতির সংখ্যা ১০৫৩৫৭ জন। সেখ, সৈয়দ, পাঠান, খুলু, নিকারী, জোলা (কারিকর) বেহারা প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগ মুসলমানগণ মধ্যে লোক গণনায় প্রদর্শিত হয়। সাধারণতঃ মুসলমান মধ্যে কৃষক, কারিকর, নিকারী, নলুয়া প্রভৃতি শ্রেণীই অত্যধিক। এতদ্ব্যতীত বাঁশফোর, বাদিয়া সানদার প্রভৃতি যে সকল নিম্ন শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাহারা মুসলমান সমাজে বিবিধ পর্য্যায়ে গৃহীত হয়।

কাহার কাহার মতে এদেশের সাধারণ মুসলমানগণ মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু জাতি। এই জেলার মুসলমান মধ্যে অনেকের হিন্দু নাম যথা গোপাল প্রামাণিক, অনেকের "ভক্ত", প্রভৃতি উপাধি, অনেকের হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস ও অনেকের হিন্দু রীতিনীতি দৃষ্টে ইহা কতকাংশে সত্য বলিয়া বোধ হয়।

মুসলমান অধিকার কালে পাঠান আমলে ছাতকের কালিয়াই বংশীয় রাজা দেবীদাসের পুত্রদ্বয় ঠাকুর কেশবনাথ ও ঠাকুর কাশীনাথ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন, তাহা হইতেই পাবনা আমিনপুরের মিঞা ও চাকা এলাচিপুরে মিঞা বংশের উদ্ভব হয়। মোগল আমলে সাহাজাদপুরের জমিদার রাজা রায়ের পুত্র রঘু রায় তথাকার জায়গীরদার তুকমাক খাঁ

কর্ত্তৃক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। পাঠান আমল হইতে পাবনা জেলার সাহাজাদপুর পল্লী প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাধিকার কালের সমকালেই উক্ত পল্লীতে সাহাজাদা মকদুম সাহেবের অবস্থান জানা যায়। নবগ্রামে সুলতান হোসেন সাহের পুত্র সুলতান নসরৎ সাহের পুত্র সময়ে নির্ম্মিত মসজিদ, সমাজ গ্রামে সের সাহের পুত্র সুলতান সলিম বা সমির সাহের সময়ে নির্ম্মিত মসজিদ এবং চাটমহরে মাশুম খাঁর সময়ের প্রাচীন মসজিদাদি দৃষ্টে জানা যায় পাঠান আমলে এদেশে অনেকানেক মুসলমান স্থায়ী হইয়াছিলেন। পাবনার সাহাজাদপুর, মরিচপুরাণ, চাটমহর পাঠানপাড়া, আফ্রাদপাড়া সয়দাবাদ বা সৈয়দাবাদ এবং সদরের জালালপুর, হামিদপুর ইয়াকুপপুর, ইসমালীপুর প্রভৃতি পল্লী দৃষ্টে অনুমান হয় পাঠান আমলে এই জেলায় বহু স্থানে অনেক মুসলমান বীরপুরুষ এবং সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র পরিবারের বসতি বিস্তার ঘটিয়াছিল। তাহাদের বংশধরগণই কালক্রমে নিঃস্ব অবস্থায় পরিণত হইয়া সাধারণ মুসলমান বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অধুনা ছাতক, বরাট, বাগমৃজাপুর, মাসুন্দিয়া আমিনপুর, তালিমনগর, আমিরাবাদ প্রভৃতি পল্লীতে মিরজা উপাধিক যে সাধারণ মুসলমানের বাস, তাঁহাদের অনেকে মোগল আমলে এক সময়ে আরঙ্গজেবের সহোদর দারার পুত্র সোলেমান ওরফে টুনুবেগের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইত। ইঁহাদের মিরজা উপাধিই উচ্চ বংশের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকস্থলে উচ্চ বংশীয় মুসলমানের বাস আছে।

এ জেলার মুসলমানগণ মধ্যে সুন্নি সংখ্যাই অধিক। হিন্দুগণ অপেক্ষা মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস ও রোজা নামাজ আবালবৃদ্ধ সকল শ্রেণী মধ্যেই সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়, প্রকৃত ধর্ম্মভাব সকলের মধ্যে আছে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বে গাজীর বাঁশ তোলার প্রথা অধিক পরিমাণে স্থানে স্থানে দেখা যাইত। নাজিরগঞ্জে সবিশেষ ধুম ছিল, এক্ষণে এই প্রথা অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সাধারণতঃ মোল্লাগণ পারিবারিক সর্ব্বকার্য্যে ধর্ম্মক্রিয়ার সহায়ক। মুসলমান সমাজে এই জেলার স্থানে স্থানে ফারাজি সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। তাহারা লম্বা চুল রাখে এবং সাধারণ কাপড় অপেক্ষা তহবন অধিক ব্যবহার করে।

মুসলমান সমাজে সাধারণ শ্রেণী মধ্যে শিক্ষার একান্ত অভাব। কৃষি প্রধান দেশে ইহারা দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ইহাদের অবস্থার উন্নতি একান্ত আবশ্যক। অধুনা মুসলমানদিগের শিক্ষাকল্পে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যয় বিধানের ব্যবস্থা সরকার ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড হইতে হইতেছে দেখিয়া অনেকে ঈর্ষ্যান্বিত হয়েন। কিন্তু মফঃস্বলবাসিদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, এদেশের অধিবাসিগণের আরও কি পরিমাণে শিক্ষার আবশ্যক তাহা সহজে উপলব্ধি হয়। তবে শিক্ষা প্রাপ্ত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত অনেক মুসলমানগণ সময় সময় তাহাদের অপরিণামদর্শীতা হেতু ভ্রমে পতিত হইয়া স্থানে স্থানে নির্ব্বুদ্ধিতা ও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদির যে ভাব প্রদর্শন করেন, তাহা তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষা ও সহৃদয়তার অভাব প্রযুক্ত। তজ্জন্য দেশের সাধারণ লোককে অশিক্ষিত রাখা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। সাধারণ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণ মধ্যে সকলেই নানা কারণে যেরূপ গরিব অথচ অত্যধিক ব্যয়শীল তাহাতে ইহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি জন্য ইহাদের মধ্যে নানা বিষয়ক শিক্ষার একান্ত আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়।

(ক) **শৈবশাক্ত মত**—এই জেলার ব্রাহ্মণ সমাজে অধিকাংশ স্থলেই শৈবশাক্ত ধর্ম্মমত প্রচলিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের সংখ্যা এই জেলায় অতি বিরল। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বৈষ্ণব সংখ্যা বেশী হইলেও বিবাহাদির পূর্ব্বে কালীপূজা প্রথা অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হয়। শিবপূজা ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা সর্ব্বজাতীয় লোকের মধ্যেই দেখা যায়। যোগী বা নাথ ও কাপালিকগণ অনেক স্থলেই শিব উপাসক।

(খ) **বৈষ্ণব মত**—হাণ্ডিয়াল বল্লভপুরের গোস্বামী, হাপানিয়ার বৈষ্ণব ও স্থান বিশেষের গোস্বামী উপাধিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্রাহ্মণ সমাজে

বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি কম। কায়স্থ, নবশাক, বৈশ্যসাহা, মালো, নমঃশূদ্রাদি জাতিসমূহ প্রায় সকল স্থলেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম মতাবলম্বী। এই সকল জাতিগণ মধ্যে মালা তিলক শিখাধারণ, হরিসংকীর্ত্তণ এবং গোস্বামিগণের নিকট বৈষ্ণব মতে দীক্ষা গ্রহণ প্রথা বর্ত্তমান আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে এই জেলায় কয়েকটী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) চিথলিয়া নিবাসী ধীবর জাতীয় ঠাকুর শম্ভুনাথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত "গুরুসত্য" মতাবলম্বী অনেকে এই জেলায় বিদ্যমান আছে।

(২) পাবনা ও সাহাজাদপুরে শ্রীহট্ট জেলার অরুণাচলস্থ ঠাকুর দয়ানন্দের প্রবর্ত্তিত প্রাণগৌর নিত্যানন্দ উপাসক অনেক শিষ্য বর্ত্তমান আছে।

(৩) বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্গত বাউল সম্প্রদায় ভুক্ত অনেক বৈষ্ণব বা চলিত ভাষায় বৈরাগী শ্রেণীও জেলার অনেক স্থলেই বিদ্যমান আছে।

(৪) আখড়াধারী মোহান্তগণের অধীনে স্থানে স্থানে যে সাধারণ বৈষ্ণব বা চলিত ভাষায় বাবাজি মাতাজি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সমস্তই চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব মতাবলম্বী।

(গ) **সৎসঙ্গী মত**—পাবনা হিমাইতপুর নিবাসী ঠাকুর শ্রীঅনুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সৎসঙ্গ নামে যে এক নূতন মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে পশ্চিমাঞ্চলের রাধাস্বামীপন্থিগণের আচরিত উপাসনা পদ্ধতির অনুরূপ। এই মতে সন্নাম, সৎগুরু ও সৎসঙ্গ প্রভাবে নাদ যোগদ্বারা আত্মোন্নতি জন্য ইহা সাধারণে সৎসঙ্গী নামে পরিচিত। ইহাতে পূজার্চ্চনা কিংবা জাতিভেদ কিছু নাই। হিমাইতপুরে এই আশ্রম সংস্রবে নানা আড়ম্বরপূর্ণ অর্থোন্নতি ও সমাজসংস্কারের অনুষ্ঠানও চলিতেছে। ফলতঃ এখানে ধর্ম্ম অর্থাদি লাভের আশায় আকৃষ্ট হইয়া দেশস্থ ও বিদেশস্থ অনেকে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি এখাকার শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে নানা মতভেদ হইয়াছে এমত অবগত হওয়া যায়।

(ঘ) **ব্রাহ্মধর্ম্ম মত**— সর্ব্বপ্রথম পাবনা সহরে ১৮৫৬ অব্দে সরকারী কর্ম্মচারিগণের প্রযত্নে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা হয়। ১৮৬৪ অব্দে দ্বিতীয় বার চেষ্টা হইলে ইহাতে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ১৮৭৭ অব্দে প্রায় ৮।১০ জন ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া পাবনায় সমাজ গঠন করেন। তৎকালে পাবনার

প্রসিদ্ধ নাগরিক স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্র মহাশয় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহাকেও সামাজিক ও ব্যবসায়িক নানারূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। প্রতি বুধবারে উপাসনা হইতে থাকে। ১৮৮১৮২ অব্দে ক্রমে পাবনায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়। বিদেশী হাকিম ও কর্ম্মচারিগণ মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে ক্রমে ক্রমে সবিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টা করেন। এই রূপে সিরাজগঞ্জেও ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। এই জেলায় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ১৫ জন মাত্র পরিলক্ষিত হয়। জেলাবাসিদিগের মধ্যে ব্রাহ্ম সংখ্যা কম, ভিন্ন জেলাস্থ প্রবাসী ব্রাহ্ম সংখ্যা এখানে অধিক। ঘোড়াচরা নিবাসী স্বর্গীয় গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের জনৈক আচার্য্য ছিলেন।

(ঙ) **খ্রীষ্টান ধর্ম্মমত**—পাবনার অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিষ্ট মিসন্ ও সিরাজগঞ্জে ট্যাসম্যানিয়ান মিসনের প্রচারকগণ খৃষ্টধর্ম্ম মত প্রচার করিয়া থাকেন। এই জেলার মুসলমান ও নিম্ন শ্রেণীস্থ নানা জাতীয় হিন্দুগণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে। মোট খৃষ্টান সংখ্যা বর্ত্তমানে ৪৫৫ জন। পাবনায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রচার জন্য একটী জেনানা মিসন প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮৯০ অব্দে প্রথম স্থায়ী মিসনারী নিযুক্ত হয়েন।

(চ) **জৈন বৌদ্ধমত**—সাঁড়া, সুজানগর ও সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত মারওয়ারী ও আগরওয়ালাগণ ব্যবসায় উপলক্ষে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। এই সমুদয় জৈন ধর্ম্মমতাবলম্বী জাতির সংখ্যা ৫৪৯ জন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা এই জেলায় বেশী দেখা যায় না, ইহাদের সংখ্যা মাত্র ৪ জন। এতদ্ব্যতীত এদেশে যোগী, নাথ উপাধিক যে সমস্ত জাতি বাস করে, তাহাদের দেউলপূজা ও চড়ক উৎসবাদিতে অনুষ্ঠিত প্রথাদি সমস্তই প্রাচীন বৌদ্ধাচারের নিদর্শন। সরগ্রামের ভবানী, উধুণীয়ার চৈতন্য ভৈরবী, নরসিংহপাড়া ও চৈত্রহাটীর সিদ্ধেশ্বরী প্রভৃতি যে সমস্ত বিগ্রহমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের আচরিত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির নিদর্শন বলিয়া প্রতিয়মান হয়। এই জেলার স্থানে স্থানে নাটাই প্যাটাই পূজা এবং পাষাণচতুর্দ্দশী পূজাও প্রাচীন বৌদ্ধাচারের চিহ্ন।

(ছ) প্রেতোপাসনা— পাবনা জেলায় ৬৬৭ জন প্রেতোপাসক।

(জ) মুসলমান ধর্ম্ম—এই জেলায় মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে সুন্নি সংখ্যা অধিক। ফারাজি সংখ্যাও নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। হানাফী, লা মজহাবী, রফাদিয়ান আদি সম্প্রদায়ও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— লোকের আকৃতি প্রকৃতি ও উপজীবিকা।

আকৃতি—— অধুনা এই জেলার হিন্দু ও মুসলমান সর্ব্ব জাতীয় লোক মধ্যে সচরাচর এবং ১৮ ইঞ্চি হাতের কিঞ্চিদধিক ৫ পাঁচ ফিট উচ্চ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ৬ ফিট উচ্চ ও দীর্ঘকায় লোক সংখ্যা আজকাল ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। পুলিশ বিভাগে কনেষ্টবল নিযুক্ত সময়ে সাধারণতঃ পাঁচ ফিট চারি ইঞ্চি হইতে ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত উচ্চ লোক গৃহীত হয়।

প্রাচীন লোকের মধ্যে ছয় ফিটের অধিক উচ্চ লোক দৃষ্টিগোচর হইত। বাগ, কাশীনাথপুর, ক্ষেতুপাড়া, ডেমরা, সলপ, স্থল প্রভৃতি পল্লীর ব্রাহ্মণ পরিবারে, পোতাজিয়াদি গ্রামের বারেন্দ্র কায়স্থ বংশে, অন্যান্য নানাস্থানে নবশাকাদি জাতি ও নমঃশূদ্র সমাজে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ে সাধারণতঃ অনেক দীর্ঘকায় বিশাল বপু বিশিষ্ট পুরুষ বর্ত্তমান ছিল। আধুনিক লোকের আকৃতি ও শারীরিক বল উভয় হ্রাস হইয়াছে ও হইতেছে।

কিঞ্চিদধিক ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে চৌহালী পুলিশ ষ্টেসনের অধীন বাগুইখোলা শক্তিধরপুর গ্রামে মৃত্তিকা খনন কালে ভূগর্ভে ৭ সাত হাত দীর্ঘ মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। চাটমহর কাজীপাড়ায় বৃষ্টি সময়ে জনৈক মুসলমান গৃহে ঐরূপ ৭ সাত হাত পরিমিত কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল। হাকিমপুর (সুজানগর) পুষ্করিণী খনন কালে সম্প্রতি ২।৩ বৎসর হইল ৫ পাঁচ হাতের উর্দ্ধ একটী নর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই সমুদয় দৃষ্টে বোধ হয় বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা পূর্ব্বের লোক অনেক দীর্ঘকায় ছিল।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ লোক পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি জাতি মধ্যে অধিকাংশ লোক গৌর ও শ্যাম বর্ণ। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে কৃষ্ণবর্ণ লোকই অধিক। তন্তুবায়, বৈশ্য সাহা, সুবর্ণ বণিক মধ্যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ গৌরবর্ণ ও সুশ্রী। মুসলমান সমাজে কারিকর শ্রেণী মধ্যে সুশ্রী স্ত্রী পুরুষ সংখ্যা অধিক। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দরাকৃতি বিশিষ্ট। কৃষিকার্য্যে লিপ্ত মুসলমান মধ্যে অধিকাংশই কৃষ্ণকায়।

প্রকৃতি—এই জেলার শিল্পী ও কারিকর শ্রেণীস্থ জাতিগণ মধ্যে অধিকাংশ আলস্যপরায়ণ ও শ্রম বিমুখ। দেশীয় কুলী মজুর শ্রেণীর লোক সকলেই সাধারণতঃ অধিক পরিশ্রম করিতে চাহে না। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশের নানারূপ উন্নতি জন্য অগ্রসর, কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। স্বীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধিসহ ইঁহাদের অধিকাংশ স্বগ্রাম ও স্বদেশের প্রতি আসক্তিশূন্য ও ভিন্নস্থানের প্রবাসী হইতে ইচ্ছুক। যাঁহারা সচরাচর দেশে অবস্থান করেন তাঁহাদের অনেকেই নানা দলাদলিপ্রিয়; তদ্ধেতু দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত। শিক্ষিত লোকের যতদিন দেশের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি না হইবে ততদিন দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব। ব্রাহ্মণাদি জাতিগণ এই জেলায় অধিক শিক্ষিত হইলেও সাধারণ অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের ন্যায় ফৌজদারী না হউক দেওয়ানী মোকদ্দমায় অধিক লিপ্ত।

সাধারণ মুসলমান এই জেলায় অতি নিরীহ। চাষী গৃহস্থ মধ্যে কেহ কেহ বিশেষতঃ উল্লাপাড়া থানার অধীন কর্ণসুতি ও সাহাজাদপুর থানার অধীন কৈজুরী অঞ্চলে পাঁচিল আদি গ্রামের অনেকেই উগ্র প্রকৃতি ও দুষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট। সাঁড়া পুলীশ ষ্টেসনের অধীনস্থ রূপপুরাদি অঞ্চলেও অনেক কলহ বিবাদ প্রিয় লোকের বাস। ব্যবসায়ী জাতিগণ সাধারণতঃ শান্ত ও নিরীহ; তিলি বৈশ্য সাহা জাতিগণের অনেকেই সাতিশয় হিসাবী ও অর্থলোলুপ, কায়স্থ সমাজের উচ্চ নিম্ন সর্ব্ব শ্রেণী মধ্যে অনেকে কুট বুদ্ধি সম্পন্ন ও চক্রান্তকারী। ব্রাহ্মণ সমাজে অনেকেই অতি বিনয়ী ও উদার প্রকৃতি, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশই স্বার্থপর। সরকারী চাকুরী-

জীবিদিগের মধ্যে সর্ব্বজাতীর লোকই ক্ষমতাপ্রিয় ও অধিক অর্থলোভী।

অধুনা ছোট বড় করিয়া চুলকাটা, হাতে রিষ্টওয়াচ বাঁধা ও গরদের চাদর আদি ব্যবহার বাবুগিরি ও বিলাসিতা মধ্যে গণ্য, কিন্তু পূর্ব্বে তদ্রূপ ছিল না; নিম্নের কবিতাংশে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় যথা—

আসা সোটা আরাণী বাইওয়ালী মিশ্রীদানা।
চুরি বাবরি ছোরাণী এই কয়টী বাবুয়ানা।

উপজীবিকা— ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির মধ্যে অনেকে ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগী এবং চাকরীজীবী। অনেকে অধুনা ব্যবসায়াদিতে লিপ্ত। বৈশ্য সাহা তিলি কৈবর্ত্তাদি ব্যবসায়ী জাতি ও কর্ম্মকার, তন্তুবায়, সূত্রধরাদি শিল্পীগণ স্বকীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ অনেক স্থলে চাকুরী ওকালতি ডাক্তারী আদিতে অগ্রসর হইতেছে। হালিয়া কৈবর্ত্ত, হালিয়া নৈর, নমঃশূদ্র, গোপাদি হিন্দু জাতিগণ ও সাধারণ মুসলমানগণ সচরাচর কৃষি কার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য ব্যতীত অধুনা শিক্ষিত সমাজের অনেকে ব্যাঙ্ক কলকারখানাদি নানারূপ যৌথ কারবারের উপসত্বভোগী। সাধারণ মুসলমানগণ কৃষি ও স্থানে স্থানে শিল্পজীবী হইলেও শিক্ষিত মুসলমান বর্গের অধিকাংশই চাকুরী প্রিয়। উচ্চ নিম্ন সকল শ্রেণীর মুসলমানগণই শিক্ষিত হইলে জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সরকারী, বেসরকারী চাকুরী অধিক ভালবাসে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— জীব জন্তু।

গৃহপালিত জন্তু।

দুগ্ধবতী (১) গাভী, আবাদ বুনানী জন্য (২) বলদ বা দামড়া ও (৩) মহিষ অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীতে বর্ত্তমান আছে। শকটাদি চালন কার্য্যেও দামড়া এবং মহিষ ব্যবহৃত হয়। শ্রাদ্ধাদিতে ধর্ম্মের (৪) ষাঁড় ছাড়িয়া দেওয়া আজ কাল কমিয়া যাইতেছে। এ দেশের গাভী সাধারণতঃ

৩।৪ সের পর্য্যন্ত দুধ দেয়। ইহা অপেক্ষা অধিক দুধ বিশিষ্ট পশ্চিমদেশ আগত ভাগলপুরী (বোগদা) গরু এ জেলার অনেক হাটে আমদানী হয়। (৫) পাঁঠা ও (৬) খাসি সাধারণতঃ খাদ্য জন্য ব্যবহৃত হয়। (৭) বকৃরি বা ছাগল দুধ জন্য পালিত হয়। (৮) মেষ বা ভেড়া কোন কোন গৃহস্থের বাটীতে দেখা যায়। (৯) অশ্ব আরোহণ ও গাড়ী বহন জন্য লোকে পোষণ করে। মুষ্টিমেয় জমিদার গৃহে আরোহণ ও শীকার নিমিত্ত (১০) হাতী পালিত হয়। ডোম, মুচি ও পাটনী জাতীয় লোকেরা (১১) শুকর পালন করে। পশ্চিমা খোট্টা ধোবাগণ ভার বহন জন্য (১২) গর্দ্দভ পোষণ করে। টম, টেনী নামক বিলাতী (১৩) কুকুর বাবুদিগের হাতে শিকল বদ্ধ থাকে ও মাছ মাংস রুটীতে উদরপূর্ত্তি করে, ভোলা, বাঘা, তিলকে প্রভৃতি নামে দেশীয় কুকুর গৃহস্থের বাটীতে এক মুষ্ঠি উচ্ছিষ্ট অন্ন পরিতোষসহ আহার করিয়া দিবারাত্র প্রভুর দ্বার রক্ষা করে। (১৪) বিড়াল প্রায় সকল গৃহস্থের বাটীতে দেখা যায়। (১৫) নকুল বন্য জন্তু হইলেও অনেকে পুষিয়া থাকে। (১৬) বানর ক্বচিৎ গৃহস্থের বাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১৭) হরিণ কেহ কেহ পালন করে। (১৮) খরগোস কাহার কাহার বাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১৯) বিলাতি ইন্দুর কেহ কেহ যত্নসহকারে পোষণ করে।

বন্য জন্তু।

গ্রাম বিশেষের জঙ্গলাদিতে সাধারণ ও মধ্যমাকার (১) ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়। নিমগাছী, হাণ্ডিয়াল, মরিচপুরাণ, সাঁইপাঁই কুয়াবাসী, প্রভৃতি গ্রামে পূর্ব্বে ব্যাঘ্রের বিশেষ উপদ্রব ছিল। অধুনা কুঁচিয়ামোরা, ঘুরকা প্রভৃতি পল্লী ব্যাঘ্রভীতি জন্য প্রসিদ্ধ। (২) মহিষ অধুনা গৃহপালিত হইলেও, পূর্ব্বে নিমগাছীর জঙ্গলে অনেক বন্য মহিষ বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বে এ দেশে (৩) হরিণ পাওয়া যাইত। হরিণাবাগবাটী (সিরাজগঞ্জ) ও হরিণডাঙ্গা (সুজানগর) প্রভৃতি নাম হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪) জেলার সর্ব্বত্রই বন্য বরাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উৎপাতে কৃষকগণের ক্ষেত্রের ধান্য ইক্ষু আদি ফসলের অনেক ক্ষতি হয়। (৫) শৃগাল, (৬) খাটাস, (৭) কৈলঘোঁট, (৮) কেঁদে (ছোট কাল

ব্যাঘ্র) প্রভৃতি বন্য জন্তু সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। (৯) সজারু ও উদ্ (১১) গাড়া, স্থল বিশেষে বর্ত্তমান আছে।

জলজন্তু

ছরাসাগর ফুলঝোরাদি পদ্মা যমুনা বৃহৎ নদীতে এবং সমাজ প্রভৃতি বিল মধ্যবর্ত্তী অনেকানেক প্রাচীন গ্রামের পুরাতন দীর্ঘিকাদিতে বহু কুম্ভীর দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাসময়ে সাধারণ নদীতে এবং পদ্মাদিবৃহৎ নদীতে (২) শিশুক বিরাজমান। কুম্ভীর সদৃশ দীর্ঘাবয়ব ও লেজবিশিষ্ট এবং মাথায় ঘটযুক্ত (৩) ঘরিয়াল পদ্মা যমুনা নদীতে বর্ত্তমান আছে। কোন কোন স্থানে (৪) বাঁশিয়াল দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট বড় (৫) কচ্ছপ সমুস্ত নদীতে এবং বিলাদিতে বর্ত্তমান আছে। (৭) বাঘাইর মাছ মৎস্য জাতীয় হইলেও জলজন্তু বিশেষ।

পক্ষী

কাক, চরই, শালিক, খঞ্জন, ঘুঘু, চিল, দইরাজ, বুলবুল, পারাবত, কোকিল, হাড়িচাঁছা, সাতভায়রা, হোল্‌দে পাখী, চাতক প্রভৃতি সাধারণতঃ লোকালয়ে দেখা যায়। বাজ, শকুনি, গৃধিনী, গাঙ্গশালিক, গোচরখ্যা, মহিষাকবুতর ফেঁচক্যা, ডাহুক (ডাক্) প্রভৃতি মাঠে ঘাটে জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। মাছরাঙ্গা, দোগ পানিকাওর প্রভৃতি নদী, বিলাদি জলাশয় তীরে বাস করে, পেচক, ধুতুম, বাদুর, কোকপক্ষী, চোকগেল পক্ষী প্রভৃতি নিশাচর মধ্যে গণ্য এবং রাজহাঁস, পাতিহাঁস, কুক্কুট (মুরগী) গৃহপালিত পক্ষী মধ্যে গণ্য।

শিকারী পাখী—পদ্মাদি নদী চর এবং বিলাদিতে নানা জাতীয় বক, চখা, বেঙ্গীহাঁস, বেলেহাঁস, দিগরহাঁস, বাঙ্গালহাঁস, চিনাহাঁস, ত্রিশূল সরালি, চা (নানারূপ) কোদালা, রামশালিক, ভেওয়া, কোদালে হাড়গিলা প্রভৃতি শিকার উপযোগী যে সমস্ত পাখী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে চকা ও হারগিলা ব্যতীত অন্য সমস্তগুলিই লোকের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। চকা সাধারণতঃ মুসলমানগণই অধিক খায়। শিকারোপযোগী যাবতীয় পাখীই জলাশয় তীরে, চরে অথবা বিলে দেখিতে পাওয়া যায়। মাঠে অথবা জঙ্গলে ঘুঘু, মোসে কবুতর বা পারাবত অনেক পাওয়া যায়।

সর্প

এই জেলায় সাধারণতঃ নানা জাতীয় গোখুরা, দাঁরাজ নানা জাতীয়

বোড়া, ঘরমোহিনী, সখিনী, কেউটা, লাউডগাল, বিঘরিয়া বোড়া, চন্দ্রবোড়া ধোড়া প্রভৃতি বহু প্রকার সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কতক ফণা বিশিষ্ট এবং কতক ফণা বিহীন। স্থানে স্থানে জঙ্গলে ও জলাশয়ে কালাই সাপ নামক এক প্রকার ১৪।১৫ হাত লম্বা এবং ২।৩ ফুট বেড় বিশিষ্ট সাপ সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত সাপ অনেক সময় ছোট ছোট বাছুর ও বকরী পর্য্যন্ত গিলিয়া ফেলে তজ্জন্য ইহারা সচরাচর অজাগর নামে পরিচিত। সাধারণতঃ রৌদ্র ও বর্ষা সময়ে এই সমস্ত সাপ বাহির হয়। এই সমস্ত সর্পের সমস্তই সরিসৃপ এবং বুকে হাটিয়া চলে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত এদেশের অনেক জঙ্গলে গুই সাপ নামক চতুস্পদবিশিষ্ট সাপ আছে। বাৎসরিক সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা ১ম খণ্ডের ৮০।৮১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় বার্ষিক প্রায় দুইশতাধিক লোক সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দেশের অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা।

সামাজিক—বহু কুলীন ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি হিন্দুজাতি এই জেলার অধিবাসী। কেবলমাত্র রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পল্লীবাসী সাধারণে অশিক্ষিত পদবাচ্য ইতর ভদ্র জনসাধারণ ব্যতীত নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকেই প্রাচীন সামাজিক আচার নিয়ম বর্জ্জিত, সদাচার, ধর্ম্মভাব ও ক্রিয়াকলাপ শূন্য। সমাজসংস্কার, সামাজিক উন্নতির চেষ্টা, বিবাহাদিতে পণপ্রথা নিবারণের আন্দোলন সর্ব্ব সমাজে পরিলক্ষিত হইলেও অধুনা কন্যাদায়গ্রস্থ ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন আচারপদ্ধতির নানারূপ পরিবর্ত্তন প্রয়াসী হইয়া অনেক স্থলে সন্ধ্যাবন্দনাদি বিবর্জ্জিত হইলেও, শিক্ষিত মুসলমান সমাজে নামাজাদি প্রথার বিশেষ হ্রাস হয় নাই।

সামাজিক শাসন জন্য একঘরে করিয়া দুষ্কৃতের দণ্ডবিধান প্রথা দেশ হইতে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। হিন্দুর মালো, নমঃশূদ্রাদি জাতিগণ মধ্যে ইহা কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হইলেও উচ্চবর্ণীয় জাতি মধ্যে আজকাল কেহ কাহাকে গ্রাহ্য করে না। মুসলমান মধ্যে সাধারণ শ্রেণীর ভিতরে স্থানে স্থানে এখনও যে "মাতব্বর" প্রথা বর্তমান আছে, তাহা গ্রাম্য দলাদলিবিশেষ। কিঞ্চিদধিক ৭০ সত্তর বৎসর পূর্ব্বে "পাবনা দর্পণ" নামক পত্রিকার সম্পাদক পাবনা নিবাসী ৺রামসুন্দর রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান কেবলমাত্র মদ্যপান অপরাধে সমাজচ্যুত হইয়া পাবনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলনে। নমঃ শূদ্র সমাজের কোন পুষ্করিণী উৎসর্গ কালে কেবলমাত্র মন্ত্রোচ্চারণে সহায়তা করিয়া জনৈক মৈত্র উপাধিক সদ্ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। তদ্বংশীয়গণ এখনও সোনন্দ হাটের নিকট বর্ত্তমান আছে। এতৎ সমুদায়ই পূর্ব্বের সামাজিক কঠোর শাসনের পরিচায়ক। পুত্র কন্যার বিবাহে ও শ্রাদ্ধাদি কালে সামাজিক ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিলেও আজকাল গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ এবং কলিকাতায় বিবাহাদি দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এবং চাকরি আদি উপলক্ষে অনেকেই বিদেশে প্রবাসী থাকা প্রযুক্ত দেশের ও সমাজের চিরপ্রচলিত বিধি ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত হইতেছে। হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোবা, নাপিত শ্রেণী মধ্যে দাদা, খুড়াদি মৌখিক সম্বোধন ও নানারূপ প্রীতিপূর্ণ ভাব এবং গ্রাম্য সম্পর্ক সমাজ হইতে প্রায়শঃ অন্তর্হিত হইয়াছে। সাধারণ মুসলমানগণ মধ্যে এখনও ভাই, চাচা প্রভৃতি গ্রাম্য মৌখিক সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ বর্ত্তমান আছে। পাঠান আমলে ছুৎমার্গ পরিহারকল্পে ব্রাহ্মণগণ জলপূর্ণ হুকায় তামাক খাওয়ার পরিবর্ত্তে নস্যগ্রহণ প্রথার প্রবর্ত্তন করেন এমত জানা যায়। অধুনা ডাক্তারী ঔষধ ও সোডা লেমনেড আদির কল্যাণে প্রাচীন ভাব কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু সমাজ মধ্যেই উচ্চ নিম্ন সর্ব্ব শ্রেণীর জন্য পূর্ব্বে বিভিন্ন আসন নির্দ্দিষ্ট হইত, অধুনা স্কুল কলেজে সর্ব্ব জাতির সন্তানগণ একত্রে উপবেশনে অভ্যস্ত হইতেছে। বিগত কয়েক বৎসর হইল স্কুলের হরিবাসরে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে সংকীর্ত্তন উপলক্ষে একাসনে উপবিষ্ট হইতে কোন রূপ দ্বিধা বোধ করিতেছে না। ইহাও সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন।

নৈতিক—পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান সমাজে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকই স্বীয় উন্নতিসহ সাধারণ জনহিতকর কার্য্যে অধিক মনোযোগী হইত; তাহারই ফলে এই জেলায় জয়সাগর, প্রতাপদীঘী, উদয়দীঘী, উলুখাঁর দীঘী প্রভৃতি জলাশয়াদির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সৎকার্য্যে ও ধর্ম্মক্রিয়ায় পূর্ব্বে লোকের অধিক প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই জেলায় স্থানে স্থানে নবরত্ন মন্দির ও নানাস্থানে মসজিদ আদি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আজকাল এই জেলায় বিরল। দেশের ও দশের উপকারার্থ অধুনা নানারূপ সভাসমিতির আয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে বটে, তবে ইহাতে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যক্তিগত আন্তরিকতার অভাব। সমবেত চেষ্টায় জলপ্লাবন, দুর্ভি-ক্ষাদিতে লোকের বিপদাপদ হইতে রক্ষার প্রবৃত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের দশের ও জনহিতকর কার্য্য করিয়া পূর্ব্বে রায় বাহাদুর, খাঁন বাহাদুর উপাধি লাভ করিতে হইত; আজকাল তাহা তদপেক্ষা সহজ প্রাপ্য হইয়াছে।

অতিথিসেবা ও লোককে অন্নদান সর্ব্বত্র পূর্ব্বে অধিক ছিল। মফঃস্বলে অধিক থাকিলেও পাবনায় অতি কম। পূর্ব্বে পাবনায় কাঁচাখড়ের ঘরে বাস করিয়া উকিল মোক্তারগণ দরিদ্র শিক্ষার্থীগণকে আহার্য্য ও বাসস্থান দানে সহায়তা করিতেন, অধুনা পাবনা দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা পরিশোভিত হইলেও বিদ্যার্থিগণের অনেক স্থলেই স্থানাভাব ঘটিয়া থাকে। সিরাজগঞ্জের আড়ত আদিতে ছাত্র রাখা ও মুসলমান সমাজে জায়গীর রাখা প্রথার প্রচলন আছে।

অধুনা অধিকাংশ লোক স্বীয় উন্নতিসহ স্বীয় পারিবারিক গৃহাদির সৌন্দর্য্যাদি লইয়া ব্যস্ত। সম্পত্তিশালী হইলেই অনেক স্থলে লোকে অন্যের সম্পত্তি গ্রাসের জন্য লালায়িত। পরের জমি কৌশলে পত্তনী লইয়া তাহাকে উচ্ছেদসাধনে প্রয়াসী। পাবনায় এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহা আধুনিক নীতির পরিবর্ত্তন। সামান্য কারণে জমি জমা সংক্রান্ত মোকর্দ্দমা আজকাল জেলার সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। স্বীয় অর্থে নিজ নিজ পরিবারের নামে সম্পত্তি খরিদ কিম্বা ব্যবসায় পরিচালনাদি বেনামী কারবার পরিচালনে এবং মুসলমান সমাজে সাধারণতঃ স্ত্রীর নামে হেবানামা অথবা দেনমহর জন্য দলিল সম্পাদন কার্য্যে এই দেশের লোকের নীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। নৈতিক উন্নতিপ্রভাবেই অধুনা সিরাজগঞ্জের গণিকাসংখ্যার হ্রাস ঘটিয়াছে।

আর্থিক—পূর্ব্বে ১৯১১।১২ অব্দে পাবনা জেলায় ৫০৬৩৯৲ টাকা ইনকম্ টাক্স আদায় হইত, ১৯২০।২১ সালে তাহা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া ১০০২৩২৲ টাকা আদায় হইয়াছে। ইহাতে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলা যায় না। বিদেশীয় লোক এই জেলার স্থানে স্থানে কারবার করিয়া লাভবান হইতে পারে, তাহাতে দেশীয় লোকের সামান্য পারিশ্রমিক লাভ ব্যতীত অবস্থার কিছুই পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

এই জেলায় ভূমাধিকারিগণের অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নহে। তাঁহাদের অধিকাংশই অল্প বিস্তর ঋণভার জড়িত। পাবনা ও সিরাজগঞ্জের অনেক ব্যাঙ্কে তাঁহাদের অনেকেই দায়ী। সাধারণ কৃষিজীবিগণের অবস্থাও সন্তোষ জনক নহে তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। ব্যবসায়ী জাতিগণ মধ্যে তিলি তন্তুবায়, সাহা প্রভৃতি সমাজের আর্থিক অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত। শিল্পজীবিগণ কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন হইলেও তাহারা বিশেষ সমৃদ্ধ নহে। সাধারণ মধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ গরীব। এদেশের লোক কি প্রকার দরিদ্র তাহা বিগত জার্ম্মান যুদ্ধের সময় এদেশের লোকের বস্ত্রাভাবের বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জেলার অনেক গ্রামে এখনও কাবুলীগণ শীতকালে সামান্য মূল্যের শীতবস্ত্র ভাদ্র মাসে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ মূল্যে পাইবার চুক্তিতে বিক্রয় করিয়া থাকে। পাবনার "সুরাজ" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত দেশের বস্ত্রকথা শীর্ষক প্রবন্ধ—প্রবাসী—ভাদ্র—১৩২৫ সাল দ্রষ্টব্য।

"From a Correspondent

Ullapara, Pabna May 20, 1918.

A young cultivator of the village Rakhalgachi in the jurisdiction of Ullapara Police Station in the district of Pabna, has committed suicide. It is revealed in the investigation held by the police into the cause of his death that the deceased could not supply his wife with a cloth which she badly needed. The investigating Sub-Inspector Babu Bibhuti Mohan Bose, out of compassion paid to the wretched widow one rupee which he had with him to help her for purchasing a cloth."

vide. Bengalee 7. 6. 1918.

তাৎপর্য্য উল্লাপাড়া থানার রাখালগাছী গ্রামের জনৈক কৃষক স্বীয় পরিবারকে বস্ত্র প্রদানে অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা করে। দারোগা বাবু তদন্তকালে বিধবাটিকে কাপড় খরিদ জন্য একটি টাকা প্রদান করেন।

পাবনা জেলা ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে সানুকূল এবং এখানে নানারূপ সুবিধা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এ জেলার তিলি, সাহাদি জাতিগণ ব্যতীত অন্যান্য জাতিগণ মধ্যে কেহই বিশেষ ভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত নহে। শিল্পকার্য্যের অনেক সুবিধা থাকিলেও শিল্পীগণ আলস্যপরায়ণ; ব্রাহ্মণাদি জাতিগ আভিজাত্যাভিমানী। মুসলমানগণ মধ্যে অনেক ফরিয়া ব্যাপারী সাধারণ পাইকের বর্ত্তমান থাকিলেও বড় ধনাঢ্য মহাজন কেহ নাই। শিক্ষিত মুসলমানের সকলেই চাকুরী প্রয়াসী, সিরাজগঞ্জ বেড়াদি বন্দরের অধিকাংশ মহাজন বিদেশবাসী প্রবাসী, তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থ জেলার বাহিরে চলিয়া যায়। জেলার আর্থিক অবস্থার তাহাতে কিছুতেই উন্নতি হয় না। অধুনা পাবনায় মোজা গেঞ্জী প্রভৃতি জন্য যে সমস্ত যৌথকারবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে দেশে ধনাগমের পথ বিশেষ উন্মুক্ত না হইলেও ইহাতে অনেকের জীবিকার্জ্জনের পথ সুগম হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক দ্বারা লোকের অনেক উপকার হইলেও, পাবনায় বহুদিন হইতে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ও ধনভাণ্ডারাদি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের আর্থিক বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই, বরং দেশের জমিদার ও মধ্যবিত্ত লোক তদ্দ্বারা অধিক ঋণজালে বিজড়িত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— লোকের সুখ শান্তি।

অধুনা নানা কারণে আর্থিক অশান্তি বর্ত্তমান থাকিলেও সর্ব্বত্র নিঃশঙ্কচিত্তে বসবাসের ও নিরাপদে পথেঘাটে যাতায়াতের অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় দেশ ব্যাপী অরাজকতা অনেক হ্রাস হইয়াছে। পাবনা জেলার চলন বিল মধ্যে পূর্ব্বে

শ্যামারামা

নামক দুই জন প্রসিদ্ধ জলদস্যুর বিশেষ উপদ্রব ছিল; তাহারা পাবনা, বগুড়া ও রাজসাহী জেলার সীমা মধ্যে ডাকাইতি করিত। রায়গঞ্জ থানার পিপলা নামক স্থানে তাহাদের যে আশ্রয় স্থল ছিল, তাহা অদ্যাপি শ্যামা রামার ভিটা বলিয়া খ্যাত। স্বর্গীয় দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় তৎকৃত "সামাজিক ইতিহাসে" ১০।৭১ পৃষ্ঠায় শ্যামারামাকে বারেন্দ্র কায়স্থ এবং "তাহাদের বংশীয়েরা এখনও অষ্টমনীষা গ্রামে বাস করিতেছে" এমত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চলন বিলের মধ্যে

পণ্ডিতা ডাকাইত

বা পণ্ডিত সা নামে ও জনৈক ব্যক্তি অনুপনারায়ণ মুনসীর সহায়তায় পাবনা ও বগুড়া জেলা মধ্যে জলপথে ও স্থলপথে ডাকাইতি করিয়া লোকের উপর নানা অত্যাচার করিত। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ধৃত হইয়া তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। অনুপ মুনসী ও তদীয় ভ্রাতা নাটোর জেলে ৯ বৎসর জন্য কারাদণ্ড ভোগ করে। আবার জানা যায় মোগল আমলে বেণী রায় নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ চলন বিল মধ্যে নানা জাতীয় চেলা জোটাইয়া তাহাদের সহ ডাকাইতি করিত। তাহাকেও লোকে পণ্ডিতা ডাকাইত বলিত। তাহার বাসস্থান তাড়াসের পশ্চিমে কোহিত নামক গ্রামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৬।৫৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে পদ্মাদি নদীপথে আরাকান প্রদেশস্থ মগ জাতীয় দস্যুগণ এ দেশীয় লোকের উপর সময় সময় নানা অত্যাচার করিত তাহা সাধারণতঃ

মগ আক্রমণ

বলিয়া পরিচিত। ইহাদের অত্যাচার হইতে দেশের লোককে রক্ষা করে দেশীয় ভূমাধিকারিগণ স্থানে স্থানে লোককে যে সকল জায়গীর দান করিত, তাহা অদ্যাপি "মগ জায়গীর" নামে খ্যাত হয়। পাবনা হইতে প্রায় ৬ মাইল পশ্চিমাংশে পদ্মার চরে কামালপুর নামক গ্রামে এরূপ জায়গীরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গামছাজোড়া

দলের প্রাদুর্ভাব পাবনা জেলার পূর্ব্বাংশে যমুনা নদী তীরে অনেক গ্রামে

থাকা জানা যায়। শিবপুরের মৈত্র বংশ গামছামোড়া দলের অধিনায়ক ছিলেন। নাজিরগঞ্জ বরথাপুরেরও কাহার কাহার গামছামোড়া দলে লিপ্ত থাকার প্রসিদ্ধি আছে।

আধুনিক কালের এই জেলার প্রসিদ্ধ ডাকাইত মধ্যে নলকা নিবাসী

মহব্বর খাঁ

নামক মুসলমান জাতীয় ডাকাইত সবিশেষ পরিচিত। ১৯০০ অব্দে পাবনায় বিচার হইয়া তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে পুলিশ বিভাগের কঠোরতা সত্ত্বেও এই জেলার উল্লাপাড়া ও সাহাজাদপুর থানার কতকাংশে অনেক চোর ডাকাইতের বাস। পাবনার দায়রা মোকদ্দমায় এই সমস্ত স্থানের অধিবাসীই অধিক আসামী হইয়া থাকে। রূপপুরের (সাঁড়া) অনেকেও সময় সময় ডাকাইতি মোকদ্দমায় লিপ্ত হইয়া থাকে।

জলপথে ও স্থলপথে উভয়ত্রই অধুনাও চুরি ডাকাইতির প্রাদুর্ভাব আছে বটে, তবে পূর্ব্বে যেমন সর্ব্ব সাধারণ লোকে যথা তথা গমনাগমন ও নির্ব্বিঘ্নে বসবাসের অসুবিধা ভোগ করিত, এক্ষণে তাহা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—— প্রাকৃতিক বিপ্লবাদি।

জলপ্লাবন—— ১২৭৬ সালের জলপ্লাবনে পাবনার বিশেষ ক্ষতি হয়। ১২৯৭ সালে পাবনা সদরে ইছামতীর জলপ্লাবনে সহরের অনেক পাকা কাঁচা রাস্তা ভাঙ্গিয়া যায়। সরকারী কাচারী গৃহ রক্ষাকল্পে ইছামতী নদীর তীর দিয়া সহরের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের কতক স্থানে এক মাইল বিস্তৃত একটী এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট নির্ম্মিত হয় ১৩১৩ সালে এই জেলার পুনরায় অতিবৃষ্টি নিবন্ধন ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছিল। তাহাতে সমগ্র জেলার বিশেষ অনিষ্ট হয়। ১৩২০ সালে ভাদ্র আশ্বিন মাসের জলপ্লাবনে জেলার অনেক ফসল ও লোকের গৃহাদি ক্লিষ্ট হয়। সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইন ইহার জন্য অনেকাংশে

দায়ী বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই জলপ্লাবনে গৃহহীন নিঃস্ব ব্যক্তির সাহায্যার্থে মাননীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ৫ পাঁচ শতাধিক মুদ্রা সাহায্য করেন।

দুর্ভিক্ষ—— ১৮৭৪ অব্দে নৈসর্গিক অবস্থা বিপর্যয়ে আউস আমন ধান্য সাধারণ বৎসর অপেক্ষা অর্দ্ধেক এবং রবি শস্য ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ মাত্র জন্ম জন্য পাবনা জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই সময় চাউল প্রতি মণ ৪৲ চারি টাকার উপর দরে বিক্রয় হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট হইতে ৮৩০০০৲ টাকা সাহায্য দান এবং ২৮০০০৲ টাকায় রাস্তাদি নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়া মোট ১১১০০০৲ টাকা দুর্ভিক্ষ সময় ব্যয় হয়। তৎপূর্ব্বে ১৮৬৯।৭০ অব্দে (১১৭৬ সালে) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তখন টাকায় ১২।১৩ সের চাউল বিক্রয় হইয়াছিল।

বিগত ১৯২১ অব্দে জার্ম্মাণ যুদ্ধ কাল হইতে দেশে সর্ব্বপ্রকার জিনিষ অগ্নি মূল্যে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি, এই জেলার অনেকে কচু খাইয়া জীবনধারণ করিয়াছে। "পাবনা বগুড়া হিতৈষী" বলেন—"পাবনা জেলার প্রায় সমগ্র লোকের মধ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বহু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবার অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। কৃষক ও মজুরদল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। কোন স্থানে একটী টাকাও ধার মিলিতেছে না। ঘটী, বাটী, লাঙ্গল, গরু প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া এতদিন কোনরূপ দিন যাপন করিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে কিছুতেই মিলিতেছে না। কোন কোন স্থানে কচু মেলাও ভার হইয়া উঠিয়াছে। দুই তিন দিন অনশনে থাকিয়া তাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে।"

প্রবাসী—— আশ্বিন——১৩২৬ সাল দ্রষ্টব্য।

১৩২৬ সালে চাউলের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া মোটা চাউল যখন ৮৲ আট টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতে থাকে, তখন পাবনা টাউন হলে সভা করিয়া বাজার দর কমান ও সুস্থির করা জন্য নানা আয়োজন হয়, কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হয় নাই। অধুনা পাবনা বাজারে মোটা চাউল ৭।০ দরে খুচরা বিক্রয় হইতেছে। ক্রমে লোকে সকল অবস্থা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছে।

ঝটিকাবর্ত্ত—— ১২৬৯ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে নিম্ন বঙ্গের প্রবল ঝড়ে পাবনা জেলার অনেক ক্ষতি হয়। ইহা সাধারণতঃ "জ্যৈষ্ঠা ঝড়" নামে খ্যাত। তাহার দুই বৎসর পরে ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসেও ভীষণ ঝটিকা-বর্ত্ত পাবনা জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়। ইহাতে পাবনার বিশেষ অনিষ্ট হয়। ইহা সাধারণতঃ "আশ্বিনা ঝড়" নামে খ্যাত। ১৮৭২ অব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের ঝড়ে পাবনা ও সিরাজগঞ্জের অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়। লোকের বাড়ী ঘর অনেক ভূমিসাৎ হয়। ১৩২৪ সালের আশ্বিন মাসে লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিবস দুই দিবস কাল স্থায়ী প্রবল বাত্যা ও বৃষ্টিতে পাবনা সদরের অনেক ক্ষতি হয়।

ভূমিকম্প——১৮৪২ অব্দের ভূমিকম্প এই জেলায় অনেক ক্ষতি করে। ১২৯২ সালে রথযাত্রার দিন সকালে ও বিকালে দুইবার ভূমিকম্পেও পাবনার অনেক অনিষ্ট করিয়াছে। ১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বেলা ৫ পাঁচটার সময় যে প্রবল ভূমিকম্প হয় তাহাতে পাবনার অন্যান্য ক্ষতি মধ্যে সিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ জুটমিল একেবারে বিনষ্ট হয় এবং তথাকার ইলিয়ট ব্রীজ বক্রাকার ধারণ করে। এই ভূমিকম্প কালে এই জেলার অনেক নদী ও জলাশয় গর্ভ হইতে ছাই, কৃষ্ণবর্ণ বালুকারাশি উত্থিত হয়। নদী বিল প্রভৃতির তলদেশ অনেক স্ফীত হইয়া উঠে এবং কোন ক্ষুদ্র নদী একে-বারে জলশূন্য হইয়া যায়। অনেক কূপ, ইন্দারা একেবারে বন্ধ হয়। সিরাজগঞ্জের ইতিহাস হইতে নিম্নে ভূমিকম্পের একটী গান উদ্ধৃত হইল।

সাধের ভূমিকম্প এসে পড়লো খসে
দিন দুনিয়া এক সমান।
"ছুটলো বুঝি দোজকের কামান।

... ...

কত পাহাড় ফেটে ভেসে এল বান মহিষ গরু ম'রে ধরল উজান
ব্রহ্মপুত্র যমুনার পানী পদ্মার জল ধরিছে উজান।
নদীর হাঙ্গর উঠে কয় কুমীর দোস্তজী
এখন বুঝি যায়রে পরাণ
চর পড়েত নদী ধরল্ উজানে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ক্রীড়া ও ব্রতপূজা।

ক্রীড়া।

মালাম—পাবনা জেলায় ৩০ আশ্বিন "গারসির" দিন বলিয়া পরিচিত। এই দিনে সাধারণ হিন্দু মুসলমানগণের অনেকেই কুস্তি ও মল্ল ক্রীড়াদি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই মল্ল ক্রীড়া সচরাচর এই জেলায় "মালাম" নামে খ্যাত এবং যাহারা ইহাতে বিশেষ অভ্যস্ত তাহারা "মাল" নামে অভিহিত হয়। লক্ষ্মীকোল গ্রামে এখানে অনেকর "মাল" উপাধি বর্ত্তমান আছে। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবার গৃহে মাল বা মল্লগণ ঐ দিনে নানারূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে।

লাঠীখেলা—পাবনা জেলার লাঠিখেলা প্রসিদ্ধ; হাটথালির লাঠি-য়ালগণের বিশেষ সুনাম আছে। উপরোক্ত গারসি ও মহরম সময়ে সর্ব্বত্রই লাঠিখেলার প্রচলন আছে। সাধারণতঃ মুসলমানগণ এই খেলায় অভ্যস্থ পূর্ব্বে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুও এই খেলায় প্রসিদ্ধ ছিল।

নৌকাবাইচ—নদীবহুল দেশে নৌকাচালনে এদেশের মফঃস্বলের লোক বিশেষ অভ্যস্ত। দুর্গোৎসব সময়ে পোতাজিয়া গ্রামের নৌকাবাইচ প্রথা ও পানসি নৌকারসাজ ও সারিগানের আমোদ বহুদিন হইতে প্রচলিত। সাহাজাদপুর কৈজুরি প্রভৃতি হাটে যাইতে হাটুরিয়া নৌকার বাইজ ও প্রতিযোগিতায় অনেক আমোদ প্রমোদ উপভোগ করে।

মাছমারা—পলো লইয়া মাছমারা এদেশের লোকের একটী প্রাচীন আমোদ। মহিষের সিঙ্গা বাজাইয়া সকলে একত্রিত হয় এবং এক খানি লাঠি ও পলো কাঁধে করিয়া বিল জলাশয়াদিতে "বাহুত" নামে শতাধিক লোক একত্রিত হইয়া মাছ মারে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রথায় মাছমারা ও ধরিবার প্রথা যথা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

ঘুড়ি উড়ান—এদেশে বালকগণ মধ্যে শীতকালে ডবল ও একুরা (১) চিলা ঘুড়ি বা চলিত ভাষায় ঘুন্নি উড়ান প্রথা আছে। ইহা একটী প্রধান ক্রীড়া বা আমোদ মধ্যে গণ্য। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে

ছোট বড় (২) কোঁয়ারা (৩) চাঁউস (৪) সাপ (৫) বাক্স্ (৬) ফেচকা (৭) আছে, নামধেয় নানা প্রকার ঘুড়ি উড়ানের আমোদ সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর প্রচলিত। চিগাঘুড়ি কেবলমাত্র গুটি সুতায় এবং অন্যান্য সব গুলি গুণ বা কাটিমের সুতা দ্বারা উড়ান হয়।

বিবিধ ক্রীড়া—হাডুডুডু বা হৈলডুবি অনেক স্থলে প্রচলিত। ডাণ্ডাগুলি, কড়িখেলা, লাটিমকাচ্চা প্রভৃতি বালকগণ মধ্যে, তাস আবালবৃদ্ধবণিতা এবং পাশা দবা যুবক ও বৃদ্ধগণ মধ্যে দেখা যায়। তুরমি খেলা কোথায় কোথায় প্রচলিত আছে। মেলাদিতে জুয়াখেলা হয়। চান্দাইকোণায় পৌষ পার্ব্বণ সময়ে চিঠি খেলার বিশেষ সমারোহ আছে। অধুনা স্কুল কলেজে ক্রিকেট খেলা বেশী দেখা যায় না, ফুটবল খেলাই অধিক সময় সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। ফুটবল ম্যাচ অনেক স্থলেই দেখা যায়। টেনিস্ খেলাও শিক্ষিতগণ মধ্যে প্রচলিত আছে।

ব্রত পূজাদি।

ইটাকুমারী পূজা—ফাল্গুন মাসে স্থানে স্থানে বালক বালিকাগণ মধ্যে এই পূজা প্রচলিত। মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিন মৃৎবেদীর উপর কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় কজ্জল প্রদীপ প্রদানে সিমুল, পাঙ্গে প্রভৃতি গাছের ফুল দ্বারা ইহার পূজা হয়। সাধারণতঃ শিতলা দেবীর উদ্দেশ্যে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বটে, তবে পূজার মন্ত্র

"ইটাকমরের মাও (মা) লো ভিটা বাঁধে' দে
তোর ছাওয়ালের বিয়ে হবি সাজনে আনে' দে

এবার যাওরে ঠাকুর তুমি ফোঁট পচার নিয়ে
আর বার আইস ঠাকুর তুমি শঙ্খ সিন্দুর নিয়ে"

মধ্যে ঠাকুর আখ্যা হইতে ইহা দেবী উদ্দেশ্যে না হইয়া কোন দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত পূজা বিশেষ বলিয়াই অনুমান হয়।

মনসা পূজা—শ্রাবণ মাসে নাগ পঞ্চমী তিথিতে সর্পাঘাত নিবারণ জন্য ঘট মাদসাদি দ্বারা মনসা পূজা এদেশে প্রচলিত আছে। এই পূজায় মুসলমানগণ অনেক স্থলে যোগদান করে এবং তাহাদের

অনেকে এই পূজায় মনসামঙ্গল গান করিয়া থাকে।

দুর্গোৎসব পূজা—পাবনায় দুর্গোৎসব পূজায় বিশেষ সমারোহ হয়। পাবনা টাউনে সাহা, তন্তুবায় দিগের বাড়ীতে ও সোহাগপুরে এই পূজার বিশেষ সমারোহ আছে। সাধারণতঃ হরিৎবর্ণ দশভূজা মূর্ত্তির পূজা সর্ব্বত্র দেখা যায়। কিন্তু স্থলনওহাটার হরিদেব বংশীয় সকলের বাড়ীতেই কৃষ্ণবর্ণ ভগবতী মূর্ত্তির পূজা হয়।

পাবনা জেলায় দুর্গোৎসব পূজার যে একটী রূপক গল্প বহুদিন হইতে শুনিতে পাওয়া যাইত ইহাতে পাবনার স্থল বিশেষের দুর্গোৎসব পূজায় সমারোহ অবগত হওয়া যায়। গল্পটী এই—একদা মহামায়া স্বদলবলে সাঁড়াঘাটে অবতরণ করিয়া কে কোথায় যাইবেন তাহা সুস্থির ও পরামর্শ করিতেছেন। ভগবতী কহিলেন—"আমি তাঁতিবন্ধ যাইব, তথায় বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, আমাকে অতি সমাদর করে"। লক্ষ্মী বলিলেন—"আমি পাবনা শালগাড়িয়া লক্ষ্মী প্রামাণিকের বাড়ীতে এক দিন থাকিয়া পরে পার্শ্বডাঙ্গায় যাইব।" এইরূপে ভগবতী ও লক্ষ্মী আপন গন্তব্য স্থান নির্ণয় করিলে সরস্বতী গণেশাদি তখন নৌকা ভাড়া করিয়া পদ্মা ভাটি দিতে আরম্ভ করিলেন। সরস্বতী বলিলেন— "আমি ভারেঙ্গায় যাইব, তথায় পিতাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্রগণ আমার পরম ভক্ত"। কার্ত্তিক কহিলেন—"আমি ভারেঙ্গার নিকট গোপীনাথপুরে থাকিব, তথাকার শূদ্র যাজক ব্রাহ্মণগণের অনেকেরই পরিবার নাই বা বিবাহ করে না। আমার দশাও তদ্রূপ"। গণেশ কহিলেন—"আমি এবার পোরজনায় যাইব, কারণ সকল দেবতার পূর্ব্বে পূজাপ্রাপ্তি আমার সনাতন প্রথা ও ভোগের আগে প্রসাদ পাওয়াও আমার চিরঅভ্যাস, সেখানে গেলে ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বেই আহারের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং পোরজনা আমার অতি প্রিয় স্থান হইবে"। শিব কহিলেন—"আমি কোথায়ও যাইব না, বরাবর সাফল্লায় যাইব। তথায় হরিপ্রসাদ (হরিপ্রসাদ রায়) আমার পরম ভক্ত; সে উত্তম কালওয়াত ও হামালদিস্তায় গাঁজা শোধন করত: আমার ভোগে লাগায় এবং দৈনিক একতোলা ছয় আনা আফিম আমার মৌতাতের জন্য বরাদ্দ করিয়া থাকে।" ষাঁড় কহিলেন—"আমি প্রভুর নিকট বাগ-

কাশীনাথপুরেই থাকিব, কারণ আমি তথায় নিজ মনে বিচরণ করিতে পারিব, হিসাব নিকাশের কিংবা বিদ্যা বুদ্ধির ধার ধারিব না।" নন্দী কহিলেন—"আমি বেশী দূরে গেলে, আমার বলদটা রাখে কে, সুতরাং আমি সাগোতা গ্রামে দেওয়ানজী ভগবান পালের বাড়ীতেই থাকিব।" সর্প বলিল—"আমি একেবারে তাড়াস মরিচপুরাণ অঞ্চলে চলিয়া যাইব আমার কোন দিন আহার হইলেও চলে, না হইলেও চলিবে। সেখানে পূজার কোন বাড়াবাড়ি নাই, তথায় পোকামাকর ধরিয়া খাইব।" অসুর বলিল—"আমি সলপ যাইব, তথায় শৌর্য্য বীর্য্যের আধিক্য আবশ্যক।" সিংহ বলিল—"আমি শিবপুর দিয়া রূপপুরের নিকটেই থাকিব, কারণ অন্যের ঘাড়ে কামড় না দিলে আমার চলিবে না।"

চৈতপূজা ও দেউলোৎসব—এই জেলার সর্ব্বত্রই চৈত্র সংক্রান্তিতে চৈতপূজা বা পাটঠাকুর পূজা প্রথা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ বারুণী গঙ্গাস্নানের দিন হইতে এদেশের যোগী নমঃশূদ্র ও পল্লীর নানাজাতীয় হিন্দুগণ মিলিত হইয়া এই উৎসব আরম্ভ করে ও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় কাষ্ঠনির্ম্মিত "পাট" তৈল সিন্দুর সিক্ত করিয়া পূজা করে। এই পূজায় ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ব্যতীত নবশাক জাতি ও উপরোক্ত জাতিগণই অধিক যোগ দান করে। সর্ব্বাপেক্ষা বোঁথড় গ্রামে এই পূজার ধুম বেশী। হবিষ্যান্নভোজী সন্ন্যাসীগণ ধুপতি হাতে নিম্নলিখিত গান আবৃত্তি করে—

(বল ভাই) "হরগৌরীনাথ পার্ব্বতীনাথ
শিব শিব মহাদেব।"

স্থলবিশেষে অনেকে বোলান বা বালাকি গান করে এবং ঢাকের বাদ্যসহ কেহ কালী, কেহ শিব মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তালে তালে নৃত্য করিয়া থাকে। চৈত্র সংক্রান্তি দিনে চড়কপূজায় পিঠ ফোড়ানের প্রথা সদিয়াচাঁদপুর অঞ্চলে এখনও বর্ত্তমান থাকা শুনিতে পাওয়া যায়। এই চৈতপূজা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার বলিয়া অনুমিত হয়।

বিবিধ পূজা—এই জেলায় বট ও অশ্বথ তলে গ্রামের প্রান্ত ভাগে (১) পঞ্চানন্দ পাচু পূজা হয়। এই পূজায় সদ্যজাত শিশুর কেশ

কর্ত্তন ও শিরঃ মুণ্ডন হইয়া থাকে। স্থলে স্থলে শরাবৃক্ষ তলে (২) সিদ্ধেশ্বরী তলা আছে, তথায়ও লোকে এইরূপ পূজা দিয়া থাকে। (৩) নিমগাছী অঞ্চলে ভাদ্র মাসে ডাঙ্গা পূজার বিশেষ উৎসব আছে। পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে (৪) বাস্তু পূজার উৎসব ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে প্রচলিত। জালিক ও মহাজনশ্রেণী কর্ত্তৃক দশহরা ও অন্য সময় (৫) গঙ্গাদেবীর পূজা হয়। পোতাজিয়া সাহাজাদপুর অঞ্চলে কলেরাদি মহামারী উপস্থিত হইলে মাঠের মধ্যে (৬) ছুলান্দ্রা দেবীর পূজা প্রথা প্রচলিত আছে। গো কুলের উন্নতিসাধন জন্য এদেশের হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে গাভী প্রসবান্তে পরবর্ত্তী রবিবারে চাওপাড়ান এবং একমাস পরে (৭) গো-রক্ষনাথের পূজা বা ধারশোধ দেওয়া প্রথা এই জেলার সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। সন্ধ্যাকালে প্রতিবেশিদিগকে একত্রিত করিয়া গাভীর দুগ্ধের খিরসা ও মিষ্টান্নাদি দিবার রীতি এবং বাগলাড়ু খাইবার প্রথা অনেক স্থলেই প্রচলিত আছে। এই পূজার প্রচলিত ছড়া সাধারণতঃ গোরক্ষ নাথের পাঁচালি নামে পরিচিত। ইহার বিস্তারিত বিবরণ জন্য প্রবাসী—কার্ত্তিক—১৩২৯ সাল ও প্রবাসী—পৌষ—১৩২৮ সাল দ্রষ্টব্য।

কালী পূজা জেলার সর্ব্বত্র প্রচলিত। সর্ব্বত্রই চতুর্ভুজা দক্ষিণাকালিকা মূর্ত্তির পূজা হয়। শ্মশানকালী দ্বিভুজা, সাদিয়া চাঁদপুরে ষড়ভুজা কালিকা পূজা হয়। কলেরাদি মহামারী সময়ে রক্ষাকালী পূজা এদেশে প্রচলিত আছে। অগ্রহায়ণ মাসে যে নাটাই পাটাই পূজা এই জেলার নানাজাতি-গণ মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধাচারের নিদর্শন বলিয়া অনুমিত।

উৎসব—রথযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, পুষ্পদোল, লক্ষ্মীপূজা, কার্ত্তিকপূজা, বাসন্তীপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে এই জেলার স্থানে স্থানে বিশেষ আমোদ উৎসব হইয়া থাকে। নষ্টচন্দ্রা ও হরিতালিকা দিনে বালকগণ যে কৌতুক ও আমোদ উপভোগ করে তাহা অনেক সময় লোকের অনিষ্টকারক।

ব্রত—এই জেলার ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি, নবশাক এবং সাহা সম্প্রদায় মধ্যে অমাবশ্যা ব্রত, যমপুকুর, পুণ্যপুকুর, অশোকষষ্ঠী, জামাইষষ্ঠী, চাপড়ষষ্ঠী, সাবিত্রী, রামনবমী, সম্পদনারায়ণ, জন্মাষ্টমী, মঙ্গলচণ্ডী, শুভচণ্ডী

কুলাইচণ্ডী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি ব্রত পূজাদি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। কার্ত্তিক মাসে আকাশ প্রদীপ দেওয়া এবং পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনে গাভী ছাড়িয়া দিবার ও তাড়াণের প্রথা বর্ত্তমান আছে।

বাসগৃহ— সাধারণতঃ পল্লীবাসী উলুখড় নির্ম্মিত "বাঙ্গালা" "চৌরী" কাঁচাগৃহে বাস করে। কেনেস্তারা ও করগেট টিনের গৃহ ৩০।৩৫ বৎসর মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। ধনী লোক দালানে বাস করে। অতি পূর্ব্বে এদেশে মাটিয়া কোঠা প্রচলিত ছিল। অধুনা ডেমরায় কোঠার নিদর্শন আছে। কপাট জানালার ব্যবহার সর্ব্বত্রই আছে গরিব লোক চাটাই নির্ম্মিত বেড়া বা ঝাঁপ কপাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে।

পরিচ্ছদ— ধুতি, চাদর, সার্ট, কোর্ট সাধারণ ব্যবহৃত পরিচ্ছেদ। মোজা, গেঞ্জী, সোয়েটার, শাল, আলোয়ান, বালাপোষ, দেশী চাদর, ও খদ্দরের চাদর শীতের ব্যবহার্য্য। উকীল মোক্তারগণ ও অফিসারগণ কোর্ট প্যাণ্ট ও চোগা চাপকান ব্যবহার করেন। মুসলমানের মধ্যে অনেকে পায়জামা, চাপকান, সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্র লোকের অনেকে প্যাণ্ট চোগাচাপকান মজলিস দরবারে ব্যবহার করেন। ধুতি গামছা সাধারণ গৃহস্থের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য পরিধেয়। চাদর, দোহরাদি তাহারা শীতকালে ও অন্য সময়ে ব্যবহার করে। সাড়ী, সেমিজ, বডী, লেডীগেঞ্জী স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ। সাধারণ মুসলমান স্ত্রীলোকেরা দেশী তাঁতে তৈয়ারী দোবরা নামক মোটা কাপড় ব্যবহার করে।

পাগড়ি ক্বচিত ব্যবহৃত হয়। মুসলমানের ইতর ভদ্র সকলেই নানারূপ টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে। সাধারণ লোকেরা সচরাচর ব্যবহার না করিলেও নামাজ সময়ে ব্যবহার করে।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য

খাদ্য—দেশী মোটা বরণ ও আউস ধান-জাত চাউল এ জেলার লোকের প্রধান খাদ্য। আজকাল দেশী-চাউল কম পাওয়া যায়, মালদহ নবাবগঞ্জের চাউল সর্ব্বত্র আমদানী হইতেছে। নানাপ্রকার মৎস্য ও ডাউল এবং তরকারী খাদ্যের উপকরণ। দুগ্ধাদি গব্য দ্রব্য অধুনা সহরে ক্রমশঃ মহার্ঘ্য জন্য সকলের পক্ষে উপযোগী নহে। রুটি লুচি এ দেশের

লোক কম ব্যবহার করে। বিবাহাদি ব্যাপারে নিমন্ত্রণে লুচিমিঠাই ব্যবহারের প্রচলন আছে। খিচরি পোলয়াদিও স্থলে স্থলে খাওয়ার রীতি আছে। মাংসাদি মধ্যে পাঁটা, খাসি, মুরগি আদির ব্যবহার বেশী।

রুটি, বিস্কুট, চা, সোডা লেমনেড্ অধুনা সর্ব্বত্র প্রচলিত। মদ্যপান অল্প বিস্তর দেখা যায়। নিমগাছী অঞ্চলে মুণ্ডাজাতীয় লোকের মধ্যে পচাই নামক দেশীয় প্রথায় তৈয়ারী মদ্য পানের অধিক রীতি আছে। মদ্য গাঁজা আফিমাদি বিক্রয় হইতে এই জেলায় বার্ষিক গড়ে দুই লক্ষাধিক টাকা গবর্ণমেণ্টের আয় আছে। তামাক সিগারেট বিড়ি সর্ব্বত্র প্রচলিত।

স্বাস্থ্য—— এই জেলার স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নহে। ১৮৯৭ অব্দের ভূমিকম্প হইতে এই জেলার স্বাস্থ্য অনেকাংশে উন্নত হইয়াছিল। এই জেলার অনেকস্থল বিল নদী নালা বেষ্টিত জন্য বার্ষিক পশ্চিমাংশ হইতে পূর্ব্বাংশ দিয়া জলরাশি বহির্গত হইয়া যায় জন্য স্বাস্থ্যের অনেকাংশে উন্নতি হয়। ইহাতে দেশের জমিও সারবান হয়। কিন্তু জলের গতি বন্ধ হইয়া বিলাদিতে পরিণত হইলে দেশে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে। দেশের লোকে নানাপ্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চলনবিল বড়বিল মধ্যে ও করতোয়া প্রদেশস্থ নিমগাছী, চাণ্ডিয়াল, বাঘলবার, সিদ্ধিনগর প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক স্থলে বহু প্রাচীন দীঘী, পুষ্করিণী, মন্দির মসজিদ ও পাকা ইষ্টকালয়াদি দর্শনে অনুমিত হয়, পূর্ব্বে এই সমস্ত স্থান অতি স্বাস্থ্যকর ছিল তথায় অনেক সমৃদ্ধশালী লোকের বাস ছিল। কালে তথাকার স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় কালক্রমে তথাকার অবনতি ঘটিয়াছে।

ব্যাধি——(১) ম্যালেরিয়া জ্বর এই জেলার ব্যাধি মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহাতে বার্ষিক গড়ে হাজার করা ২৬·৬০ জন মারা যায়। কালাজ্বর অধুনা দেখা যাইতেছে। (২) কলেরা সাধারণতঃ শরৎ ও গ্রীষ্মকালে অধিক দেখা দেয়। বার্ষিক গড়ে হাজার করা ১·৯২ জন মরে। কোন কোন সময়ে গ্রাম বিশেষে শতকরা ৫০।৫২ জন লোকও মরিতে দেখা যায়। (৩) বসন্ত খোষ পাচড়া প্রভৃতি ব্যাধি এই জেলার সর্ব্বত্র দেখা যায়। বসন্ত কোন সময় সংক্রামক আকার ধারণ করে। (৪) আমাশয় কোন কোন সময় সংক্রামক হইয়া থাকে। হুরাসাগর নদীর পূর্ব্বপার হইতে

যমুনা নদী পর্য্যন্ত জেলার উত্তর দক্ষিণ সমস্ত ভূভাগেই অল্প বিস্তর (৫) গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগের প্রাদুর্ভাব আছে।

অধুনা এই জেলার সর্ব্বত্রই কালাজ্বর অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। ডাক্তারেরা ইহার প্রতিকারার্থ কেবল মাত্র ইন্‌জেকসন ব্যবহার করিতেছেন। একটী রোগী জন্য সময় সময় প্রতি বারে ২৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা খরচে ৩০।৩৫টী ইন্‌জেকসন লইয়াও অনেকে সুফল পাইতেছে না। পাবনা হিতসাধন মণ্ডলীতে বিনা খরচে ইনজেকসনের ব্যবস্থা আছে।

বসন্ত রোগের প্রতিশোধক টিকা দেওয়া জন্য ডিঃ বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী হইতে ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ ছোট বালকগণের জন্য টীকা দেওয়া বাধ্যকর। সচরাচর লোকে বসন্ত ব্যাধি না হইলে টীকাদি লইতে চাহে না। ১৯১৬।১৭ (৬২০৭২), ১৯১৭।১৮ (৫৯৫২১), ১৯১৮।১৯ (৮৩৬০২), ১৯২০।২১ (৫৩৭৪১) জন লোকের টীকা দেওয়া হয়। প্রথম তিন বৎসরে বসন্তরোগ বেশী হয় জন্য টীকা দেওয়া অধিক দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে চারি বৎসরে এবং তাহার পূর্ব্ব চারি বৎসরেই টীকা গৃহীত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃ কম জানা যায়।

ডাক্তার কবিরাজ সংখ্যা এই জেলায় নিতান্ত কম নহে। পাবনা ও সিরাজ-গঞ্জে অনেক এম-বি, এল-এম এস. প্রভৃতি ডাক্তার এবং অনেক পল্লীতেও ছোট বড় নানা জাতীয় ডাক্তার বর্ত্তমান আছে। হিন্দু ব্যতীত মুসলমান মধ্যে এই জেলায় মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা ডাক্তার কেহই নাই। পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও বেড়া প্রভৃতি স্থানে গবাদি চিকিৎসা জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে পশু ডাক্তার নিযুক্ত আছে।

৭০।৭২ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র পাবনা (১৮৫৩), দুলাই (১৮৫৫), এবং সিরাজ-গঞ্জে (১৮৬৯) তিনটী দাতব্য চিকিৎসালয় বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণে এই জেলায় ১৩টী বর্ত্তমান আছে। তাহা সমস্তই ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও অন্যান্য সাহায্যে পরিচালিত. পাবনায় হাঁসপাতালে স্থায়ী রোগী জন্য ২৭টী এবং সিরাজগঞ্জে ৩০টী বিছানা আছে। তাহাতে ১৯২০ অব্দে যথাক্রমে ৪১৬ ও ৫৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী হইতে পাবনায় ঐ অব্দে ১৫০০৲ টাকা এবং সিরাজগঞ্জে ৩২০০৲ টাকা সাহায্য দান করা হইয়াছিল।

দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহ। (১৯২০)

নাম	ডিঃ বোর্ড সাহায্য	গবর্ণমেণ্ট	চাঁদা	অন্যান্য	মোট আয়	মোট ব্যয়	বাহিরের রোগী
পাবনা সদর	২৩৩০	১২৮০	৭১১	......	১৩১৯৪	১০৪৮৩	২৯৫৭৮
সিরাজগঞ্জ	১৯৩৬	৬৫৪৪	২৩৮৯	......	১৫১১৪	১৪৫৯৪	১৯৪৪২
সোহাগপুর	১২০৭	৩৩	৩৬০	......	১৬০০	১৬০০	৬৩৪৫
স্থলবসন্তপুর	৪৩১	৪৭	...	......	৪৭৮	৪৬৩	২০৮৪
কাজীপুর	১৪৮	৪৫	১৮	......	২১১	২০৩	২২৫৯
শীতলাই	৮১৬	...	৩৯৮	......	১২৩৩	১২০২	৪৬১১
তাড়াস	১২৪৪	২৫	৪৮৭	......	১৭৬৯	১৭৩৪	৬৭৯৪
সাহাজাদপুর	১৪৩৫	১৩৯৩	৪৪০	......	৩২৮২	৩২২৪	২০৭৭৪
বেড়া	৬৫৯	৯৬	৩৩০	......	১৬৩১	১৫১৩	৮৯৩৩
তাঁতিবন্দ	১১৬০	২২৯	৩৬৪	......	১৭৭৬	১৭১২	১১১০৭
রায়গঞ্জ	৯১৮	১৭	৪৬০	......	১৪৫৮	১৩৩৪	১১৮৫৩
চাটমহর	১০৩২	...	৩০৫	......	১৩৪২	১৫৩৪	৪৫০০
ভারেঙ্গা	১১২২	১৬	২০৩	......	১৪৬৬	১৪৮৯	৪৩৮৫

কতিপয় প্রচলিত কথা।

অগা	—	মূর্খ	গাতর	—	শরীর
আজা	—	মাতামহ	গরমা	—	অসার
আঁঠ্যা	—	উচ্ছিষ্ট	গবদা	—	মূর্খ
আমসবরী	—	পেয়ারা	ঘসি	—	শুষ্ক গোময়
আরঙ	—	মেলা	ঘিলু	—	মস্তিষ্ক
ইল্লত	—	আবর্জ্জনা	চলা	—	কাষ্ঠখণ্ড
উরচুঙ্গা	—	আরসোলা	চুকা	—	টক
উর্য্যাৎ	—	উরুদেশ	চ্যাগার	—	বেড়া
ওয়ারা	—	সস্তা	চিক্কুর	—	চীৎকার
কচলান্	—	মাজা	ছাওয়াল	—	ছেলে
কনে'	—	কোথায়	ছ্যাপ	—	থুথু
কল্লা	—	দুষ্ট	ছ্যাও	—	ডাঙ্গাডাল
কায়্যা	—	কাক	জালি	—	কচি
কিরা	—	দিব্য, শপথ	জুত	—	সুবিধা
কুঁই	—	আঁঠি	ঝোমা	—	তন্দ্রাবস্থা
কুত্যা	—	কুকুর	টুণ্ডা	—	হস্তপদবিহীন
কুদ্বরকি	—	দুষ্টামী	ডাঙ্গর	—	বড়
কুয়্যা	—	কূপ, কুয়াসা	ডুগডুগে	—	লালবর্ণ
কেডা	—	কে	তথিৎ	—	খোজ
কোষ্টা	—	পাট	তাঁতে	—	পাটের রশি
ক্যান	—	কেন	থোয়া	—	রাখা
ক্যামন	—	কি প্রকার	ধামা	—	বেতের ঝুরি
ক্যাবল	—	কেবল	নাথাল	—	মত
খড়ি	—	জালানী কাষ্ঠ	পালান	—	বাড়ীসংলগ্ন জমি
খাষ্টে	—	ময়লা	প্যাক	—	কাদা
খ্যাড়	—	উলুখড়	পোনা	—	মাছের বাচ্ছা
খাম	—	ঘরের খুটি	ফাল্	—	লম্ফ

ফোঁট——ফোঁড়া ;　　বুল্ল——বলিল ;　　ভাও——দর।
বাড়ি——আঘাত ;　ব্যাল——বেল ;　হুয় রয়——ধীরে ধীরে।

আচার ব্যবহার—— হিন্দুসমাজে পূর্ব্বে কন্যাপণ দিতে হইত। এক্ষণও নিম্ন শ্রেণী মধ্যে এই প্রথা বর্ত্তমান আছে; কিন্তু ভদ্রসমাজে পাত্র পণ ক্রমশঃই অনেক অধিক প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বিবাহ বাসরে পাত্র ও কন্যাপক্ষ মধ্যে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ হইত, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে পাত্র পাত্রি উভয় পক্ষে প্রীতি উপহার প্রদান প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ভদ্রসমাজে বরযাত্রিগণের আব্দার ও উৎপাতে এবং চা, বিস্কুট, সোডা লেমোনেড সরবরাহ করিতে কন্যা কর্ত্তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। নিম্নশ্রেণীর জাতিগণ মধ্যে এতাদৃশ অত্যাচার বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। মুসলমান সমাজেও আতস বাজী ব্যবহার ও প্রীতি উপহার দিন দিন প্রবেশ করিতেছে। হিন্দুর পুরোহিত অপেক্ষা মুসলমানের মোল্লাগণের আকাঙ্খা কম।

নামকরণ—— হিন্দুসমাজে সকলেই পুত্র কন্যার দুইটী করিয়া নাম রাখে; একটী চলিত বা ডাক নাম, অপরটী ভাল নাম। জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠি প্রস্তুত সময়ে দুইটীই ব্যবহৃত হয়। নদী বহুল দেশে মৎস্যের নামে অনেকে পুত্র কন্যার নাম রাখে যথা পুঁটি, ভেদি, ট্যাঙ্গরা। হিন্দুর মধ্যে রাধাবল্লভ, পার্ব্বতিশঙ্কর, কালিদাস প্রভৃতি, মুসলমান মধ্যে মহম্মদ, ইয়াকুব প্রভৃতি নামকরণ প্রথা প্রচলিত আছে।

শোকপ্রকাশ—— সাধারণ লোক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতঃ শোক প্রকাশ করে। ভদ্রবংশীয় হিন্দু মুসলমান স্ত্রীপুরুষ সকলেই আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে ধীরে ও নীরবে শোকপ্রকাশ করে। সাধারণ শ্রেণীর লোক উচ্চ রবে মৃতব্যক্তির গুণাবলী কীর্ত্তন করতঃ যে ক্রন্দন করে তাহা দূর হইতে গীতধ্বনি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সংস্কার—— এ জেলার লোকের নানারূপ সংস্কার মধ্যে (১) ভূতে পাওয়া বা ধরা এবং ব্রহ্মদৈত্য আনা, (২) নমঃশূদ্র, পাটনি ও স্থল বিশেষে মুসলমান মধ্যে বার আসা (৩) অন্যের উন্নতি বা ব্যাধি পীড়ায় ঈর্ষামূলে চোক দেওয়া (৪) রাত্রিতে দোকানদারগণের কোন কোন দ্রব্য যথা হলুদ, মধু, হরিতকি আদি বিক্রয় না করিবার সংস্কার প্রধান।

তৃতীয় অধ্যায়—শাসন-সংরক্ষণাদি।

প্রথম পরিচ্ছেদ—সাধারণ শাসন বিভাগ।

অধুনা পাবনা জেলা শাসন কার্য্যের সুবিধার্থ পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জ মহকুমা এই দুই সবডিভিসনে বিভক্ত। পূর্ব্বে পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও কুমারখালি এই তিনটী পাবনার সবডিভিসন ছিল. ১৮৭১ অব্দে কুমারখালি নদীয়া জেলার সামিল হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমার কার্য্য অধিক জন্য ১৯১২ অব্দে বেড়ায় মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব হইয়া, তাহা ডিষ্ট্রীক্ট এডমিনিষ্ট্রেশন কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, কিন্তু সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল লাইন খুলিবার পর, প্রথমে উল্লাপাড়া, পরে তাড়াশে নূতন সবডিভিসন স্থাপন জন্য নানা প্রস্তাব হইয়া পরিশেষে মতদ্বৈধতা ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় সমুদায় প্রস্তাবটী স্থগিত হইয়াছে।

পাবনার সরকারী ইমারত ও আফিসাদি রক্ষাকল্পে এখানে পাবলিক-ওয়ার্কস্ বিভাগের জনৈক সবডিভিসনাল অফিসার নিযুক্ত আছেন। পাবনা ও সিরাজগঞ্জে দুই জন কো অপারেটীভ ইন্‌স্‌পেক্টার, পাবনা সদরে জনৈক Uncovenanted ম্যাজিষ্ট্রেট ও সিরাজগঞ্জে Covenanted ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সাহাজাদপুরে Rural ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নামে জনৈক Uncovenanted অফিসার নিযুক্ত আছেন।

(ক) ফৌজদারী বিভাগ।

ফৌজদারী শাসন ও বিচার জন্য অধুনা পাবনায় জনৈক ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ (পাবনা ও বগুড়া উভয় জেলার জন্য) এডিসনাল সেসন জজ, ১ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ১ সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট দশ জন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিঃ এবং একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত পাবনা, সিরাজগঞ্জ, সাহাজাদপুর ও উল্লাপাড়ায় ২০ জন অবৈতনিক ম্যাজিঃ মধ্যে ৯ জনের একাকী বসিবার ক্ষমতা আছে

ম্যাজিঃ ও কালেক্টার পদে একই অফিসার ফৌজদারী ও রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়া পাবনা সদরে তিন জন ডেপুটী ম্যাজিঃ ও জনৈক সব-ডেপুটী ম্যাজিঃ ও কালেক্টরের সহায়তায় সকল কার্য্য পরিচালন করেন। সিরাজগঞ্জের সবডিভিসনাল অফিসার কর্ত্তৃক ২ জন ডেপুটী ম্যাজিঃ ও কালেক্টার এবং একজন সবডেপুটি ম্যাজি ও কালেক্টারের সহায়তায় তথাকার যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ডেপুটী ও সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগেরও শাসন ক্ষমতা আছে। সদরে ও সিরাজগঞ্জে দুই জন কাননগু নিযুক্ত আছেন।

ফৌজদারী কার্য্য বিবরণী।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সংখ্যা

আদালত	১৯০১	১৯১১	১৯২০
সেসন কোর্ট	৪০	৪১	৫৭
সাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেট	২৬২৩	১৬৬৩	২১৭৯
অবৈতনিক ঐ	৬৩০	২৭৭	৭৭৬

অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা।

সেসন কোর্ট	৮০	১২১	১৬৩
সাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেট	৩,৭২	২৭৮০	৩৭৮৬
অবৈতনিক ঐ	৯৮২	৪৩০	১২৪২

১৯১৯—২০	ক্ষেত্র ফল	লোক সংখ্যা	মোকদ্দমা	সেসন কেস
পাবনা	৭৮৯	৫৫৭০০০	১৫৪৮	১৮
সিরাজগঞ্জ	৮৮৯	৮৩৩০০০	২৬১৭	২১

সিরাজগঞ্জ মহকুমার ফৌজদারী ও রেভিনিউ কার্য্যাদি সদর অপেক্ষা অনেক বেশী। সাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যতীত পাবনায় ৭ জন, সিরাজগঞ্জে ৬ জন, সাহাজাদপুরে ৪ জন, উল্লাপাড়ায় ৪ জন এবং সাঁড়া ২ জন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নির্দ্দিষ্ট আছেন

(খ) দেওয়ানী বিভাগ।

দেওয়ানী বিচার জন্য পাবনায় ডিষ্ট্রীক্ট জজ, দুই জন সবজজ, তিন জন মুনসেফ এবং সিরাজগঞ্জে ৩ জন মুনসেফ নিযুক্ত আছেন। পূর্ব্বে সাহাজাদপুরে ও রাইপুর ক্ষেতুপাড়ায় মুনসেফী ছিল।

দেওয়ানী বিচারালয়ের কার্য্য বিবরণ।

	মূল মোকদ্দমা		ছোট আদালত			আপীল	
	মুন্সেফ	সবজজ	জজ	মুন্সেফ	সবজজ	সবজজ	ডিঃ জজ
১৯০১	৪২৯৯	১৩২	১০	৪৯২৮	......	৪৬৩	৬১
১৯১১	৬৭৭০	৮৭	৩১	৭২০৪	১০২৩	৩৫৪	২৩৩
১৯২০	৯২৫০	১৬১	১৭	৫৭১৬	১২৬১	২৭৯	৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ —— রাজস্ব বিভাগ

পরগণার নাম ও থানা হিসাবে অবস্থান।

(১) আঁটিয়া—— চৌহালী, সাঁথিয়া, সাহাজাদপুর। (২) আমিরাবাদ —— বেড়া। (৩) বাজুচপ্প —— আটঘরিয়া, পাবনা, সাঁথিয়া, সুজানগর (৪) বেলগাছী —— সুজানগর। (৫) ভর ফতেজঙ্গপুর—— পাবনা। (৬) দাতিয়া জাহাঙ্গীর—— রায়গঞ্জ। (৭) বাজুরস মহবতপুর—— আটঘরিয়া, সাঁড়া (৮) বাজুরস নাজিরপুর —— আটঘরিয়া, পাবনা, সাঁরা। (৯) ভাং আটঘরিয়া, চাটমহর, তাড়াস। (১০) বিরহামপুর—— বেড়া, সাঁথিয়া, সুজানগর। (১১) ইসলামপুর—— পাবনা, সাঁরা, সুজানগর। (১২) কাগমারী—— কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ। (১৩) কাট রমহাল—— চাটমহর, রায়গঞ্জ, তাড়াস, উল্লাপাড়া। (১৪) মিমনসাহী—— রায়গঞ্জ, তাড়াস। (১৫) গয়হাটা—— উল্লাপাড়া। (১৬) গঙ্গারামপুর—— চাটমহর। (১৭) হাণ্ডিয়াল —— চাটমহর। (১৮) কান্তনগর —— সাঁড়া। (১৯) কাসিমপুর——বেড়া (২০) খাট্টা—— পাবনা। (২১) কুরুরিয়া—— সাঁড়া। (২২) লক্ষরপুর —— সাঁড়া। (২৩) লোকনাথপুর—— সাঁড়া। (২৪) নসিরসাহী—— সুজানগর। (২৫) নাজিরএনায়েতপুর——সুজানগর। (২৬) নিজবাজুরস ——সাঁড়া। (২৭) প্রতাপবাজু—— আটঘরিয়া। (২৮) পুখুরিয়া—— সিরাজগঞ্জ। (২৯) রোকনপুর—— পাবনা। (৩০) সাহাউজিল——সাঁড়া (৩১) শেলবর্ষ—— তাড়াস। (৩২) সুজাবাদ—— বেড়া। (৩৩) তারা-

গুনিয়া—— সাঁড়া। (৩৪) উথাউমরপুর —— উল্লাপাড়া। (৩৫) মহম্মদ-সাহী—— সুজানগর। (৩৬) সিন্দুরী—— বেড়া, সাঁথিয়া, সুজানগর (৩৭) সোনাবাজু—— আটঘরিয়া, চাটমহর, ফরিদপুর। (৩৮) সুলতানপ্রতাপ ——বেড়া, সাঁথিয়া। (৩৯) ইউসপনগর—— পাবনা, সাঁথিয়া। (৪০) ইউসুপসাহী—— বেলকুচি, চৌহালী, সাহাজাদপুর; উল্লাপাড়া, কামারখন্দ। (৪১) বড়বাজু——সিরাজগঞ্জ, রায়গঞ্জ,। (৪২) কাগমারী——কাজীপুর।

এই জেলায় ১৯২০-২১ অব্দে মোট ১৯৬৬টী তৌজি মহাল বাবদ ৪০৩১৬২৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৮১৪টী স্থায়ী ৬৮টী অস্থায়ী মহাল এবং ৮৪টী খাস মহাল। পৃথক নামজারী মহাল ৪৬৭৩টী।

সার্ভে সেটেলমেণ্ট।

সর্ব্ব প্রথমে পাবনা জেলায় ১৮৫০।৫১ অব্দে মৌজাওয়ারী যে জরীপ হয় তাহাতে মাত্র লাঠি ব্যবহার হয় জন্য ইহা লাঠাকাঠার মাপ এবং থাকবস্ত নামে খ্যাত। ১৮৫৩।৫৪ অব্দে রাজস্ব নির্দ্ধারণ কল্পে যে জরীপ হয় তাহা রেভিনিউ সার্ভে নামে পরিচিত। ১৮৬৭।৬৮ অব্দে বঙ্গের নদ নদী জরিপ সময়ে এই জেলার নদী তীরস্থ ভূভাগের যে জরীপ হয় তাহা দিয়ারাসার্ভে নামে অভিহিত হয়। ১৯১১।১৯১৬।১৯১৯ অব্দে যথাক্রমে ফরিদপুর, মৈমনসিংহ ও রাজসাহী জেলার দিয়ারা সার্ভের সময় এই জেলার পদ্মা ও যমুনা নদী তীরস্থ কতক ভূমি জরিপ হইয়াছিল। ১৯২০ অব্দ হইতে পাবনা বগুড়া সেটেলমেণ্ট উপলক্ষে এই জেলার সমস্ত ভূভাগের যে সেটেলমেণ্ট কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই।

রোড্ সেস্যাদি।

১৯২০।২১ অব্দে ২০০৮টী মহালের জন্য ১১৮৬০৮৲ টাকা রোডসেস্ নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহার মধ্যে ৪৫টীর রাজস্ব নাই (Revenue free Estate) এবং ১৭টী নিষ্কর (Rent free lands)। পূর্ব্বে রোড্ সেস আইন (১৮৭১ সালের দশ আইন) জারী সময়ে এই জেলার মোটামুটি খাজনা ১৫,১৪,-৭৫৫৲ টাকা ধরা হয়। ইহা এক্ষণে ১২৮৭৪৯১৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়া ২৮০২২২৬৲ টাকায় ধার্য্য হইয়াছে।

জেলার রাজস্বাদি। (টাকায়)

রাজস্ব আদায়	১৯১১।১২	১৯১৫।১৬	১৯২০।২১
সদর রাজস্ব	৪০৩২৬৮	৪১১২৭৬	৪০৩১৬২
ষ্ট্যাম্প বিক্রী	৪৮১৬৭৮	৪৮২৭৫২	৫২৭৬৬৭
ইনকম ট্যাক্স আদায়	৫০৬৫৯	৫৪৪৮২	১০০২৩২
আবগারি বিভাগ	১৯৪২০২	২০০৭০৪	২০০৬১৬
আফিম	১৫৭৪১	১৮১৩৬	২৪.৩০
অন্যান্য	৪৬৬৪	১৩৭৪	১৫৯৩৩
রোড সেসাদি	১৩৫৭২৮	১৩৮৯২০	১৩৭৮৯৫
	১২৬৬১৪০	১৩০৭৬৪৬	৪০৯৬৩৫

	১৯১১।১২	১৯১৫।১৬	১৯২০।২১
স্থায়ী মহাল সংখ্যা	১৭৯০	১৮১০	১৮১৪
দাবী	৩৫৮৭৬৪	৩৬৫৫৫৭	৩৬৪৯১৫
আদায়	৩৫৮৬৫৮	৩৬৪৪২০	৩৫২৬০৯
অস্থায়ী মহাল সংখ্যা	৭৩	৬৭	৬৮
দাবী	২৫৬১৭	২৫১৭৩	২৬৮১৯
আদায়	২৪৯৮১	২৪২৯৫	২৭৭৯২
খাস মহাল সংখ্যা	৬১	৬৪	৮৪
দাবী	৩৩৪১০	৩৭৩০১	৫০৭৪১
আদায়	২০০২৯	২১৪৯৩	১৬৭৬১
রোড সেস মহাল সংখ্যা	৩৮৪৮	৬১১১	২০০৮
দাবী	১৫২৫২৬	১৬০৮৭৪	১৬১২৬৬
আদায়	১৩৫৭২৪	১৪৩৫৯৯	১৩৭৮৯৫

ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের আয়।

	১৯০০—০১	১৯১০—১১	১৯২০—২১
কোর্টফি ষ্ট্যাম্প	২৪৫৪৮৫	৩৬৪০৫৮	৪১২১৯০
সাধারণ ষ্ট্যাম্প	৭৮৯১৬	৯৯৫০৫	১১৫৪৭৭
	৩২২৪০১	৩৬৫০৮৩	৫২২৬৬৭

ইনকম ট্যাক্সের আয়।

	১৯০০—০১	১৯১০—১১	১৯২০—২১
কর দাতার সংখ্যা	২১৮১	৮৭৬	৫৫৪
মোট আদায়	৫৩৫২৬৲	৪৭৬৮৯৲	১০০২৩২৲

আবগারির আয়।

১৯০০—০১	১৯১০—১১	১৯২০—২১
১১২৭৬৬৲	১৮৮০০২৲	২২৪৭৪৬৲

১৮৭০।৭১　　মোট

আয়	পাঃ শিঃ পেঃ	ব্যয়	পাঃ শিঃ পেঃ
সদর রাজস্ব	৩২০৮২—৬—০	বিচার বিভাগ	৩১৩৮—১০—১
ষ্ট্যাম্প	৮৮৪১—০—০	ফৌজদারী বিভাগ	৫১১০—০—০
আবগারী	২৬০৪—১৮—০	কালেক্টরী বিভাগ	১৩৭৩—১০—০
আফিম	১৩০২—১২—০	ডাক্তার খানা	১৩৩৭—৬—০
ইনকম ট্যাক্স	৬৯৮৪—২২—০	পুলিস বিভাগ	৭৮৬৮—৮—০
রেজেষ্টারী	২৪৮—৫—১০	জেল বিভাগ	৫৪৮—১০—০
লোকাল ফণ্ড	১০৩—৪—০	শিক্ষা বিভাগ	১৫৬৭—২—১০
গুদারা	২০৯—০—০	পাবলিক ওয়ার্কস	৪৯—১১—৪
ফৌজদারী জরিমানা	৯৭৩—৩—৮	ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড	১১৬৮—৮—০
পোষ্ট অফিস	৬০৬—৬—৪	পেন্সান	১৩৭—১৭—৭
	৫৩৮৫৫—১১—১০	সুদ	৪২—১৩—০
		মোকদ্দমাদি	৬৭—
		বিবিধ	৩০২—১৪-
			২২৭১৬—১৭—৯

	আদায় ১৯১৫।১৬	ব্যয়	আদায় ১৯২১ ২২	ব্যয়
সদর রাজস্ব	৪৩১,১৭৯	৮৪০২৫	৪,৬১,১৪১	৭১৪৯৭
ইনকম ট্যাক্স	৪৯,৪১১	১৯৮১	৭৮,৯৬৫	৪,৩৩৯
আবগারি	২,১৮,৮৪০	১৩,৬০৭	১,৬১,১১৭	২১,১৯৫
ষ্ট্যাম্প	৪,৮২,৭৫২	১১,৮৪৫	৪,৮৪,৩৮৭	১০,৩৩০
	১০,৮২,১৩২	১,১১,৪৫৮	১১,৮৬,৬১০	১,০৭,৩৬১

	পাবনা		সিরাজগঞ্জ		সাহাজাদপুর	
	১৯১১	১৯২১	১৯১১	১৯২১	১৯১১	১৯২১
পুরুষ	১৯৮	২০২	৪৯	৫০	৫	৮
স্ত্রী	৭	৭	৩	৪	৪	৩
মোট	২০৫	২০৯	৫২	৫৪	৯	১১
দৈনিক গড়	২২৫·৬১	১৯৪·৯৮	২৪·২৮	২৬·০৫	৪·৬৫	৬·৩৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—স্বায়ত্ত শাসন।

(ক) ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন।

পাবনা ও বগুড়া জেলার একত্রে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১ জন অমুসলমান সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার আছে। ১৯২০ অব্দে ৪ জন সদস্য মনোনীত হয়েন। ১২৫ ৩ জন ভোটার মধ্যে ৪০৩৯২ (শতকরা ৩২ জন) ভোট প্রদান করে সর্ব্বোচ্চ ২৮১৲ ভোটে ৺ সার আশুতোষ চৌধুরী প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েন।

সমগ্র পাবনা জেলা হইতে একজন মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচন জন্য ১৩৮১৪ জন ভোটার মধ্যে ১৯২০ অব্দে ১৭০৩ জন ভোটার অর্থাৎ শতকরা ১২·৩ ভোট প্রদান জন্য উপস্থিত হয়। সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক ১৫৬৯ জনের ভোট পাইয়া পাবনার উকীল মৌলবী ওয়াছিম উদ্দিন খান বাহাদুর সাহেব পাবনার মুসলমানগণের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন।

বিগত ১৯২৩ অব্দেও চারিজন মনোনীত প্রার্থী মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন দাসগুপ্ত মহাশয় পাবনা ও বগুড়া জেলার অমুসলমান পক্ষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সমগ্র পাবনা জেলার মুসলমান পক্ষে দুইজন মনোনীত প্রার্থী মধ্যে পাবনার উকীল মৌলবী আব্দুল গফুর সাহেব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(খ) ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড।

পূর্ব্বে রোডসেস্ কমিটি দ্বারা জেলার রাস্তাপথের নির্ম্মাণ ও মেরামত কার্য্যাদি পরিচালিত হইত। ১৮৮৫ অব্দে ৮ জন নির্ব্বাচিত এবং ৮ জন

মনোনীত মোট ১৬ জন সভ্য লইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সভাপতিত্বে পাবনায় সর্ব্ব প্রথম ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ অব্দে ২৪ জন সভ্য লইয়া যে নূতন বোর্ড গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে এক তৃতীয়াংশ মনোনীত; ৭ জন সদর লোকালবোর্ড এবং ৯ জন সভ্য সিরাজগঞ্জ লোকাল-বোর্ড হইতে নির্ব্বাচিত। ঐ অব্দ হইতে বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইতেছেন এবং পাবনার উকীল মৌলবী ওয়াছিম উদ্দিন আহম্মদ খান বাহাদুর সাহেব বে সরকারী নির্ব্বাচিত বে-সরকারী সভাপতি।

রাস্তাদি নির্ম্মাণ ও পরিদর্শন জন্য জনৈক ইঞ্জিনিয়ার, পাবনায় ২ ও সিরাজগঞ্জে ১ ওভারসিয়ার এবং চাটমহর, উল্লাপাড়া ও সিরাজগঞ্জ লোক্যাল বোর্ডের অধীনে এক জন করিয়া সব ওভারসিয়ার নিযুক্ত আছেন।

পাবনা সদরে ২৫টী ও সিরাজগঞ্জে ৪৫টী মোট ৭০টী খেওয়া ঘাট হইতে ১৯২১।২২ অব্দে ৩৬৮৩৬৲ এবং পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জের মোট ১৭০টী খোয়ার হইতে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ১০৭১৫৲ টাকা আয় হইয়াছিল। ডিঃ বোর্ড হইতে তিনটী দাতব্যচিকিৎসালয় পরিচালিত এবং দশটী হাঁসপাতালে সাহায্য প্রদত্ত হয়। বোর্ড হইতে উদয়পুর গ্রামে একটী মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়, ৯৩টী নিম্নপ্রাথমিক স্কুল পরিচালিত হয়। ৩৫টী মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়, ৬৮টী উচ্চপ্রাথমিক এবং ১০৭১টী নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা ডিঃ বোর্ড হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ১৯২০।২১ অব্দে ৩৪ মাইল ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা এবং ৬৯০ মাইল কাঁচা রাস্তা বর্ত্তমান ছিল। পাবনায় ও সিরাজগঞ্জে প্রত্যেক স্থানেই পূর্ব্বে বার জন সভ্য লইয়া একটী লোক্যাল বোর্ড গঠিত ছিল; এক্ষণে ১৯২১ অব্দ হইতে ১৮ জন সভ্য লইয়া উভয় স্থানেই লোক্যাল বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ১৯২১ অব্দ পর্য্যন্ত পাবনা জেলায় কোন ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয় নাই; তবে বেড়া চাটমহর, সাহাজাদপুর ও উল্লাপাড়ায় ৪টী ইউনিয়ন কমিটী গঠিত হইয়াছে।

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের মোট আয় ব্যয়।

	১৯০০।০১	১৯০৫।০৬	১৯১০।১১	১৯২১।২২
আয়—	১০৫০৭৮৲	১৫৫০৫৫৲	১৬৩৮২৬৲	২৬০৮৪৭৲
ব্যয়—	১০৮৫০০৲	১২৩২১৭৲	১৪১৯১৩৲	২৮০২১৩৲

(গ) মিউনিসিপালিটী

১৮৬৯ অব্দে সিরাজগঞ্জে এবং ১৮৭৬ অব্দে পাবনায় সর্ব্বপ্রথম মিউনিসিপালিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় স্থানের মিউনিসিপালিটীর পরিমাণ ফল যথাক্রমে সাড়ে এগার এবং পাঁচ বর্গ মাইল ধরা হইয়া থাকে। উভয়ত্রই মনোনীত ও নির্ব্বাচিত সভ্য সংখ্যা আঠার জন ছিল; সম্প্রতি ১৯২৫ অব্দ হইতে পাবনায় সভ্য সংখ্যা ২৪ চব্বিশ জন হইয়াছে।

১৯২০-২১ অব্দে পাবনায় শতকরা মাসিক আয়ের উপর ৮/০ আনা হিসাবে এবং বাড়ী ভাড়ার উপর টাকা প্রতি মাসিক /৫ পয়সা হিসাবে ৩৯১১ জন করদাতার অর্থাৎ শতকরা ২০ জন অধিবাসীর নিকট ও অন্যান্য বাবদ মোট ৩২৯৭৬, টাকা অর্থাৎ জন প্রতি প্রায় ১।৶৬ আনা গড়ে ট্যাক্স্ আদায় হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর মোট ৩২ মাইল রাস্তা মধ্যে ৬ মাইল ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা। এখানে মোট প্রায় ২২৩১ জন ভোটার মধ্যে ইলেক্সন্ সময়ে শতকরা প্রায় ৭৫ হইতে ৮০ জন উপস্থিত হইয়া থাকে।

সিরাজগঞ্জে ১৯২০-২১ অব্দে শতকরা মাসিক আয়ের উপর ১, টাকা এবং মাসিক বাড়ী ভাড়ার উপর টাকা প্রতি /৫ আনা হিসাবে ৪১৭৭ জন করদাতার অর্থাৎ শতকরা ১৬ জন অধিবাসীর নিকট ২৮৬২৮, টাকা অর্থাৎ জন প্রতি গড়ে প্রায় ৮/৪ পাই ট্যাক্স্ আদায় হইয়াছে। অনেক মহাজনের বাস হইলেও এখানকার অনেক রাস্তা এখনও কাঁচা বালুকাময়

লোক সংখ্যা	১৮৭২	১৮৯১	১৯০১	১৯২১
পাবনা	১৫৭৩০	১৬৪৮৬	১৮৪২৫	১৯৩৪৩
সিরাজগঞ্জ	২১০৪৮	২৩২৬৭	২৬১২৪	২৫৫১৮

	১৯০০	১৯১১	১৯১৫	১৯২০
পাবনা—				
আয়	২২৯৫১,	২৬২৫২৭,	৩৩৭৪৫,	৫৪৪০৩,
ব্যয়	১৯৭৬৫,	২৪৮৭৩,	৩৮৩৭২,	৩৩১২৬,
সিরাজগঞ্জ—				
আয়	১৯৭৩৭,	২৩৩২২,	৩০১৫৭,	২৮৪৯৫,
ব্যয়	১৭৭৩৯,	২১৬৬৭,	২৩৫৪৪,	২৬৬৪২,

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড।

আয়	১৯২০।২১	১৯২।২২	ব্যয়	১৯২০-২১	১৯২০-২২
পথকর	১৬৩৯১২৲	১৫৪১৫০৲	রাস্তা নির্ম্মাণাদি	১০৬৫৲	১২০৮২১৲
সুদ	৯৬২৲	৮৯৮	খোয়ার	৪৩১৲	৫৫৭৲
খোয়ার	১০৭১৫৲	১০৩৬২৲	শিক্ষা	০১৪৯১৲	২৪৬৩৫৲
খেওয়া	৩৬৬১১৲	৩৬৮৩৬৲	চিকিৎসা	৯৩৩০৲	২৯২৫১৲
শিক্ষা	৫১৩৬৮৲	৫৪৪৯১৲	বিজ্ঞান	৬৩১৮৲	৭০২৪৲
চিকিৎসা	৩৮৩৲	২৫১৭৲	দেনা	৬২৭৭৲	...
বিজ্ঞান	৮৪৲	৯৪৲	ছাপাখরচ	২২৪১৲	১৮৬৲
দেনা	২২০১৪৲	...	পেন্সনাদি	২৬২৯৲	২৮৫৭৲
বিবিধ	৬৩০৲	২৭৪৲	আফিস খরচাদি	৬২০১৲	১৫ ৪৪৲
মোট	২৮৬৪৮৬৲	২৩০৮৪৭৲		২৮৫০৭১৲	২৬৩২১৩৲

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—— ডাক বিভাগ।

পোষ্টাফিস ও তদধীনস্থ গ্রামের নাম।

আতাইকুলা—— আতাইকুলা, আলকচর, কুঠিপাড়া, গোবিন্দপুর, চক্বারসা, জগন্নাথপুর, দরি জগন্নাথপুর, দয়ারামপুর, দাপুনিয়া, দেবোত্তর, পাটনিপাড়া, বাজুচপপুর, বিলবারিয়া, বোয়াইলম.রি, ভাটীগোসাইপাড়া, মঙ্গলগ্রাম, মাদপুরা, সরাডাঙ্গী, সোনাবারিয়া।

একদন্ত—— আমিরপুর, উগ্রগর, একদন্ত, কুমিল্লী, গঙ্গারামপুর, গোপালপুর, গুরুবাসী, চণ্ডীপাসা, চাচকিয়া, চান্দাই, চালা, চৌবারিয়া, চৌকিবাড়ী, জমাইখিরি, জোয়ারদহ, ডেঙ্গারগ্রাম, ত্রিমোহিনী, নরজান, নিয়ামতপুর, পরাণপুর, মহেশপুর, যাত্রাপুর, রামনগরপাড়া, বোয়াদি, শিবপুর, যাইটগাছা, সলইপুর, হিদাসখোল।

দাপুনিয়া—— কাকরকোলা, কামারগ্রাম, গোঁসাইরামপুর, চক্কাচনা, চরদাদপুর, চাঁদপুর, ছয়ঘরিয়া, টিকরি, চরকাতরা, চরগোকরা, চরমাদপুর, ঠকঠকিয়া, ঠকপাড়া, তবলপুর, তিনগাছা, দরিকামালপুর, দাদপুর, দুর্গাপুর, দাপুনিয়া, দিগসাইল, পাঁচবারিয়া, বাঙ্গাবারিয়া, বাঁশেরবাদা, বেঙ্গপাড়া, বেঙ্গপাড়া, ভাঙ্গপাড়া, মাদপুর, মিরজাপুর, রাখালগাছী, রূপপুর, সাহাদিয়ার, সোমসপুর, হাতা।

দেলিন্দা—— কাঠালি, কোলাদি, খালিসপুর, গোয়াইলবাড়ী, চর দরি ভাউডাঙ্গা, টাটিপাড়া, দরিভাউডাঙ্গা, দাসপাড়া, ডুবলিয়া, পারচিথলিয়া, পাটুয়া, ফারাদপুর, ভাউডাঙ্গা, লক্ষ্মীকোল, বালিয়াডাঙ্গি, বিজরামপুর, শ্রীকোল, শ্রীরামপুর, সাতুল্যাপুর, হাপানিয়া।

দোগাছী—— আরঙ্গাবাদ, আরিয়াবাধা, কায়েসকোলা, কুলনিয়া; কুষ্ণপুর, খয়েরগুতি, খোর্দ্দচাঁদপুর, গামুরাভাড়ারা, ঘোড়াদহ, চকপুকুর, চকগঙ্গাধর, চকডুবলিয়া, চড়ভারারা, চরবাসুদেবপুর, চররাণীনগর, চরসদিরাজপুর, চরপীরপুর, রামবল্লভপুর, চরমধুপুর, চররাধাকান্তপুর, চরকুলনিয়া, চিথলিয়া, জহিরপুর, ভিক্রীরচর, তারাবারিয়া, দিগলকান্দি, দুপখোলা, দেবালয়, দোগাছী

ধোপাঘাটা. নলদহ, নাওদারা, নাছিপাড়া, নিমতলা, পিপয়ি. ভাড়ারা, মহাদেবপুর, মনোহরপুর, মাদারবারিয়া, মুকুন্দপুর, মুনিবপুর, রাঘবপুর, লড়িবাঁটা বকসীপুর. বাউলচর', শ্রীপুর, হরিনাবায়নপুর, হলুদবারিয়া।

মাজদিয়া------ আকবপুর, ইসমাইলপুর, কবিরপুর, কাকরকাটা, খামারগ্রাম, গয়েশপুর, গজমতিকুণ্ডা, জানাপুর, নলমুড়', নস্করপুর. পদ্মদা, পারনলমুড়া, ফকিরপুর, বহলবারিয়া, বাদিয়াখালি, বাসুদেবপুর, বেড়াপাড়া, ভবানিপুর, ভুরভুরিয়া, ভুরামপাড়া, মহেন্দ্রপুর, মালঞ্চি, রহিমপুর, রাজাপুর, শঙ্করপুর, সাহাদিয়ার, সালাইপুর সেখপুর, হয়দারপুর, হাসঁচিয়াপুর, হারিবারিয়া।

শাঁখারিপাড়া—— কাঁকলাখালি, কাঠালবারিয়া, কাছারপুর, কানারডাঙ্গা, কুচিয়ামোড়া, কৈজুরি, গঙ্গারামপুর, গুরুবাসী, চমরপুর, চরপাড়া, চরশ্রীপুর, তেলিগ্রাম, দমদমা, দরিনন্দনপুর, দরিশ্রীকোল, দুর্গাপুর, ধরমগাঁও, ধলিগাড়া, নন্দনপুর, পদ্মলোচনপুর, পুষ্পপাড়া, পীরগাছা, পীরপুর, মাদপুর, মাদারগাছী, রাণীগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, লোহাগাড়া, বনগ্রাম, বোয়াইলমারী, শাঁখারীপাড়া, শিমুলচড়া, সবুরদিয়ার, শ্রীপুর, সাবদিয়া, সোনাপুর, স্বরূপপুর, হাপানিয়া।

হিমাইতপুর—— আফরী, কাশীপুর, কুমীরগাড়ী, গাছপাড়া, গোপালপুর, চরকৃষ্ণদিয়ার, চরভবানীপুর, ছাতিয়ানী, চরসানিরদিয়ার, চরউদয়পুর, চরজয়ানপুর, নাজিরপুর, পাটকাবাড়ী, প্রতাপপুর, বারইপাড়া, বাহাদুরপুর. বিলভেহুরী, বৈকুণ্ঠপুর, মনসারপুর, রামানন্দপুর, হিমাইতপুর।

সংসঙ্গ——

সাঁড়া—— গোয়ালপাড়া, গোপালপুর, চান্দারিগাড়া, ঝন্দিয়ার, পিয়ারপুর, ফিসঘাট, মরাদাপাড়া, যুক্তিতলা, রাঘবপুর, বকসিপুর, বামনগ্রাম, সাঁড়া, সিভিলহাট, হোসেনবাগ।

ঈশ্বরদী—— অরণকোলা, আরকান্দি, ইষ্টা, ঈশ্বরদী. কোটারদিয়ার টেঙ্গরি, থাকচক্, নরচিয়া, ভুতাগাড়ি, ভেলুপাড়া, মউবারিয়া, মাজগ্রাম, মাথনগ্রাম, শ্রীরামগাড়ী, হিমাইপাড়া।

দাশুরিয়া—— আটঘরিয়া. কাচুয়া, কোলেরকান্দি, খিদিরপুর, গঙ্গানাথপুর, গোকুলনগর, গোয়ালবাথান, চরবহরপুর, চরমিরকামারি, দর-

বেশপুর; দাশুকিয়া, তুবলাচরা, গলতি, নওয়াপাড়া, নিকরগাটা, পূর্ণকলস, ভারইমারি, মাজপাড়া, মারমি, নিবকামারি, রমেশপুর বাজার, রামচন্দ্রপুর, বড়ুসাদিয়া, বরইচরা, বাঁশিপাড়া, শ্রীপুর, শ্যামপুর, সরংকান্দি, সন্দভিয়া, সুলতানপুর, সেধপাড়া।

দেবোত্তর——অভিরামপুর, আটঘরিয়া, উজানগ্রাম, উত্তরচক কদমডাঙ্গা, কাশীনাথপুর, কোদালিয়া, চাঁদপুর, চাঁদভা, দরবিল, দরিকামালপুর, দেবোত্তর, ধলেশ্বর, নাগদহ, নারায়ণপুর, পুস্তিগাছা, ফলিয়া, ভোজজ্রাপুর, মতিগাছা, মাটীয়াপাড়ী, মিরাপাড়া, মুলিদহ, যদুনাথপুর, রাইপুর, রাধাকান্তপুর, রাণীগ্রাম, রামচন্দ্রপুর, রামনগর, লেহ্মপুর, শরুবিয়া, বারুইপাড়া, বিলকুলা, বিশ্রামপুর, শ্রীকান্তপুর; সবডাঙ্গা; সরাডাঙ্গা; সরাবাড়িয়া; সাহাপুর।

ধাপাড়ি—— আসনা, আরামবাড়িয়া ইলসামারি, কোমরপুর, গোকুলনগর, গোয়ালপাড়া, ধাপারি, বিলবাগানি, মহাদিমচর মাজদিয়া, মাজপাড়া, সাদিপুর, সিমলচরা, সুখেরচক্।

পাক্সি—— পাক্সি, (বিভিন্ন পাড়া,) রূপপুর।

পাকুরিয়া—— কানাইনগর, কৈকুণ্ডা, চররূপপুর, জয়নগর, দাদাপুর, দিয়ারবাঘল, নরুল্লাপুর, পাকুরিয়া, মহাদেবপুর, মানিকনগর, লক্ষ্মীকুণ্ডা, বাহিরচর, সাহাপুর বিরাহিমপুর।

দিয়া—— আওতাপাড়া, কদিমপাড়া, কামালপুর, গড়গড়ি, চরকাতরা, চরকুরালিয়া, চরগড়গড়ি, চরদইপাড়া, তেলিসোড়া, দিয়া, প্রাণনাথপুর, পাটকেমারি, বাঞ্জলনা, বিলকাদা, সাদুরপুর, রামনাথপুর, শিবরামপুর, শিলিমপুর।

চাটমোহর—— চাটমোহর, বালুচর, বোথর, চিরাইল, ছোটশালিখা, দলঙ্গ, গুয়াখরা, জুনারগাড়ী, নূতন বাজার, রামনগর, শারদা, আনকুটা, আটলঙ্কা, বাসুদিয়া, বাঙ্গলা, বাহাদুরপুর, বামনগ্রাম, ভবানীপুর, চাকুওলি, দিলালপুর, দাঁতিয়া, ধানগিলা, ঘসিগোলা, হাসাইখোলা, হুগলবাড়িয়া, কামালপুর, কয়রাপারা, কাঠালবাড়িয়া, কানটুলি, কয়রাবাড়িয়া, কেশবপুর, কুবিরদিয়ার, লোপটীয়া, মাধবপুর, মহেশপুর, মহারামপুর, মথুরাপুর, মাঝগ্রাম, মিয়াপাড়া, মূলগ্রাম, নড়াইলধালি, নেউভিগাছা, নেওরিংরামপুর, রতনপুর, সাহাপুর, শিবপুর, পাচুরিয়া।

অষ্টমনীষা— অষ্টমনীষা, বরদানগর, বেলগাছী, বিন্নাবাড়ী, গুওসাঘাট, ব্রহ্মপুর, চরমথুরাপুর, চরপাড়া, চরপৈলানপুর, চিনাভাতকুরা, ডাহাপাড়া, ধনকানিয়া গয়ারনগর, গজারমারা, গোবিন্দনগর, হরিহরপুর, ঝপঝপিয়া, কেরোকোলা, কুকরাগারি, লামকান, মথুরাপুর, মোউহাট, নাটাবারিয়া, নুরনগর, সেনগ্রাম, সাহানগর।

আদাবারিয়া, বানিয়াবহু, বাঁশবারিয়া, বাঁশুরিয়া, ভঙ্গজোলা. বিষ্ণুপুর, বিশ্বনাথপুর, বাবইহাট. চকভবানীপুর, গাদাইহুপসী. গারুপুর, ঝিনাইগাড়ি, জনকা, কাছিছেড়া, কলকতি, কয়রা, মৃজাপুর, মিওবারিয়া, পরমানন্দপুর, পাটুল, পুকুরপার, রঘুরামপুর; রূপসী, সিঙ্গগাড়ী।

গুনাইগাছা— বড় শালিখা, বড় গুয়াখড়া, গুয়াখড়া, জালেশ্বর, কুঠি শালিখা. মল্লিকচক, পারশালিখা, বিজপাড়া, বামনগ্রাম, বোয়াইলমারী, ছিয়ালদহ, জাবরকোল, কৃষ্ণপুর, মধ্য শালিখা, পাথাইলহাট, রামচন্দ্রপুর, শুইগ্রাম, সন্তোষপুর, গুয়ারভাঙ্গা, জগতলা, গুণাইগাছা।

হাতিয়াল— হাসুপুর, বল্লভপুর, দেতলবারিয়া, খরপুকুর, দরাপপুর, বেজহাতিয়ালা, স্থল, ভেঙ্গরি, বেলাই, রামনগ্রাম, ছাইকোলা, কাঠেঙ্গা, লাঙ্গলমোরা, চারুয়ালিন, দিঙ্গলগাড়া, চরমধুপুর, কাবারচর, নলিন, চরছাই-কোল, নলডাঙ্গা, মারুয়া, তেহাপাড়া, বাগলবার, হামকুড়া; মহেশরোহালী, মদনমোহনপুর, মণিরভিটা, মিয়াপাড়া, রায়নগর, করাতকামলী, মিসমুথার, সুলতানপুর, থানমরিচ, মরিচপুরাণ, হেলচর, মুণ্ডমালা, মহিষবাথান, ঘোর-বেলাই, দাসবেলাই, সারঘাটি, কেশবপুর, চণ্ডীপুর, বেরাইনগর, জগদীশপুর, গগণপুর, কৈহোগলবার, পুণ্যরাধালি, বড়হাওনি, তরণিপুর।

হরিপুর— আদগ্রাম; আগগুঙ্গাইল, বুড়িপাড়া, বোয়াইলমারি, ভারত, বরণি, চরইকল, চণ্ডীপুর, চামটা, চৌমোহন; ধুলাউরি, দাসগাতিয়া, দাড়ীকুশী, দিঘাইর, ধরাইল, দিয়ারপাড়া, গোপালপুর, গরফা, হরিপুর, জোনাইল, জনলিপুর, কাটাখালি, মল্লিকপট, মানইর. মোগুলিপুর, নাজিরপুর, সরাবারিয়া, শ্রীধরপুর, সোনভা, গুঙ্গাইল, সোনগ্রাম, তেবারিয়া, পাঁচবারিয়া, রামপুর, কুশমাইল।

পার্শ্বডাঙ্গা— আলমনগর, অলিপুর. আরিগাঙ্গাইল, অর্জ্জুনপুর,

বড়কোনা, বোয়ালিয়া, বনগ্রাম, চণ্ডীদুয়ার, চাটরা, হাটগ্রাম, জামালপুর, খোটাবারি, খিতাভাগা; কৃষ্ণপুর; মধুরগাতি; পবাখালি; পার্শ্বডাঙ্গা: রাউতকান্দি; সগুনাই, শ্রীদাসখালি, টেঙ্গরজানি, বলরামপুর, বালুদিয়ার, বালুঘাটা, রাই-গোলা, বালদিমারা, চকৃখারিপুর, চকৃমারাম, ধামাইগাটা, দিঘুলিয়া, ফলিয়া, ফৈলজানা, ফুলবারি, হাদল, গোয়ালগ্রাম, গররি, জগন্নাথপুর, ঝবঝবিয়া, কেশবপুর, কালিকাপুর, কাচিয়া, কদমতলি, কুয়াবাসী, কৈলমহাল, কচুগাড়ি, লক্ষীপুর. মসিয়ামোরা, শমেঘারপাড়া, মৈদ, পাইকপাড়া, সুজাপুর, সাইশাই, তারাপাশা, নইনগর।

শিতলাই—বেজপলিয়াথ, বানিয়াবহু, ছাইঘাটি, চুকরজা, রাণী, চকৃদিঘী, দরপপুর, ধর্ম্মগাছা, দহরিগ্রাম, গদাইরূপসী, হাসামপুর, জয়ঘর, জয়রামপুর, কোলা, করতকান্দি, খন্দবারিয়া. মাজগ্রাম, মহরকপুর, মোক-খালি, নন্দীমরিচ, নিমাইচরা, শিতলাই, সমাজ, সাতবারিয়া, সিদ্ধিনগর, শিবরামপুর. কুমিল্লী।

বনওয়ারিনগর—পার ফরিদপুর, রামনগর, বিলবকরি, দেও-ভোগ, বেতওয়ারা, ভাঙ্গাবাড়ী. হাগড়াগাড়ী, কেচুয়াপাড়া, কৃষ্ণনগর, লক্ষী-কোল, চিথলিয়া, বেসনালিয়া, খলিসাদহ, থাগরবারিয়া, সাভার, গাগরকান্দি, ভেরামায়া. চরপারা, চককয়া, কালিকাদহ, মাদারনগর, পেচরাপাড়া, পাতিলা-পাড়া, ফুলদহ, সিমলতলা, টিয়াপাড়া।

ডেমরা—ডেমরা. ভাঙ্গাদহ, নাগডেমরা, পাথাইলহাট. নারিন্দা, খিদ্দরৈগ্রাম, বহলবাড়ী, বাউসগাড়ী, লক্ষ্মীপুর. চাপরি, ডহরজানিপুর ধুলাউরি, ভবানীপুর, চরপারা, রামকান্তপুর, ফুলবাড়ী, মদনবারিয়া, সেন্দিঘলিয়া, সিলন্দহ, সোনাকেন্দ, শুকপাল ডাকবারিয়া, খন্দপুরা, কালিয়ান, মাজট, রতনপুর, বিলচন্দক, থাগুরিয়া, সেন্দিঘলিয়া, সিলন্দহ।

গোপালনগর (পাবনা)—গোপালনগর, সোনাহারা, রাউত-নাগদহপারা, পাঁচুরিয়াবাড়ী, বাদল, মানানগ্রাম, মঙ্গলগ্রাম, কুচলিয়া, বন্না-কান্দি, ভুতিয়াপারা, ভ্রেধাপারা, হারোডাঙ্গা, চরপারা, চকচাচকিয়া: কাশীপুর, দহকালাদহ, মাগুয়াকাটা, দেবোত্তরপারা, গোলকাটা দত্তপুঙ্গলি, মধ্যপুঙ্গলি, পাচপুঙ্গলি, নারায়নপুর, বৈরাপারা. কানাই. আজকান্দি, বাসুরিয়া, জস্তিয়ার

কানিয়াকৈর, সুজা, কাজীটোল পরিন্দাপুর।

নরদহ— আলুকদিয়ার, বৃসলঙ্গী, বরওয়ানী, ভবানীপুর, চাপরী চরপারা, চৌবাড়িয়া, ধুলাউরি, ডহরজানী, হরিপুর, কাশীনাথপুর, গশোবারী, মঙ্গলগ্রাম, মাদারবারিয়া; নরদহ; নূতনপারা, ফুলবারী, পাকাসিয়া, পিরহাঠি, রাউতি, তারাখদা, রামকান্তপুর।

সাঁথিয়া — আমস, বিলমহিষারচর, ভবানীপুর, বন্দিমামরচর, চমরপুর, দৌলতপুর, গোপীনাথপুর, গাগরাখালি, হরিকাহন, হুইখালি, হেঙ্গুয়া, কাজীপুর কোনাবারিয়া, কোলইচরা, লক্ষ্মীপুর, নওয়ালী সাঁথিয়া, সালঘর, সৈয়দপুর, শিবরামপুর, সাতাআনিরচর, বোয়াইলমারি।

ধোপাদহ— চকমধুপুর, দয়ারামপুর, এলঙ্গী, গোপালপুর হলুরঘর, খানমামুদপুর, মটকা মন্মথপুর মেলিয়াপুর নারিয়াগদা প্রাণগোপালপুর পরাট, পুটিগারা পাঁচকান্দি, রুদ্রগাতি, সলঙ্গি তেথুলিয়া, ভাটপারাখান মামুদপুর, ধোপাদহ কাসিয়াবারী কুমিরবোয়ালিয়া, চরপুটীগারা ক্ষিদ্রহলুদঘর

নন্দনপুর— সুরাপ; সোনাদহ; সুন্দরকান্দি; বিয়ানাপারা; রাঙ্গামাটী, আলকদিয়ার; ভিন্নগ্রাম; চরপারাতেতুলিয়া, চৌবারিয়া; চুলকুটী; দেওগ্রাম; ফকিরপুর; তেথুলিয়া; গণেশপুর; জোরগাছা; যুগীবারী; কৃষ্ণপুর; ফুলাগাও; ক্ষিদ্রহাপানিয়া, খুরিবারিয়া; হাপানিয়া; শ্যামপুর; হাটবারিয়া; হাট হাটবারিয়া; মহেশপুর; নন্দনপুর; পাকুরিয়; পাতিবিলা; পিয়াদহ; পুরাণপারা, তেতুলিয়া, পুষ্পপারা, পাইকষা, রামচন্দ্রপুর রাউতি, শঙ্করপাশা।

দুলাই— দুলাই, বাদরপুর চরগোবিন্দপুর, আত্রাইশুকা, বিষ্ণুবারিয়া, পাগলা, কলাগাছী, শিবরামপুর, বিরাহিমপুর, কল্যানপুর দুর্গাপুর, আল্লাদি, চণ্ডীপুর, হেহেদিনগর জোরপুখুরিয়া, চিন্নাখরা, আন্দারকোটা, বামনদি, রাইশিমুল, শান্তিপুর, ঘোরাদহ, তেরিলা, খোর্দ্দিরাপুর, পাইকপারা, বাগনেমি, চরদুলাই, বাতুল, সারিরভিটা, চরবারিয়া, চরদুর্গাপুর, পিত্রীপারা, বিলদিঘা।

খেতুপাড়া— বগপুরা, বালিয়াডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, চরমাছখৈর, চক্‌গোপীনাথপুর, চক্‌বাপাট্টা, ধতালপুর, গোলবারী; গোয়ালবারিয়া, গঙ্গারামপুর, গোরীপুর, ঘুঘুদহ, হোসেনপুর, ইকরজানা, সলইচরা, মাছখালি; মাজগ্রাম, পাইকপারা; রায়েকমারি, খেতুপারা।

বনগ্রাম—বনগ্রাম, রসালপুর, ভদ্রখোলা, মামুদপুর, চরখদ্রখোলা, চাঁদপুর, মেওয়াপুর, গাঙহাটী, চরপারা, বালিয়াডাঙ্গি রেওয়াপুর, কুমিরগারী-পদ্মবিলা; ভৈরবপুর; ভবানীপুর, হোগলাভাঙ্গী, বহলবারিয়া; বামনডাঙ্গা, বেতারিপারা, হোইজোর, জৈলগারী, যশমণ্ডতলিয়া, রাজাপুর, সরদারপুর, কিসামঙ দহরপারা।

কাশীনাথপুর—কাশীনাথপুর, শিবপুর, হরিদেবপুর, বরাট-ছাতক, দারিয়াপুর; ইন্দ্রাপুর, গোপালপুর, কাবারিখোলা; খৈজুরা, নানিপারা, আত্রাইশুকা, সাটীয়াখোলা, আহম্মদপুর, রোয়াকিয়া, ফকিরপুর, মরিচপুরাণ, মৈস্থা, নয়াবারী, টাঙ্গরি, মানুসারা, কপাজকান্দা, দক্ষিণচর।

পাইকরহাটী—পাইকরহাটী, আফরা, পুন্দিয়া, মহিষাখোলা; বাইটোলা, দত্তপারা, বরগ্রাম শশানারী, রামথাদ্রবারী, করিয়াল, কুসিয়ানা; বাগজানা, নন্দীসুধা, সগুনপারা, সামুখজানী, শ্রীধরকণা, উত্রাইল।

রাজনারায়নপুর—বসন্তপুর, চরকান্দি, দাঁতিয়া; মহিমানগর, নন্দীয়ারা, রাজনারায়ণপুর।

তাঁতিবন্দ—তাঁতিবন্দ; অচরাডাঙ্গি, বেরাহুলিয়া, চণ্ডীপুর, চৈত্রহাটি, হুদারপারা, কৈবিলা, কামারহুলিয়া, কাজীপুর, ক্রোকহুলিয়া, ফুলালদিয়া, রামজীবনপুর, তারাবারিয়া, উদয়পুর।

সাতবারিয়া—সাতবারিয়া সিংহনগর, সিন্দুরপুর, কন্দর্পপুর, শ্যামনগর; নারুহাটী, হরিরামপুর গোপীলপুর, ডাঙ্গীপারা, ভাটপারা, খেজু-পারা, মাচপারা, দিয়ারপারা, তিলমাদিরা, মালিফা, বিলমাদিরা, ভিটবিলা, নিশ্চিন্তপুর, মোমরাজপুর, ফকিরপুর, কাদোয়া, তারাবারিয়া, জনকোলা, কুরিপারা, হেমরাজপুর, মজিৎপুর, চরলক্ষ্মীপুর, গোপালপুর, কাঁচারি, খয়-রাণ, দুর্গাপুর, সাহাপুর, উপেন্দ্রনগর, মাণিকহাট, গাবগাছী, কাকিয়ান, দাসপারা, তৈলকুণ্ডা, রামচন্দ্রপুর, বনকোলা, উলটচণ্ডীপুর; টেঙ্গমারা, রাঘবপুর, বিন্নাডাঙ্গী।

সুজানগর—সুজানগর, ভবানীপুর, মথুরাপুর, নারায়ণপুর, রাধানগর বারইপারা, মধুপুর, বলরামপুর, খাঁরপারা, নেউগিরবনগ্রাম মানিকদির, কৃষ্ণপুর, ভায়না, চলনা, চরতারাপুর, মঠপারা, গোকুলপুর

আরিয়াডাঙ্গি, চকসরাই, রাণীনগর, হোগলাডাঙ্গী।

বেড়া—বনগ্রাম, বেড়া, সালিখাপারা, চরপারা, হাতীগারা মলিয়া পারা, নূতনপারা, মৈত্রবাদা, করঞ্জা সরিসা, সোনাতলা, দত্তকান্দি, সানিলা, জোরদহ ভেতপারা বঙ্গবেরিয়া, বড়শিলা, পাটগাড়ি, চয়রা, আ মাইকোলা, বাচামারা, পাইখন্দ, পায়না, শম্ভুদিয়া, ভোরাখোলা, চিথুলি া দেওয়ান তারাতিয়া, আন্দারমানিক, ভায়না, ভেটাগারিয়া, চরবা লা, ধুনাইল, গোবিন্দপুর, জামাইপারা করসালিখা, পারপাইখন্দ, সন্তোষ বাখা, মঙ্গলগ্রাম, পানিসাইল, আটাধাপারা, বরদিয়া মেলাদিয়া।

তলট—ছেঁচানিয়া, কেচুয়ান, তলট তেঘরিয়া।

নাকালিয়া—নাকালিয়া চরনাকালিয়া, চরপেচাখোলা, হরিরামপুর, মালচকপারা, নয়ানপুর, পেচাখোলা, সাধুগঞ্জ, জাগসিমুলিয়া, আরালিয়া, আসরবপুর, বাঁশা, চান্দাইর চরসারাসিয়া, বাঙ্গা, চরউমিরপুর, ধুপালিয়া, দত্তকান্দি মল্লিকপুর মেনিদিয়া, শৈলজানা, রাশিয়া, ঐ বাজার, সলঙ্গি; মধ্য সিমুলি, উমীরপুর শৈলখালি।

চকচাপারি—চাকলা, দমদমা, চুলিয়াকোল, হাটুরিয়া, জগন্নাথপুর, খগছরা, মোহনগঞ্জ নলভাঙ্গা, পাঁচুরিয়া।

নূতন ভারেঙ্গা—বকচর, বাতিয়াখরা, দিঘলকান্দি জয়নগর, কৈটোলা, মানিকনগর মরিচাপারা, নূতন ভারেঙ্গা, সিমুলিয়া।

পুকুরপার—ভাঙ্গুরিয়া, খরইচরা, খরগাঙ্গা, ধোপাকোলা, কাথিয়া, মহারাজপুর নগরবাড়ী, পুকুরপার, তারা টিঙ্গরা, গঙ্গাদিয়া, বিনোদপুর, গনপথদিয়া গজারিয়া কাদিমী, সরিপুর, খলসি, লক্ষ্মীপুর, রামনগর, সরিপপুর, সুলতানদিয়া, নূতন নগর।

কালিকাবাড়ী—কালিকাবাড়ী, দরিসরূপপুর, ভবানীপুর খাঁপুর, নূতনহাট, পাইকন্দ, কাজীরূপপুর, রাজধরদিয়া, গোপালপুর, বেতাই, শুকলিয়া, পুরাণভবানীপুর, ইয়ারপুর, কাঁচাদিয়া, নতিপুর, ধালা খয়েরকান্দি, পট্টভাঙ্গা, চরবিষ্ণুদিয়া, দাসপারা জয়কৃষ্ণপুর, চরমহিষকোলা, কাঁচাদিয়া।

খলিলপুর—খলিলপুর, হাদামপুর, মুরারীপুর, সাগোজ, সোনাকুরা, শঙ্খদহ, মোল্লাকান্দি, পুটীগারা, কুমুরিয়া, ঘরগ্রাম, বুদ্ধচন্দ্রপুর, বরভারিয়া, পরাণপুর।

নাজিরগঞ্জ—নাজিরগঞ্জ, বরখাপুর, মহবতপুর, চররাণীনগর, নরসিংহপুর, নারায়ণপুর, বালিয়াডাঙ্গি, গোপলপুর, ভাদরবাঘ, সৈদপুর, চরিয়া কামালপুর হাকিমপুর, কামারহাট, যাত্রাপুর, গোয়ারিয়া, নয়াগ্রাম, মাছপারা, মোহনপুর উদয়পুর, মালিফা. হাটখালি. ইন্দ্রজিৎপুর।

মাসুন্দিয়া—আমিরাবাদ, আবদুল সুকুর, বামনদি, ভুঞাপারা, চরযদুপুর, দয়ালনগর, ফকিরকান্দি, গোবিন্দিয়া, দরি মালঞ্চি, কদিম মালঞ্চি, খামারপারা মালঞ্চি, মাসুন্দিয়া, কাল্লী মাসুন্দিয়া, মহিষকোল, পাইখন্দ, রতনগঞ্জ, রূপপুর, শিতলপুর, শ্যামপুর, ত্রিমোহিনী, তাকিমনগর, চরদুর্গাপুর, দরিদর, কামারপুর, রামনারায়ণপুর, বালন্দরি।

সাগরকান্দি—আমিরাবাদ, বরুরিয়া, বাদাই. বামনপুর. বরুরিয় ভাতসালা, ভাটীকায়া, ভুরকালিয়া, চরগোবিন্দপুর, গোবিন্দপুর, হাবাজপুর, যদুপুর. কদমতলী, কয়া, লাখেরাজ, মুধিয়ারকান্দি, পিয়ারপুর, পিরানীতলা, রাণীনগর, পুকুরনিয়া, সাগরকান্দি. সাতানি, তালিপনগর টাকীগাড়া, ঠাকীরাণপাড়া শ্যামগঞ্জ, গোয়ালকান্দি, শ্যামসুন্দরপুর. বালিয়াডাঙ্গি, দেবজানী, গোবিন্দপুর; কুঠিবারী; সাতানীপারা; দরিচর; চরদুর্গাপুর; চরনন্দলালপুর।

পুরাণভারেঙ্গা—ভবানীপুর, দেওনাই, গাগ্রাজানী, জোয়ারিয়া. মথুরা, মুলকান্দি, নলকোলা, পুরাণভারেঙ্গা. পেঙ্গুয়া, চর পেঙ্গুয়া, সিংহাসন।

নলকোলা (আমিনপুর)—নলকোলা (আমিনপুর), সাথিনী, মির্জ্জাপুর বাগ, সিন্দুরী, সৈদপুর, কয়া, একরামপুর সন্ন্যাসীবাদা, দয়ারামপুর, চককৃষ্টপুর, তুরফুলিয়া, চরপারা, চকভরিয়া।

রঘুনাথপুর—দাঁতিয়া, খোপসেলন্দা, যদুপুর, কৃষ্ণপুর; মধুপুর, নটাখোলা, প্রতাপপুর, রঘুনাথপুর; রাণীগ্রাম, রাসাকপুর।

সাফল্লা—চর ভারেঙ্গা; চকপারা; ধলখোপ; ঘাসিহাটা; খিয়ার; মাদলা, মারেচপারা. মাসখালি, নেউগিপারা; রাখসা, সাফল্লা, তারাপাশা।

সিদ্ধান্তবাগমারা—বাগমারা. বিলচাটরা. বাগমারা বাজার. হাজরাপারা বক্তারপুর. বোশামারা. সিংহাসন. সাতানিপারা।

ভারেঙ্গা—ভারেঙ্গা. বাতাসি. বাগসোয়া. গোপীনাথপুর. কল্যান পুর. পেঙ্গুয়া. ভারানগর।

সিরাজগঞ্জ—আঠারটুকুরপার, বাণিয়াগাতি, বাগাদহ, বাহির-গোলা, বৈন্তবাড়ী, বনবারিয়া, বড়পিয়ারী, বিয়ারা, বেতিয়া, বানিয়াবাড়ী, বঙ্গপল্লী, বরঅল্লদেবপুর, বরকান্দি, ভাঙ্গাবাড়ী, বাসুনীয়াবিয়ারা, বিন্দুপাড়া, বাইটকামারি, বড়কয়েরা, ব্রাহ্মণবারিয়া, বেটাচকন্দ, ছোটপিয়ারি, চিথলিয়া চরবনবারিয়া, চররাইপুর, চাকলাপাড়া, চক্‌সিয়ালকোল, চণ্ডালয়ারা, চরখোকসা-বারিয়া, কোনবন্দর, ছোটকয়রা, চন্দ্রকণা, চরপাড়া, চককোপদাসপুর, দৌলত-পুর, দোয়াতবাড়ী, দোগাছী, ধুবাপাড়া, দিয়ারধানঘরা, দিয়ারবৈন্তনাথ, ধান-ঘরা, ধুলিয়াটা, দিয়ারপাঁচিল, একদন্ত, গুণেরগাতি, গয়লা, ঘুরকা, হাট-বয়রা, হলদিয়া, জমুয়া, জানপুর, জিয়ারপাড়া, কালীপুর, কাওয়াখোলা, কাটাখালি জিলারপাড়া, খোকসাবাড়ী, খিদ্রিয়ান, খালিসকুড়া, কৈসাআটাবিয়ারা কোপদাসপাড়া, কুড়িপাড়া, কাশীনাথপুর, কুশাহাটা, খুবিবিয়ারা, খোট্টা, কাদাই কল্যানী, খোর্দ্দশিয়ালকোল, মৌসুমি, মদনগাতি, মালসাপাড়া, মজুমদারবিয়ারা, মাসিমপুর, মামুদপুর; মোরগাঁও, নদাসালিয়াবাড়ী, নন্দতেলকুপি, নগরকান্দি, পুটীবাড়ী, পাকুরিয়া, পাইকপাড়া, পশ্চিমপাড়া, রাণীগ্রাম, রামগাতি, রোহা, বাড়ী, রাইপুর, সালিসবাড়ী, সামাভিটা, শিবনাথপুর, ছাতিয়ানতলী, শিয়াল-কোল, সলঙ্গা, সয়াগোবিন্দ, শুটকিয়াবাড়ী।

কাজীপুর— কাজীপুর, কবিহার, কুনকুনিয়া, গোরাবেড়, গদাগাড়ি চালতাডাঙ্গা, ডোমপাড়া, দুরগালিয়াপাড়া, পাইকরটালি, পীরগাছা, বরইটালী, বর্শীভাঙ্গা, ভবানীপুর; মাণিকপাতাল, মেঘনাই, মেয়ারবাড়ী, মাথাইলচাপড়, রোহাবাড়ী, রসিকপুর, লক্ষ্মীপুর, সাউতলা, সিমুলদিয়ার, সাতকয়াহাতসিরু, হাজরাবাটী, আলমপুর, শ্যামপুর, জোরগাছা, জগৎসিংহ, নাটওয়ারপাড়া, তেকানি ফুলজড়, মাইজবাড়ী, সিমুলতলা, হাতগাছা, কালিকাপুর, কুড়িগাড়া, কুরালিয়া, খুদরন্দী, খুকসিয়া, খাসারপাড়া, গান্ধাইল, চিলগাছর, টিকরিভিল, ডুবলাই, নয়াপাড়া, পাটগ্রাম, বাওইখোলা, বারইটোলা, বারিপাটুল, বিয়ারা, ভেরুয়া, মৈসামুড়া, উদগাড়ী, উল্লাপাড়া, রতনকান্দি, কাচিপুর, বেতগাড়ি, কুলকুনিয়া, সিঙ্গরাবাড়ী. ধিনকুড়িয়া. ফকিরপাড়া, বড়ইটুলি, বেলতৈল, মাগুয়াকান্দি, মেঘাই, মাণিকপাটুল, ধুলাউরি, বাজমুঠাটা, বাহুয়ারপাড়া, বিশুরিগাছা, মেওয়া-খোলা, ঘুজ্বিগাছা, শ্রীপুর, হাটগাছা, সিন্নরচর, মৈসধারা, খাসপিরি, গদ্দার-

ভাগ, বিলচলুল, কান্তনগর, খুদবন্দী, চরভরঙ্গী, চরসিংগ্রাবাড়ী, পিয়াজপাড়া, খিরভুরাঙ্গী, বীরসিংগ্রাবাড়ী, বেতগাড়ী, ভুরাঙ্গী, মাশকান্দি।

কালিয়াহরিপুর — হরিপুর, হুমকুরিয়া, আরিয়ামদান, বালুকান্দি, বাগবাড়ী, বাইলপাড়া, বাওইতরা, ভূঞাপাড়া, বড়হামকুরিয়া, চাঁদখুর, চরকালিয়া, চুনিয়াহাটি, চালা, চাকুলি, চরনারায়ণবাড়ী, চরবড়কান্দি, দেরকালিয়া, কালিয়াহরিপুর, কৃষ্ণপুর, কান্দা, কাজীপুর, কালিয়াকান্দাপাড়া, কয়ালগাতি, খিদিরকালাগাতি, জরিলা, ঝাউল, জগৎগাতি, মাইগুরা, মাথাভাঙ্গা, মৌলবিপাড়া, মামুদাখোলা, নৈলসাপাড়া, নরেনবাড়ী, পাইকবা, রজবনগর, শিবনাথপুর, সারাজপুর, সারাটিয়া, তেঘরি, তেথুলিয়া।

গান্ধাইল — একদালা, আলমপুর, আড়িয়ামোহন, বাজীটোলা, বাহুকা, বসপাটা, বাইসখোলা, বয়রা, বেতগাড়ী, বেড়াচর, বিশারদিদার, চিলগাছা, চকদাপুর, চড়পাড়া, ডিগ্রীচর, দেড়ুয়া, ডুবলে, গান্ধাইল, গাঞ্জারিয়া, গজিয়াবাড়ী, গোপালনগর, হাজরাটী, কুরলিয়া, কুমকুমিয়া, কাচিহারা, কালিকাপুর, খুকসিয়া, লক্ষীপুর, মেরারপাড়া, মসিয়ামুরা, মেরারপাড়া, পিকুলবারিয়া, পাটগ্রাম, রূপারবেড়, সিঙ্গরাবাড়ী, সোনামুখি, সাটিকরি, সুপগাছা টিকরামিতা, ভেঁমুবাসী, এদ্রা।

— আফমিয়া, আদিত্যপুর, আমানুচর, বাহুকা, বলরামপুর, বকুগাড়ী, বড়বারিয়া, বিলডুয়ারিয়া, বেতুয়া, ভাটপিয়ারি, বিষ্ণুপুর, বয়রাবাড়ী, চরঝুরকিলা, চরিমেরা, চরখাকুয়া, ছানিনগর, চরসাঁচালিয়া, দহিয়াল, গতিয়াচর, ঘাটিয়ারচর, গোরীনাথপুর, ঘোষপাটুল, ইন্টালি, জয়কৃষ্ণপাড়া, ঝুনকিল, ঝুমরখুলসা, কলিছা, কেস্তুয়াহাটা, খরনা, খাসপাড়া, খাসএকডালা, খিদিরপুর, কুলিপাড়া, মাণিকখিয়ার, মাটিকোরা, মুহিয়ারপুর, নিসঙ্করা, নওয়ারপাড়া, পারমেসরু প্রস্তকুড়ি, পোলাসতলী, পোটল, রয়নাগড়, সাঁচালিয়া, সিমলা, সুপাগাছা, সুণীমিছরী, তোরকান্দি তেঙ্গলাহাহা, রাকসা।

সলঙ্গা — আঙ্গারু আলিয়াদহ, বনবারিয়া বরইগাতি বসিংগাছা বাসুদেব বিরাট বেছুয়া ভরমাহানী ভেঙ্গনাই ভুতিয়াচর রাউলতলা বুদ্ধরচর ভারনগর চকিপাড়া চরবেড়া চৌরিয়াআজির চৌরিয়া চিনাথরা দাদনপুর দত্তকসা ধোপাকান্দি ধুপিল ধুপিলচর গাজা গোপীনাথপুর

গুয়ারচর; ঘুপট; হবিবপুর; হরিণচরা; হাসানপুর; হাটী; ইচ্ছিদহ; জগজীবনপুর; চণ্ডালপারা; ঝাউল; কদিমভোগ. কাঁচিয়ারচর, কাশীনাথপুর, কুমারগাতি; কুটাপারচর. মাগরা; মালতিনগর; মাণিকদিয়ার; মসিয়াকান্দি; মথুরাপুর; মমিনসাহী. নৈমুরী, নবপারা, পাগলা, পাটধারী, পুস্তিগাছা, রহিমাবাদ, রামনগর, রাণীনগর, রাউদহ, রুহাপাড়া, সাতকুশি, সাতইয়ারা, সতরবারিয়া, সিঙ্গা, সলঙ্গা, শ্রীরামেরপাড়া, তেলকুপী, উত্তরপাড়া, ভর ছত্রপতি।

বাগবাটী—ধনিচর, হরিণা, মালিয়াগাতি, হরিপুর, দত্তবাড়ী, গজারিয়া, পিছলবারিয়া, পানিবাড়ী, আম্মিন.র, বিলপাকুরিয়া, ভেওয়ামারা, বেল্লবাড়ী, শ্যামপুর, খোর্দ্দবয়রা, গোবিন্দপাতাল, একডালা, বয়রা, চরবয়রা, ব্রহ্মগাছা, কয়রা, জলাগাতি, বুদ্ধরগাতি. সুবর্ণগাতি, হাসনা, বেহুপুর, চরদকলিয়া, রাজারামপুর, চরব্রাহ্মণগাছা, গোবিন্দপুর, তেবারিয়া, এলঙ্গি, হারাণগাতি বাহুরিয়া, হামনদামন. নয়াপাড়া, বৈদ্যনাথপুর. কানগাতি, গোয়াবাড়ী, সয়াটৈল, দুর্গাপুর, আকবরা, চরনিরাধর, কামারগাতি, বেলমানী, সেনপাড়া বাহুয়াবাড়ী, ফুলবয়রা. ডুবরচর, চরজলাগাতি, উপারদের, চরখামারগাতি, রামদিবা, খুলাউরি, নওদাহরিনা. সিংহিরচর, বাগবাটি।

ফুলকোচা—বেজগাতি. ভুরভুরিয়া ব্রাহ্মণগাতি. চরআটা, চর সোনগাছা, চরব্রাহ্মণগাতি. ডাকাতিয়াবাড়ী, ফুলকোচা গারুদহ. ঘোরাচরা; গোপীলপাড়া. জয়নগর, ঝিনাইগাতি, থাগা, নান্দিনা নওদাফুলকোচা, পেচিবাড়ী, রাঙ্গানিয়াগাতি, সোণগাছা. সাহানগাছা।

রায়গঞ্জ—আবাদিরা, বেথুয়া, বালাকিপুর, চাঁদপুর, দাসেওরা, গনগট. ঝাপড়া, করিনাবাড়ী, কাজীপুর, মহেশপুর, মল্লিকচাঁদ, নিচিনপুর, রামতিতা, সাসলি, বাগুরিয়া. লক্ষ্মীকাল, মুকিমপুর, রত্না, হাসিল, ভুইয়াগাতি, ইছলাচণ্ডী. সিয়ানগোপ, দেওভোগ নিমগাছী, আকাইজানি, আগ্রা, বাকাই, বিনোদপুর, বাইটকামারি, ভুগত, বাগুল, দশেওরা; ধলিয়ান; ধামাইনগর, ফরিদপুর, গোপালপুর; গরতা; হাজীপুর; খরিতলা; ফুলা; ফুলতলা; রূপাথরা, রাজাপুর. সিরামপুর, সামেরঘোণা; সোণাকান্দি; সিকারপুর; দাতিয়া; সোরাইদহ; সরাই; দুর্গাপুর; জোলাগাতি; তাবারিপারা; লক্ষ্মীকোল, রাজপুর; পাইকপারা; ডুমরাই; লাঙ্গলমোরা; মারদিয়া; রঘুনাথপুর; সামনাই; দুর্গাপুর;

হান্নিদ; ইসলা; আকরা। হাটী কুমরুল—হাটী, কুমরুল।

আটঘরিয়া—আটঘরিয়া, আঙ্গারু, বিলচণ্ডী, বাঁশুরিয়া, বিষ্ণুপুর, চকগোবিন্দপুর, দাদপুর দেবত্ত; ফরিদপুর, ঘুরকা, গোপীনাথপুর, জয়ানপুর, জগন্নাথপুর, কুমারপুর, মিত্রতেঘরি নলছা, পোদ্দারপাড়া, রায়পাড়ানলছা, রামচর, রায়হাটি সাহেবগঞ্জ, খানসিংহপুর, তেলিজানা ভিখনপুর।

তাড়াস—তাড়াস; আসানবারিয়া, কাজিপুর, ধপ, খুটিগাছা, খলচরিয়া, কহিত, উলিপুর, রসিন, শাগুন, সদগুণা, বিনসরা, ঘরগ্রাম, তাড়াস, কুষ্টিয়া, আলকদিয়ার, মাঝিরা, ছনবারিয়া, পাইকনিলি, বলবা, গুয়ারেথি; বিধিমাগুরা, লালুয়া, গৌরীপাড়া, গুরমা, দেশীগ্রাম, ভয়াট, দিঘী, কুসুম্বী, ত্রীপাচল, সিলং, সুবরা, খয়রুলা, সাম্বুরিয়া, বারুহাস, চকরসুলা, গুরপিপল সাভার, কুলুপাড়া, তেথুলিয়া, সয়াবাড়ী, রঘুনিলী, গুট্টা, পুলা, রামকৃষ্ণপুর, মাকরসোনা, সাত্রা, কালিদাসনিলী, মানিকছাপর, মাসদক্ষিণা, শ্রীকৃষ্ণপুর, কুশাবাড়ী, দিঘরিয়া, গোয়ালগ্রাম, গাণ্ডিপুর, রাধাকান্তপুর, গাইলজানি, চরকুশাবাড়ী, মনোহরপুর, মহিষলুটি, হরিসন, মাদারজানি, সরতল, মাগুরা, তালম, বানিয়াবউ, পারিল, কাঞ্চনখর, বোয়ালিয়া, খরখরিয়া, লাঙ্গলমোরা, তেথুলিয়া, সাথুয়াদিঘী, ফুলসন, মানসর, সালোপাড়া, বিন্নাবাড়ী, রাণীরহাট, মাটিয়ামালিপাড়া, যোগীরগাতি, মাগুরাবিনোদ, লণ্টা, বিসনহালী, মথুরা, আসানগর, কামারসর, কলামুসা, পামরোহালী, সলদিপাড়া, সাগলাই, সরূপপুর, নাদোসৈদপুর, গাতিপুর, নবগ্রাম, মালসিন, বিলাসপুর, মাধাইনগর, কুন্দইল, কানসোন, হামকুরা, শিখনপুর, তেথুলিয়া, বস্তুল, দেবিলা, ঝরঝরি, সনধরিয়া, পাণ্ডু, দেবীপুর, সাচনদিঘী, থাসলপুর, খরশ্যামপুর, পাঙ্গুরিয়া।

পাঙ্গাসী—আলুকদিয়া, ভজনদাসগাতি, বামনবারিয়া, বহালী, বাগদমারী, ভাতরিয়া, বারইভর, বেশপাড়া, বৈকণ্ঠপুর, বেগনাই, বোয়ালিয়াচর, চক নাভোমর, চাঁকল, চরকালিদাসগাতি, চকনার, চরকালিয়াবিল, ডেঙ্গীদণ্ডগরগাতি, ধানঘরপার, ধিতপুর, দেউলমুয়া, ধর্ম্মদাসগাতি, গোবিন্দপুর, গারুদহ, গদগাতি, গঙ্গারামপুর, গোপালপুর গোবিনপুর, গ্রামপাঙ্গাসী, হাতেমহাসিল, ইছামতী, জানকীগাতি, কুতবগাতি, কুলিয়াবাড়ী, কোটাল, পঞ্চ, খেতরগাতি, নরেনদারগাতি, মাছুয়াকান্দি মুক্তারগাতি, মনোহরপুর, মন্তেখারু,

নিজাবগাতি, নমদাসালনা, নাগ্নমসালুপা, নতহরেনা, নরনা, পাচটীকর, পাঙ্গাসী, পেঞ্জবপুর, পামসরগাতি, রাজপুর, সিংহেরগাতি, শ্রীদাসগাতি সবলুসা।

উল্লাপাড়া—— চরঘাটিনা, ইনায়েৎপুর, ঝিকরা, ঐ বন্দর, কাওয়াক, ঘোষগাতি, খলিপাড়া, কুঠিবাজার, উল্লাপাড়া, নয়ায়া, বাথুয়া, নগ্রহা, পল-গ্রহা, বোয়ালিয়া, ভূতগাছা, ব্রহ্মকপালিয়া, চালা, চরসাতবারিয়া, পূর্ব্বদেউলিয়া, শ্রীকোল, তেতুলিয়া, ভদ্রকোল, বেতুয়া, ভেতুকান্দি, ফলিয়া, হাটদেলুয়া, মাগুরাডাঙ্গা, পুকুরপার, পূর্ণিমাগাতি, পুঠিয়া, সইবারিয়া,।

আমডাঙ্গা—— আলুকদিয়া, আমডাঙ্গা, চকআলুকদিয়া, খাসচক্র-জামাঙ্গপুর, পোড়াঘাটি, বাহল্লাপুর, বাগদহ, পাঁচলা, রসিদপুর, সরাতৈল, তারুটিয়া।

বড়হর—— বালরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, গুয়াগাতি, কালীগঞ্জ, মত্রীপাড়া, নবারপাড়া, চিলরপাড়া, দখলবারিয়া, দুর্গাপুর তেথুলিয়া, পেচেরপাড়া, রাঘব-বারিয়া, রত্নাকান্দি, সদাই।

গয়হাটা—— বাঙ্গাল্লা, বানিয়াকৈর, বিনায়কপুর, চণ্ডালগাতি, চয়রা, চেঙ্গটিয়া, ধরাইল, গঙ্গারামপুর, কালাসিংপাড়া, খোসালপুর কৃষ্ণপুর, মধুকোলা, মহেশপুর, মোহনপুর, মোরদহ, পিয়ারপুর, প্রতাপ, শামলাইদহ, সিমলা, আইলগ্রাম; বরইগাতি, ভয়রা, চন্দ্রগাতি, দিঘলগ্রাম, ফরিদপুর, হাসরা, কোয়ালবেড়, মানিকদিয়ার, নিয়োগীপাড়া, বাহুলিয়া, রামাইলগ্রাম, সেনগাতি, ভরফভৈয়রা, ভেঙ্গরি, ব্রাহ্মঘিয়ালা, চরইমারি, চৌবিলা, দাদপুর, দাহাপাড়া, ফলিয়া গোয়াইলবের, গোয়ালজানি, শ্রীরামপুর, গয়হাটা, পারকুলা।

দুর্গানগর—— বজ্রপুর, ভট্টকাক, ধলসাবাড়ী, দুর্গানগর, দরিপাড়া, পরালগাতি, হেমন্তবাড়ী, কোণাবাড়ী, মণ্ডলজানি, মনোহরা, নেওরাগাছা, নেরছা, নন্দীগাতি, নয়ানগাতি, পাইকপাড়া, পারসনতলা, রাঙ্গলিয়া, শ্যামপুর, শ্রীফলগাতি, সেনগাতি, শিবপুর, সিংহগাতি, উল্লাপাড়া ষ্টেশন।

মোহনপুর—— আগমোহনপুর, লাহিড়ী মোহনপুর, ভাদলাইকান্দি, আগকয়রা, বাল্লপাড়া; বামনগ্রাম, বক্কিরট, বেলতৈল, ভাগলপুর, ভাটবেড়া; বর্দ্ধনগাছা, চণ্ডীপুর চক্সা, চকহরিপুর, চিনাধুকুরিয়া, চাচকিয়া, দহকুলা, দুবডাঙ্গা, দত্তপাড়া, এলঙ্গজানি, কয়রা, কামখোলা, কৈবর্ত্তগাতি, মহিষাখোলা, মধুপুর, মুলবেড়া, নন্দীবেড়া, নন্দ, পাতিয়াবেড়া, রুদ্রগাতি, রাজমান, রাখাল-

গাছি, বাউন্তান, রতনদিয়া. সাতবিলা।

ভাঙ্গুরিয়া—— ভাঙ্গুরিয়া, ঐ রেল ষ্টেসন, মেদা, পাটুলিপাড়া, শরৎনগর রেলওয়ে ষ্টেসন, ঐ বাজার, সাকুটিয়া, সুজাপাড়া, ভবানীপুর, মণ্ডতোষ, পাথরঘাটা, পার ভাঙ্গুরিয়া, শ্রীলাহিড়ীবাড়ী. কৈডাঙ্গা।

গাড়াদহ—— বিলারৈল, বাতিয়ারপাড়া, ভৈরব, বেড়াডাঙ্গা, ব্রজবালা, বনগ্রাম, বাওসাগাড়ী, বাজারপটি, চরতারাবাড়িয়া, চরআঙ্গারি, চরনবীপুর, চিথলিয়া, দয়বর্গাপর, দুর্গাদহ, গাড়াদহ, গোপীনাথপুর, হরিরামপুর, হলদিঘর, জুগিনীবাড়ী, জঙ্গলীপুর, জগন্নাথপুর, কুমারগাড়া, কাশীনাথপুর, কায়েমকোলা, কায়েমপুর মহেশপুর, মাকরকোলা, মুরাটিয়া, মসীপুর, মরিচা, নবীপুর. পারমনোহরা. শ্যামবারিয়া, সরাতৈল, সরারূপপুর, তিলগাছা, তেকোপাড়া।

উধুনিয়া—— উধুনিয়া, বাবুলদহ, দিঘলগ্রাম. গারুইল, হাটউধুনিয়া, আড়ুয়াপাঙ্গাসী, আগগয়হাটা, বড় পাঙ্গাসী, চক পাঙ্গাসী, দোগাছী, কৈলবেড়, থাত্রলি. নরসিংহপাড়া, সৈয়দপুর শুকলহাট, শুকলাই, শ্রীপাঙ্গাসী, অঞ্চলগাতি. বামনগ্রাম, বলাইগাতি বলাইগাতি, বলাইকান্দি. বাগুয়ান মোগনিয়া, থাত্রলী, বগুড়া, বেতকান্দি, বাগমারা, দিলপসার. মহেশপূর, মাদারবারিয়া. কমপুর, টেহরি।

বড় পাঙ্গাসী—— বড় পাঙ্গাসী।

সলপ—— আরবাঁকি. বেলুনিয়া, বেতবাড়ী, বেতকান্দি ভাবকী, বৈষ্ণবপাড়া চরলক্ষ্মীপুর, চরলক্ষ্মীকোল, চর সগুণা. চরপাড়া, ঘাটিনা; গোবিন্দপুর, গোপীনাথপূর হাড়ীভাঙ্গা, ঝালকাটী, কানসোনা কালীপুর, কোনাবাড়ী, কাশীনাথপুর, খামারউল্লাপাড়া লক্ষ্মাকোল, লক্ষ্মীপুর, মাদারপাড়া মতিকোরা. মোহনপুর, নন্দসোঁদা. পেষ্টক রামগাতি, রামনগর, সগুনা. সলপ, শঙ্করহাটী, সেখপাড়া সাতবারিয়া, সোণতলা, শুঁধুপিলা, সরাতৈল. শিববারিয়া, তারাবারিয়া, আদাচাকী, ভাঙ্গাবাড়ী বানিয়াগাতি, বেগুপুরা. বেন্নাবিল, বেড়াথয়রা বয়রাকারী. চন্দনগাতি, দেলুয়াকান্দি, গাবগাছি, গরবাড়ী, জিধুরী. কামারপারা, নিশিবউরা সালদিয়ার, সেননগর, স্বুবর্ণসরা, তামাই, সেনগাতি, বরুপুর; ব্রাহ্মণগাও দৌলতপুর. ধুলগাগরাখালি; ধুকুরিয়াবেরা, গয়লাকান্দি, গোপালপুর. ঝানগরা, যোগীবারি, কলাগাছী, কল্যাণগাছী, কান্দাপারা, পুকুনি, লক্ষ্মীপুর, মৌউপুর. মেটুয়ানী. সাতলক্ষ্মী, সোনামুই. ট্যাঙ্গাসিয়া।

যোগনালা— যোগনালা। খুকনি—খুকনি, যোগীবারী ঝানঘরা।

রায়দৌলতপুর — বলরামপুর, বনবারিয়া, ভদ্রাকোল চৌবারী, দমদমা, গোয়ালপারা, জোতবাড়ী কাজীপারা মনারপুর, পঞ্চক্রোশী পাথরপারা, রায়দৌলতপুর, রোশুনপুর, গলপ রেল ষ্টেসন, সোয়াকোলা।

সাহাজাদপুর— ছয়আনীপারা, দরগাপাড়া, ঘোষপারা, ক্ষেত্রলোটা, রূপপুর ভেরুয়াদহ, দারিয়াপুর, কেন্দাপারা, কাশীপুর, মনিরামপুর, শক্তিপুর, বাদলবাড়ী, বড়বিল, চরপ্রাণনাথপুর, চরনরনিয়া, কোকিলামণি, কুমিরগোয়ালিয়া, মাদলা, নাগরদলা, নরনিয়া, পারকোলা, প্রাণনাথপুর, পুকুরপার, রাইপুর রামবাড়ী, রতনকান্দি, সেকিতকান্দি, সেরখালি, শ্রীকলতলা, শ্রীপুর।

নরনিয়া— বাতিয়া, খাচামারা চরবাতিয়া চরনরনিয়া চরটেপরি, ফকিরপারা, জুগিনিদহ, কাশিয়াখোলা, নরিনা, নরবিলা নারায়ণদহ, নংকৈর, নাহিপুর, তারটীয়া, টেপ্রী।

পোতাজিয়া — আঙ্গারু, আলকদিয়ার বাঘাবাড়ী, বয়রা, ভাইমোরা, বিশাখোল, চিনাদৈর, চেরুটি, চুলধরি, চরচিথলিয়া, ডোমবারিয়া, হারিয়া, গঙ্গাপ্রসাদ, খামারসাউলিয়া, মনুমোরা, নুনদহ, নুকলি, পোতাজিয়া, রাউতারা, রামকান্তপুর, রামখরনা সিলাচাপরি, সাকতলা, তিয়ারবান্দা।

জামিরতা— আরাজাটপারা, কেচুপাড়া, গুদিবাড়ী, গোপীয়াখালী, জগতলা, জোতপাশা, জামিরতা, লক্ষীদিয়াকান্দি, বালিয়াটা, গালা, হাতকোড়া, কাশীপুর, বাসুরিয়া, বয়রা, চর ডুগালি, খরনা মানকুরা, রূপবাটীয়া।

সোণাতনী—সোণাতনী, জুজখোলা, বানতৈর, কান্দাঘোরজান, কৈরট, বামনদি বড় বাটৈর, ঘোরামারা, দারকান্দি, বড়, চামতারা, বাদরকোল, চরদিটপুর, বালিয়াকান্দি, ঝানকুন্দী, ছোটচানতারা, জয়খোলা, বড় খোরজান, হাটঘোরজান,, দরগাবাড়ী, ভাট দিঘলিয়া, হোরদিঘলিয়া, পাইকদিঘলিয়া; বৈষ্ণবদিঘলিয়া, মাকরা, বড় পাখিয়া, কুরসি।

বিনোটিয়া— বিনোটিয়া, সিমুকান্দি, রতনদিয়া, বাঙ্গালা, গোপালপুর, দেওয়ান তারাটিয়া, বিয়ানপুর, ধালাই, সরূপপুর, মাজ্জান, ফকিরপারা।

মীরকুটা— আরকান্দি, আরনাগুকা, অন্দার, বাগুটীয়া, ব্রহ্মগুকা, বীরবউনীয়া, বাঁশা, চাঁদইর, চরভারেঙ্গা, চরদত্তকান্দি, দত্তকান্দি,

দিলদারপুর, ধুগলিয়া, ঘুগুরিয়া, হাতাইল, হাপানিয়া, হিজলিয়া, জোতপারা, খাস কাওয়ালীয়া, কুরকিপারা, কোদালিয়া, মিটুরনী, মধ্য সিমুলিয়া, মধুপুর, মিনিয়াদহ, পুখুরিয়া, পাথরাইল, পয়লাপারা, পাচ সিমুলিয়া; পাচুরিয়া; রাধুনীবাড়ী; শৈলজানা; শৈলখালি শোলঙ্গী; শুলকীপারা; শালদহ।

পোরজনা— বাচরা, বড় মহারাজপুর, চর পোরজনা হরিনাথপুর, হর্ষখোলা, খিদ্রপুটীয়া, নন্দলালপুর, পোরজনা, পুটীয়া, রাইবাচরা বোরাকাচুটীয়া, ভৈরবপারা, বাজুটীয়া, চরপুটীয়া দায়া, জীগরবারিয়া, কুঠিবাড়ী, কৈলরচর, বাইখোলা, চরবাচরা, ছোট মনোহরপুর, কাকুরিয়া রাণীখোলা, উলটাদব।

বেলতৈল— আগবেড়া, বেলতৈল, বালাবাড়ী, বাঁশবাড়িয়া, বেতকান্দি, বিন্নাগাছী, চরবাবইখোলা চরবেলতৈল চরবেতকান্দি, চর কাদাই, চৌবারিয়া, চেঙ্গটাচর, ধর জামতৈল, গোপীনাথপুর, ঘোরসান, কাদাই, কালীপুর, খাগদিরার, লোচনাপারা, মালতিডাঙ্গা, মুলকান্দি, মুকালি, সাতবারিয়া, (খাস) সরাতৈল, শিবরামপুর, তেলকুপী ফরিদপাঙ্গসি।

ভেকাগোপালগঞ্জ— আরকান্দি, ভেকাগোপালগঞ্জ, বাতখোলা, চরকৈজুরি, ধুলিয়াবাড়ী, দাদপুর, ডোমনাপারা, ছোটবাড়ী গোপালপুর, হাট পাঁচিল, জগৎপুর, জালালপুর, কৈজুরী, কাছুয়া, কুচিয়ামোরা, পাথলিয়াপাড়া, পাকরতলা, রূপসী, সৈদপুর, সোণাতলা, সাহেবপারা, ঠুথিয়া, পাঁচিল, উথুলি।

স্থল— এক্রামপুর, বসন্তপুর, কোচগ্রাম, দিঘলকান্দি, গোহাইলবাড়ী, ঘূগীরঘোপা, মালিপাড়া, নয়াপারা, স্থল, সন্তোষা।

চুহালী — বয়রা, বিনদহ; চুহালী, চরপারা, গোসাইবাড়ী, হাটবয়রা, কুরাগাছা, লাঙ্গলমুড়া, পয়ানসাটীয়া, সাসাতারপারা, স্থলচর, তেঘরি, উরাপারা।

চালুহাড়া— বৈশাবাড়ী, খরাঙ্গাইল, বচরগাতি, বড় পাথিয়া, চরা পাচিল, চালুহাড়া, ফুলহাড়া, হৈপারা, কাটারবাড়ী, কৌলিয়া, করুয়াখালি; মুরাদপুর, মণ্ডলভোগ, নূতনপারা, সেখপারা, তেঘরি, সাগরকান্দি।

স্থলনওহাটা— স্থলনওহাটা। **শক্তিসম্ভারিণী**—

বেলকুচি— বেলকুচি, বনগা, চয়বাসুরিয়া, চালা, দেলুয়া, চর দেলুয়া, দারিয়াপুর, জিয়াগা, ক্ষিদ্রমাটীয়া, লক্ষ্মীপুর, মগুলা, নয়াপারা, রতনকান্দি, রাপীপারা, সোহাগপুর, সাপুর

বড়ধুল— আলকদিয়া, বড়ধুল, বেরিনাবাড়ী, চরবেল, চর গয়লা হোসেন, ছোট ধুল, গোলইখালি, কীর্ত্তিখোলা, খিদির, কালীবাড়ী, তারাবারিয়া।

সদিয়াচাঁদপুর— চাপরি, মৌউহালী, সদিয়া, শঙ্করহাটী, উল্লাপারা, গোপচাপরি, ক্ষিদ্রচাপরি, মালাকর চাপরি, দেওয়ানতলা, সোনকলসি, গহেরপারা, খিঘি াভিটা, গোলাবাড়ী, গোপীনাথপুর, ইস্রাফপারা, খিদির, পয়াণচাঁদপুর।

বেতিলহাটখোলা— এনাতপুর, আগাননগর, আরাসরা, আরজাবাদ ব্রাহ্মণগ্রাম, বসনবাড়ী, বংশখৈদ্দ, বেথারা, চরপারা, ডিগ্রীপারা সোনাকুলা, তেথারিয়া, শিবপুর, ধরপারা. গোপরেখী, গোপীনাথপুর, জামবাড়ী, খোকসাবাড়ী, খামারগ্রাম, কুঠিপারা, কান্দাপারা, মদনপুর, মাধবপুর, মেঘমিত্রা, মেঘাগ্রাম।

সয়দাবাদ — সয়দাবাদ।

রাজাপুর— রাজাপুর, আমবারিয়া, আগরিয়া, চাউগ্রাম, দত্তবাড়ী, চক বয়রা, মকিমপুর, রেলগাছী, ঠাকুরপাড়া, বয়রাপারা, টেংরাখালী, নাককাটা, মাইলঝাল, সারাটীয়া হাট সারাটীয়া, পচা সারাটীয়া, চর মাঝাইল, সমসপুর, চর সমসপুর, রানধুনীবাড়ী, শ্রীবাড়ী, গাছাবাড়ী. বড়সিমুল, কালীবাড়ীর চর, সয়দাবাদ, গুথিয়াবাড়ী, মুন্সিবাড়ী।

নলকা— নলকা, ভদ্রঘাট, চণ্ডিদাসগাতি, চণ্ডালগাতি, দোমুর, গজারিয়া, ভদ্রঘাট, ডুমুরবড়বারিয়া, ডুমুরিছা, ডুমুরুঙ্গা, পদমপাল, রহিমপুর, ধোপাপাড়া, জোয়ালভাঙ্গা. চরপাদমপাল, দেওভাঙ্গা, ছোটহামাকুরা, বহুটী, চরবহুটি বেটহাটা, কোনাগাতি, ধুকুরিয়া, দক্ষিণধুকুরিয়া, সরাচণ্ডী, কোণাবাড়ী, কয়লাগাতি' কুঠীরচর, চরকারনগরী মথুরাপুর, বৈদ্যদোগাছি, ধমকোলা, বনাকারী, মুখবেলাই. চরদোগাছী, সৈয়দপাতি, চেয়ারগাতি, ঝালিয়াবেলাই, নুরনগর. মধ্যভদ্রঘাট, বানিয়াগাতি, ক্ষিদ্রভদ্রঘাট, জঙ্গীলাগাতি, দেরারি ভদ্রঘাট সেনগাতি, এরন্দহ, দাহুরপারা, পাচ এরন্দহ, হাট কান্দা, হরেগাতি, তারুটীয়া, বাহুল্যাপুর, রশিদপুর, চররশি, বাগুন্দা, সরাতৈল, আমডাঙ্গা, বড়খলি ডিয়ারহাটী, উদয়কৃষ্ণপুর, খাসেরচক, চরবাগন্দা, উলীপুর, আলুকদিয়া, চক আলুকদিয়া, পাচিদা, আশুগঞ্জ, রতনগকান্দি।

বৈদ্যজামতৈল— আলুদিয়ার, বৈদ্যজামতৈল, বরকান্দি, বড় স্থল, বাঁশবাড়িয়া, ভিয়ারচর, চালাসাবাজপুর, চর টেপ্রারল, চর ধোপাকান্দি, চৌধুয়ার, ধোপাকান্দি, ধুনচি, দশসিকা, ধলেশ্বর, ধোপাকান্দি, গোপালপুর, গজাবাড়ী, হায়দারপুর, হলুদকান্দি কামারখন্দ, কর্ণসুতি, হালুয়াকান্দি, কোরা, কৃষ্ণদিয়ার ক্ষুরারে উদয়পুর, কয়লাগাতি, কাজীপুর, কোণাবাড়ী, কাশীয়াহাটা, ময়নাকুলা, নন্দিনাবিয়ারা, পেশচরপারা, পাকুরিয়া, সাবাজপুর, সাকুরজিপারা, সেগ্রাইল, পাঠানপারা, মামুদপুর, শ্যামপুর।

পাবনা বাজার, ইলিয়ট ব্রীজ প্রভৃতি আরও যে কয়েকটী পোষ্টাফিস আছে তাহাতে ডেলিভারী হয় না।

পোষ্টাফিসের কার্য্য বিবরণী। (১৯২৫—২৬)

বার্ষিক প্রায় লক্ষাধিক টাকা ষ্ট্যাম্প বিক্রয় ব্যতীত

মোট আয় ব্যয়।

মাস	মনিঅর্ডার ফি	ইনসিওর ফি	রেজিষ্ট্রেশন ফি	মোট আয়	মোট ব্যয়
এপ্রিল	৩০৪৫,	১৩৬০,	৪৭৮॥৵০	৫২৮৩॥৵০	১০২৯০,
মে	৩২৫৪,	১৪৭৬,	৫৪৫৵০	৫২৭৫৵০	১০৪০২,
জুন	৩৪১৫,	১৩৪০,	৫৪৬॥৵০	৫৩০১॥৵০	১০৭১১,
জুলাই	৩১৪৪	৯৭৭,	৫১৬৵০	৪৭৩৭৵০	১০৫৫৭,
আগষ্ট	৪০৮৭,	১৪৮৬,	৫৩৮,	৬১৬১,	১০৫২০,
সেপটেম্বর	৬৬১০,	২০৫৬,	৫৩৪ ০	৯২০০।০	১০৪৫১,
অক্টোবর	৫৪১১,	২৩০১,	৫১০৵০	৮২২৬৵০	১০৭৪৯,
নবেম্বর	৫৩৭৪,	১৭০০,	৫৯৫॥০	৭৬৬৯॥০	১০৫৩৩,
ডিসেম্বর	৫৭৮১,	১৮০৯,	৬০৫ ০	৮১৯৫।০	১০৬৯১,
জানুয়ারী	৬২০৪,	২৩০২,	৫৩৩৸৵০	৯০৫৯৸৵০	১০৬২৩,
ফেব্রুয়ারী	৫১২৮,	২৩৫৫,	৬২৫॥০	৮১০৮॥০	১০৬৯১,
মার্চ্চ	৬১৯৭,	২২১৪,	৬১৮॥৵০	৯০৩৯॥৵০	১০৪৩৪,
মোট	৫৮১৫২,	২১৩৭৮,	৬৭২৭॥৵০	৮৬২৫৭॥৵০	১২৬৬৫২,

সমাপ্ত।